উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৭ আশ্বিন ১৪৩০ সোমবার ৪.০০ টাকা 25 September 2023 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

শ্রেয়স-গিলদের শতরানে সিরিজ জয় ভারতের

দশের পাতায়

হাঁটুর পরীক্ষা করাতে মমতা এসএসকেএমে

সাতের পাতায়

সোজাসুজি

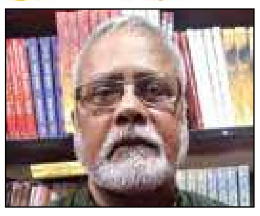

মহিলা বিলে আসল কৃতিত্ব কিন্তু গীতা মুখোপাধ্যায়ের

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

পঞ্চাশের দশকে সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে, হিন্দু পরিবারে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমানাধিকারের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলি। ওই সময় এই দাবির সমর্থনে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি সভার আয়োজন করেছিল বামপন্থী মহিলা সংগঠন। বামপন্থী মহিলা সংগঠনের এই আন্দোলন মোটেও পছন্দ হয়নি হিন্দুত্ববাদী জনসংঘের। জনসংঘের নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে বড়বাজার অঞ্চল থেকে একদল জনসংঘী এসে মহিলা সংগঠনের ওই সভায় হামলা চালায় এবং সভাটি ভন্ডুল করে দিয়েছিল।

কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন তাঁর আত্মজীবনী 'সেদিনের কথা'য় ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপর সাতটি দশক কেটে গিয়েছে। ভাগীরথী এবং যমুনা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। অনেক পালাবদল ঘটেছে ভারতের রাজনীতিতে। শ্যামাপ্রসাদের জনসংঘ নাম পরিবর্তন করে হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। শ্যামাপ্রসাদের অনুসারীরা এখন কেন্দ্রের শাসকদলে। এই শাসকদল এখন দেশপ্রেমের তাগিদে গান্ধি এবং সুভাষচন্দ্রকে নিজেদের আইকন বানাতে ব্যস্ত।

এই শাসকদলের সময়কালেই গত বৃহস্পতিবার সংসদে মহিলা বিল পাশ হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী বললেন, এই কাজটি করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তারপরই প্রধানমন্ত্রীর মহিমা প্রচারে দিগন্তবিদারি ঢক্কানিনাদে ভারতবাসীর কর্ণ ঝালাপালা হয়ে গেল। ভক্তেরা বলতে শুরু করল, মহিলা বিল পাশ করানোর সমস্ত কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রীর। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীকে ক্রমশ দেবত্বে উপনীত করার এটা একটা প্রয়াস।

এরপর আটের পাতায়

রমিতা জিন্দাল, মেহুলি ঘোষ ও আশি চৌকসি। এশিয়াডে এয়ার রাইফেলে দলগতভাবে পদক জয়ের পর আহ্লাদে আটখানা তিনকন্যা। চিনের হ্যাংঝৌয়ে। রবিবার।

দলগতভাবে শুটিংয়ে রুপো বাংলার মেহুলির

হ্যাংঝৌ, ২৪ সেপ্টেম্বর : শুটিং থেকে এবারের এশিয়াডে একাধিক পদকের আশা রয়েছে ভারতের। রবিবার যার প্রথমটি এনে দেন বাংলার মেহুলি ঘোষ। এদিন মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে দলগত বিভাগে রমিতা জিন্দাল ও আশি চৌকসিকে নিয়ে রুপো জিতলেন তিনি। চলতি বছরে বাকুতে একই ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন হুগলির বৈদ্যবাটীর মেহুলি। সেই আত্মবিশ্বাস এদিন হ্যাংঝৌয়ের শুটিং এরিনায় ২২ বছরের মেহুলির রাইফেল থেকে বারবার ঝরে পড়ল।

দলগত ইভেন্টে কম্বাইন্ড স্কোরের উপর স্থান নির্ধারণ হয়। এদিন মেহুলি ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত বিভাগে চেনা মেজাজে পাওয়া গিয়েছে মেহুলি ও হরিয়ানার ১৯ বছরের রমিতাকে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ৬৩০.৮ স্কোর করে চতুর্থ স্থানে থাকেন মেহুলি। রমিতা দ্বিতীয় হন ৬৩১.৯ স্কোর নিয়ে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে এই দুজনের থেকে কিছুটা বিবর্ণ লেগেছিল মধ্যপ্রদেশের আশিকে। তবে তিনজনের মিলিত প্রচেষ্টা ভারতকে রুপো এনে দেয়। ১৮৮৬ পয়েন্ট নিয়ে পোডিয়ামের দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করেন মেহুলিরা।

মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত ইভেন্টে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করে চতুর্থ হয়েছেন মেহুলি। কিন্তু দলগত ইভেন্টে রুপো জয়ের আনন্দে মেতে থাকা এই বঙ্গতনয়া বলেছেন, 'এটাই আমার প্রথম এশিয়ান গেমস।

এরপর আটের পাতায়

> এটাই আমার প্রথম এশিয়ান গেমস। তাই বেশ কিছু জিনিস নতুন আমার কাছে। তবে সেসব আমার অনুশীলনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। শুটিংয়ে প্রথম পদক আমরা আনলাম। দলগতভাবে আমাদের পারফরমেন্স ভালো হয়েছে।
>
> **মেহুলি ঘোষ**

একনজরে

পাঁচ রাজ্যজয়ে আশা রাহুলের

বিজেপিকে নিশানা করার পাশাপাশি পাঁচ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের ফলাফল নিয়ে রবিবার মুখ খুললেন রাহুল গান্ধি। আসন্ন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের ভালো ফলের ব্যাপারে আশাপ্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা তেলেঙ্গানায় সম্ভবত জিততে চলেছি। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়েও আমরাই জিততে চলেছি। রাজস্থানেও আমরা অনেকটা এগিয়ে রয়েছি। আমরা মনে করি, আমরা জিততে সক্ষম হব। বিজেপি নিজেদের মধ্যে এরকম কথাবার্তা বলাবলি করছে।'

বিস্তারিত সাতের পাতায়

আরও ৯টি বন্দে ভারতের সূচনা

ধর্ম ও পর্যটনকে একসূত্রে বাঁধতে মরিয়া মোদি সরকার। আর সেদিকে লক্ষ্য রেখে রবিবার দেশের মোট ১১টি রাজ্যে একসঙ্গে ৯টি রুটে নতুন ৯টি বন্দে ভারত ট্রেনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

বৃষ্টিতে বিপাকে পর্যটকরা ● দ্বিগুণ গাড়িভাড়ায় নাজেহাল

লাইনে জল, দেরিতে বহু ট্রেন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : কেউ ভাবছেন গ্যাংটকে আদৌও পৌঁছাতে পারবেন কি না, কারও আবার দুশ্চিন্তা দার্জিলিংয়ে যাওয়ার সময় মাঝপথে আটকে থাকা নিয়ে। রবিবার উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে চলাচলকারী প্রায় প্রত্যেকটি ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছাতে অস্বাভাবিক দেরি করেছে। চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে যাত্রীদের। 'সৌজন্যে' প্রবল বৃষ্টি।

প্রবল বর্ষণের জেরে মালদা এবং কাটিহার ডিভিশনের একাধিক জায়গায় রেললাইনের ওপর জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সিগন্যালিংয়ের সমস্যা দেখা দেওয়ায় ট্রেনগুলিকে শনিবার রাতে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর। কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সুরেন্দ্র কুমার বলেন, 'দুর্ঘটনা এড়াতে কিছু ট্রেনকে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। যার জন্য কিছুটা হলেও ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।'

কেবল এরাজ্যের দু'প্রান্তে চলাচলকারী ট্রেনগুলিই নয়, অস্বাভাবিক দেরিতে চলেছে অসম এবং দিল্লিগামী বেশ কয়েকটি ট্রেনও। যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে পাহাড়ে যাওয়ার গাড়িগুলির অস্বাভাবিক ভাড়া। বৃষ্টির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এদিন দ্বিগুণ ভাড়া আদায় করার অভিযোগ উঠেছে এনজেপির টোটো, অটোচালকদের বিরুদ্ধেও।

রবিবার নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে (এনজেপি) যখন দার্জিলিং মেল প্রবেশ করে, তখন রেলের ঘড়িতে সময় ১১টা ৫৫ মিনিট। অথচ ট্রেনটির এখানে পৌঁছানোর কথা ছিল ৮টা ১৫ মিনিটে। যথারীতি ট্রেনটি ১০টার পরিবর্তে হলদিবাড়িতে পৌঁছায় ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ। ৯টা ৩৫ মিনিটের পরিবর্তে পদাতিক এক্সপ্রেস এদিন এনজেপিতেই পৌঁছায় দেড়টা নাগাদ। নিউ আলিপুরদুয়ারে ট্রেনটি যখন পৌঁছায়, তখন সময় বিকেল ৪টা ৩৫ মিনিট।

এরপর আটের পাতায়

ধস ও সভায় ভোগান্তি পাহাড়ে

টানা বৃষ্টিতে ধসে পড়েছে রাস্তার একাংশ। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে শ্বেতিঝোরার কাছে। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : অনীতের সভার জন্য 'অবরুদ্ধ' দার্জিলিংয়ের পথ। প্রবল বর্ষণে দু'দফায় ধস সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। বিপত্তি ঘটেছে রেলপথেও। ত্রিফলা বিপর্যয়ে রবিবার পথ চলতে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়লেন সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রচুর পর্যটক। বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়েছেন গাড়িচালকরাও। মুহুর্মুহু বেড়েছে গাড়িভাড়া। পর্যটন শুরুর মরশুমে উত্তরের এমন হালে শঙ্কিত পর্যটকরা।

ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভার জন্য এমনিতেই গাড়ির সংখ্যা ছিল কম, তার মধ্যে শ্বেতিঝোরায় ধস নামায় ঘুরপথের সুযোগে দ্বিগুণ ভাড়া আদায় করেছেন এক শ্রেণির চালকরা, যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পর্যটকদের বড় একটা অংশ। দার্জিলিং মেলের যাত্রী সৌরভ সরকার বলেন, 'রাতে ট্রেন দেরি করায় বুঝতে পারি দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে। এখন পেলিং যাওয়ার অপেক্ষা করছি। সাত হাজার টাকা গাড়িভাড়া চাওয়া হচ্ছে। ঘুরপথে যেতে হবে বলে নাকি বেশি ভাড়া লাগবে।'

এতসবের মাঝে অবশ্য আশার কথা শুনিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সোমবার থেকে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের তেমন সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

বর্ষাঅমঙ্গল

- ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভার জেরে দার্জিলিংয়ে রাস্তা প্রায় বন্ধ ছিল
- সভার জন্য গাড়ি তুলে নেওয়ায় এমনিতেই রাস্তায় ভোগান্তি
- তার উপর সিকিম যাওয়ার মুল রাস্তায় ধস নামায় চরম বিপদে পর্যটকরা
- ট্রেন দেরিতে আসায় চড়া ভাড়া হাঁকতে শুরু করেন চালকরা
- ঘুরপথে যেতে হওয়ায় প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া দাবি

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও সেমবার থেকে বর্ষণের আর তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি থাকবে না। কোনও সতর্কতাও নেই। নতুন করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে বুধবার থেকে।'

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হয়ে ওঠায় এবং তার জেরে এই অঞ্চলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটায় কয়েকদিন ধরেই উত্তরবঙ্গজুড়ে প্রবল বর্ষণ চলছে। যার জেরে রবিবার সাতসকালেই ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের শ্বেতিঝোরায় রাস্তায় একটা অংশ ধসে যায়। বন্ধ হয়ে যায় এই পথে যান চলাচল। বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন রাস্তাটি মেরামতি শুরু করার পাশাপাশি দুপুরে একমুখী যান চলাচলের অনুমতি দেয়। কিন্তু বিকেল হতে না হতেই ফের ধস নামে কালিঝোরা সংলগ্ন এলাকায়। ফলে বন্ধ হয়ে যায় সিকিমের লাইফলাইন। জাতীয় সড়কটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এদিন প্রশাসনের তরফে শিলিগুড়ি-গ্যাংটকের মধ্যে চলাচলকারী গাড়িগুলিকে গরুবাথান-লাভা পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। কালিম্পংয়ের গাড়িগুলিও একই পথে চলে। কিছু গাড়ি আবার তিস্তাবাজার-পেশক-কার্সিয়াং হয়ে চলেছে। সিকিমের পেলিং, রাবাংলা, নামচির গাড়িগুলিকে দার্জিলিং ও লেবং দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু এই পথে চলতে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় যাত্রীদের।

এরপর আটের পাতায়

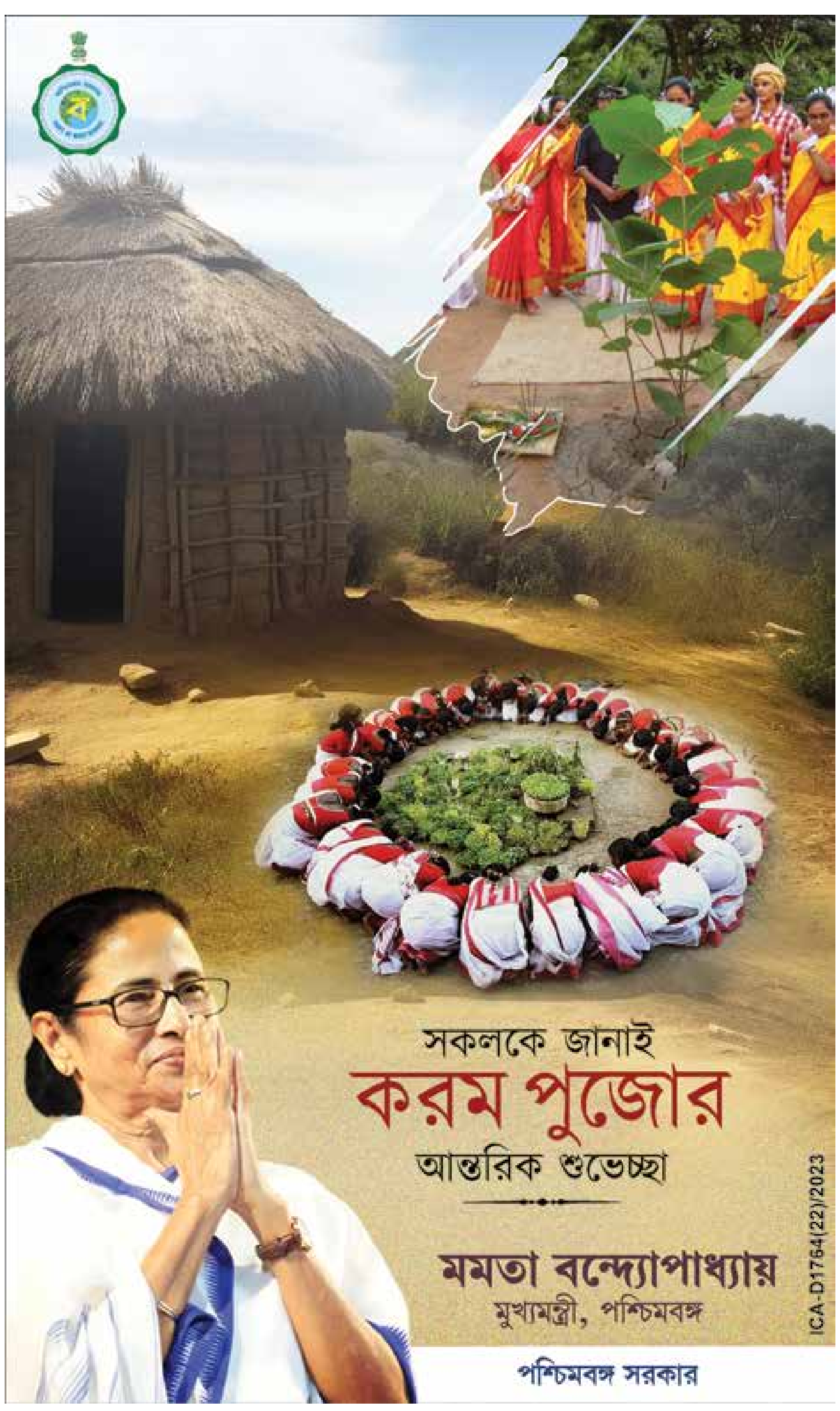

প্রধান খুনে আটক প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য

অরুণ ঝা

পাঞ্জিপাড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : পাঞ্জিপাড়া প্রধান খুনে নয়া মোড়।

কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেপ্তারের পর এবার পুলিশ আটক করল পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যকে। পাশাপাশি, প্রাক্তন ওই জনপ্রতিনিধির দাপুটে স্বামীর ঘনিষ্ঠ আসিম বাবুকে পুলিশ রবিবার পাঞ্জিপাড়ার বালুচুকা সংলগ্ন হলদিভিটা থেকে গ্রেপ্তার করে। আসিমকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি পুলিশ স্বীকার করলেও তৃণমূলের প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিকে আটক করার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। দলীয়ভাবে অবশ্য বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, তৃণমূলের এই প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসকদলের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। পুলিশ তাঁর স্বামীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। প্রধান মহম্মদ রাহিকে খুনের ঘটনায় বিহারের গলগলিয়া থেকে ধৃত মহম্মদ তামরেজকে এদিন আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বলে সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল জানিয়েছেন। এই খুনের ঘটনায় সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তৃণমূলের পাঞ্জিপাড়া অঞ্চল সভাপতি ফিরোজ খান বলেন, 'পুলিশ পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর সংসদের প্রাক্তন সদস্যকে আটক করেছে। নিশ্চয়ই তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান খুনে পুলিশের কাছে নির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। ধৃত আসিম বাবু ওই প্রাক্তন জনপ্রতিনিধির স্বামীর ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত। দলীয়ভাবে আমরা গোটা বিষয়টির ওপর নজর রাখছি।' আটক প্রাক্তন জনপ্রতিনিধির স্বামীকে বহু আগেই দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে মন্ত্রী গোলাম রব্বানি জানিয়েছেন। মন্ত্রীর ভাই গোয়ালপোখর ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল বলেন, 'যাঁকে আটক করা হয়েছে তিনি প্রাক্তন সদস্য। খুনের ঘটনায় কেউ দোষী প্রমাণিত হলে পুলিশ তাকে আটক করে গ্রেপ্তার করবেই। দল হোক বা বাইরের কেউ, জড়িতরা রেহাই পাবে না। শীঘ্রই অপরাধীরা ধরা পড়বে বলে পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন। রবিবার থেকে পুলিশকে ৪৮ ঘণ্টা সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। সোমবার পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। তারপরও এই ঘটনার মূল অভিযুক্তরা ধরা না পড়লে ব্লকজুড়ে সমস্ত পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির অফিস বন্ধ থাকবে।' বহুবার ফোন করা হলেও সাড়া না দেওয়ায় ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিংয়ের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সূত্রের খবর, পুলিশ শনিবার বালুচুকা এলাকা থেকে ওই প্রাক্তন জনপ্রতিনিধির পরিবারের অন্যদের আটক করে।

এরপর আটের পাতায়

ধৃত আরও এক

- পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য আটক
- হলদিভিটা থেকে ধৃত প্রাক্তন জনপ্রতিনিধির স্বামীর ঘনিষ্ঠ
- পুলিশ কিছু না বললেও প্রাক্তন জনপ্রতিনিধির আটকের বিষয়টি ঘাসফুল স্বীকার করেছে

গাঁটের কড়ি খরচ করে পাঠাগার তৈরি

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর : মোবাইল, কম্পিউটারের দৌলতে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে বই পড়ার প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। হামেশাই এই অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু বইয়ের থেকে বড় বন্ধু আর কিছু হতে পারে না। এই বার্তাকে সামনে রেখে ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকায় বেসরকারি উদ্যোগে একদল যুবক পাঠাগার গড়ার উদ্যোগ নিয়েছেন।

যুবকরা জানান, এলাকায় কোনও পাঠাগার নেই। ইতিমধ্যেই তাঁরা নিজেরা চাঁদা দিয়ে বই রাখার আলমারি তৈরি করে ফেলেছেন। অনেকেই তাঁদের এই উদ্যোগে খুশি হয়ে আর্থিক সাহায্য করতে শুরু করেছেন। প্রায় দশ হাজার টাকার ফান্ড তৈরি হয়েছে। সেই টাকা দিয়ে কিছু বই কিনে প্রাথমিকভাবে পাঠাগার শুরু করে দেওয়া হবে। তার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছেন যুবকরা। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পাঠাগারের উদ্বোধন হবে।

পাঠাগার গড়ার কাজে শামিল হয়েছেন অভিজিৎ ভৌমিক, অচিন্ত্য পণ্ডিত, সুদীপ বর্মন, সুমিত দেবনাথ, সুধাকর দেবনাথ, বাপি সরকারের মতো কিছু যুবক। তাঁদের পরামর্শ এবং সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন রেখা চক্রবর্তী, নীলিমা দত্ত, হেনা দে'র মতো প্রবীণরা। শামুকতলা পিপলস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের অফিসঘরে এই পাঠাগার চালু করা হচ্ছে। পেশায় স্টেশন মাস্টার অভিজিৎ ভৌমিক বলেন, 'বইয়ের বিকল্প কিছু নেই। অথচ শামুকতলায় বই পড়ার মতো কোনও পাঠাগার নেই। তাই আমরা উদ্যোগী হয়েছি একটি পাঠাগার গড়ে তোলার। বই দিয়ে, টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন অনেকেই।' ওই দলের আরেক সদস্য সুদীপ বর্মন বলেন, 'আলিপুরদুয়ার জেলার পাহাড় ঘেঁষা ভুটান সংলগ্ন ছোট্ট গ্রাম শামুকতলা। যেখানে বর্তমানে কোনও পাঠাগার নেই। আমরা স্থানীয় কিছু যুবকরা মিলে একটি পাঠাগার শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা এলাকার বাসিন্দাদের কাছে পুরোনো বা নতুন বই এবং আর্থিক অনুদান দেওয়ার আর্জি জানিয়েছি। ভালো সাড়া পাচ্ছি। সবার সাহায্য পেলে আমাদের লক্ষ্য সফল হবে।'

> বইয়ের বিকল্প কিছু নেই। অথচ শামুকতলায় বই পড়ার মতো কোনও পাঠাগার নেই। তাই আমরা উদ্যোগী হয়েছি একটি পাঠাগার গড়ে তোলার। বই দিয়ে, টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন অনেকেই।
>
> – অভিজিৎ ভৌমিক
> *পাঠাগারের উদ্যোক্তা*

শামুকতলা পিপলস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক সুধাকর দেবনাথ বলেন, 'আমরা সারা বছর নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে শামিল হই। শামুকতলায় কোনও পাঠাগার নেই। অথচ এই সময় যুবসমাজের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ বাড়ানোর ভীষণ প্রয়োজন। তাই আমরা সবাই মিলে একটি পাঠাগার গড়ার উদ্যোগ নিয়েছি। একটি কমিটি গড়া হয়েছে। সবার সাহায্য পাচ্ছি।' শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আজেন মিঞ্জ বলেন, 'খুব ভালো উদ্যোগ। সাধ্যমতো সাহায্য করার উদ্যোগ নেব।'

পর্যটকদের জলকেলি। রাজস্থানের আজমেরে আনা সাগর লেকে। রবিবার। –পিটিআই

ঘরে বসে প্র্যাকটিকাল করতে যন্ত্র উদ্ভাবন

কালনা, ২৪ সেপ্টেম্বর : আমাদের দেশে রসায়নের বইতে ছাত্রছাত্রীরা যা পড়ে তার বেশিরভাগই কিন্তু হাতেকলমে করে দেখতে পারে না। বিদেশে রসায়ন ক্লাসে থিওরির সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাক্টিকাল করেও বোঝানো হয়। যার ফলে পড়ুয়ারা খুব তাড়াতাড়ি সড়োগড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশে স্কুলগুলিতে এমন পরিকাঠামো বিশেষ নেই। সব ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হাতেকলমে করে দেখাতে পারেন না শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এবং এতে খরচও বেশি। সেই সমস্যা মেটাতে এবার অভাবনীয় এক যন্ত্র আবিষ্কার করলেন কালনা শহরের অবসরপ্রাপ্ত রসায়নের শিক্ষক অমলকুমার কুমার। সেই যন্ত্রের পেটেন্টও পেয়েছেন তিনি।

শুধু স্কুলের ল্যাবরেটরিতে নয়, ব্যবস্থা থাকলে স্কুলের বাইরেও এই যন্ত্রের মাধ্যমে নানা রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্র্যাকটিকাল করে দেখতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। অমল বলেন, 'বইয়ের পাতার থিওরিতেই জ্ঞানের পরিসীমা আবদ্ধ, নিজের হাতে তা করে দেখার সুবিধা ছিল না এতদিন। স্কুলে শিক্ষকরা যা দেখিয়ে দেন তাই দেখে দেখে শেখে ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু বইতে যা পড়ছে তা হাতেকলমে করে দেখার সুবিধা থাকে না। নতুন যন্ত্রে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখে শিখতে পারবে।'

সামান্য খরচে তৈরি এই যন্ত্র আকারে ছোট। ফলে সহজেই বহন করতে পারবে পড়ুয়ারা। সামান্য খরচে বিশেষ এই যন্ত্রে ঘরে বসে পড়ুয়ারা নিজেরা হাতেকলমে তা দেখতে পাবে। শিক্ষকদের কাজও সহজ হয়ে যাবে। অমলকুমার কালনা শহরের কাঁসারিপাড়ার বাসিন্দা। কালনা মহারাজা উচ্চবিদ্যালয়ের রসায়নের শিক্ষক ছিলেন। ২০১৮ সালে জেলার সেরা শিক্ষকের সম্মান পান। ওই বছরই তিনি অবসর নেন। শিক্ষকতা করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন, ইচ্ছে থাকলেও পড়ুয়ারা স্কুলের বাইরে ল্যাবের সুবিধা পায় না। ফলে বইয়ের পড়ার মধ্যে তাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। কীভাবে পড়ুয়াদের স্বাধীনভাবে ঘরে বসে ল্যাবের সুবিধা দেওয়া যায় তা নিয়ে অবসরের পর তিনি ভাবতে থাকেন।

গবেষণা করে এমন এক যন্ত্র তৈরি করেন যা দিয়ে ঘরে বসেও পড়ুয়ারা অল্প পরিমাণ রাসায়নিক ব্যবহার করেও নানারকম বিক্রিয়া করে দেখতে পারবে। এই যন্ত্রের নাম ডাবল চেম্বার গ্যাস জেনারেটর। এই যন্ত্র সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে জানিয়েছেন শিক্ষক। বেশ কয়েকবার পরীক্ষানিরীক্ষার পর আবিষ্কৃত যন্ত্রটির কার্যকারিতা নিয়ে নিশ্চিত হন তিনি। এরপরই তিনি তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটির পেটেন্ট পাওয়ার জন্য উদ্যোগ নেন। দিল্লিতে পেটেন্টের জন্য বিস্তারিত তথ্য পাঠাতে থাকেন। অবশেষে তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটি সরকারি সিলমোহর পায়। কোনও সংস্থা হাত ধরে বাজারে আনলে কম খরচে পড়ুয়াদের হাতে যন্ত্রটি তুলে দিতে চান তিনি। তাছাড়া বাচ্চাদের বিজ্ঞানের আগ্রহ তৈরি করতে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখানোর কাজও শুরু করেছেন অমলবাবু। মজার ছলে কার্টুন ছবিতে রসায়নের নানা বিষয়ে শিশুদের আগ্রহ তৈরি করবেন তিনি। তিনি বলেন, 'মোবাইল-ট্যাবে আসক্তি কমাতে এই ধরনের শিক্ষামূলক অ্যানিমেশন খুবই উপকার করবে শিশুদের।'

শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসে মেখলিগঞ্জের দুই পড়ুয়ার প্রোজেক্ট

মেখলিগঞ্জ, ২৪ সেপ্টেম্বর : ৩১তম ন্যাশনাল চিলড্রেন সায়েন্স কংগ্রেসে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হয়েছে মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রের দুটি প্রোজেক্ট। যার ফলে খুশি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে মেখলিগঞ্জের অভিভাবকরা। সম্প্রতি কোচবিহার বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে ৩১তম ন্যাশনাল চিলড্রেন সায়েন্স কংগ্রেসের জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তরফে চারটি প্রোজেক্ট গিয়েছিল। যার মধ্যে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র অর্পণ সরকারের হাইড্রোইলেক্ট্রিক ড্যাম, জলের স্তর ও গুণমান পর্যবেক্ষণ সিস্টেম এবং বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র হোমাগ্নি বর্মনের কৃষি বাস্তুতন্ত্রে পাখির বৈচিত্র্য এবং তাদের ভূমিকা সংক্রান্ত প্রোজেক্ট দুটি।

বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুভাষ রায় সরকার বলেন, 'এই বিষয়ে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহকারী শিক্ষক কৌশিক দে ও ধীরাজচন্দ্র রায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। আমরা আশা করছি, ওরা রাজ্য স্তরে ৭ অক্টোবর কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় স্থান অর্জন করবে। ওদের দেখে বিদ্যালয়ের অন্য ছাত্ররা উৎসাহিত হবে।'

নিঃশব্দে সমাজকল্যাণ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকার

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : যেমনটা ছিলেন কর্মজীবনে, তেমনটাই রয়েছেন অবসরজীবনেও। সমাজসেবা থেকে দূরে সরে যাননি তিনি। ওতপ্রোতভাবে সেই কাজে জড়িয়ে রেখেছেন নিজেকে। বলা হচ্ছে জলপাইগুড়ির সুনীতিবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ইংরেজির অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বনানী মুখোপাধ্যায়ের কথা। বনানীদেবীর বাড়ি শহরের বাবুপাড়া এলাকায়।

বছর চারেক আগে বনানীদেবী সুনীতিবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণ করেন। যখন শিক্ষিকা ছিলেন তখন থেকেই শ্রেণিকক্ষে দুঃস্থ এবং পিছিয়ে পড়া ছাত্রীদের চিহ্নিত করে তাদের দীর্ঘদিন বিনামূল্যে কোচিং করিয়েছেন। সেই ধারা তিনি এখনও বজায় রেখেছেন। বরাবরই তাঁর সেই ছাত্রীরা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করেছে। বনানীদেবীর কথায়, এর মাধ্যমে তিনি কাজ করার বাড়তি উদ্যম খুঁজে পান।

এখানেই তাঁর সমাজসেবার কাজ শেষ নয়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান না আসায় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে মিড-ডে মিলের সরঞ্জাম আসা বন্ধ হয়েছে। এতে ব্যথিত হয়ে বনানীদেবী নিজে উদ্যোগ নিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়াদের খাবারের সংস্থান করেছেন। অসহায় শিশুদের জন্য প্রতি মাসে তাঁর পেনশনের টাকা থেকে অর্থ আলাদা করে রাখেন। এছাড়া পরিচিতজনদের কাছে শিশুদের মিড-ডে মিলের জন্য

বনানী মুখোপাধ্যায়।

আর্থিক সহায়তা চান বনানীদেবী। তাঁর সমাজসেবামূলক কাজে অধ্যবসায় দেখে কেউ তাঁকে নিরাশ করেন না। পাহাড়পুরে তিনি নিয়মিত যান। দুঃস্থ শিশুদের মায়েদের হাতে চাল, ডাল, সবজি তুলে দেন।

বিশিষ্ট লেখক প্রশান্তনারায়ণ চৌধুরী বনানীদেবীর সেবামূলক এই কাজের প্রশংসা করে বলেন, 'অবসরপ্রাপ্ত এই শিক্ষিকা সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিশেষ কোচিংয়ের মাধ্যমে মেয়েদের লেখাপড়ার মান উন্নত করতে বানানীদেবী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য।'

পাহাড়পুরের এক শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা রুনা লায়লা বলেন, 'কেন্দ্রের অনুদান আসা বন্ধ হওয়ার পর আমরা দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া দিদিমণি বনানীদেবী এখানকার ছেলেমেয়েদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের সংস্থান করে দিয়েছেন।' স্থানীয় বাসিন্দা রূপালি পারভিন, নাজমা খাতুন রেশমা বেগম প্রমুখ বিষয়টির প্রশংসা করেছেন। উমর ফারুক এবং জিয়াউল হক শিশুশিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনায় বানানীদেবীকে সহযোগিতা করেন।

অসহায় শিশুদের জন্য প্রতি মাসে তাঁর পেনশনের টাকা থেকে অর্থ আলাদা করে রাখেন। এছাড়া পরিচিতজনদের কাছে শিশুদের মিড—ডে মিলের জন্য আর্থিক সহায়তা চান বনানীদেবী। তাঁর সমাজসেবামূলক কাজে অধ্যবসায় দেখে কেউ তাঁকে নিরাশ করেন না।

হুইলচেয়ারে বসে ৫৫টি দেশভ্রমণ

জর্জিয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ কথায় বলে, পায়ের তলায় সর্ষে। কিন্তু পা-ই যদি অকেজো হয়ে যায়? তাতেও কুছ পরোয়া নেই। মনের জোরটা তো আছে। আর সেই মনের জোরেই অসাধ্যসাধন করে ফেলেছেন এক মহিলা। সাত বছর বয়সেই যাঁর চিরসঙ্গী হয়েছিল হুইলচেয়ার। কিন্তু ততদিনে মাথায় ঢুকে গিয়েছে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর ভূত। সেই টানেই হারিয়ে দিয়েছেন শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে। হুইলচেয়ার বন্দি হয়েও এক বছরে পৃথিবীর ৫৫টি দেশ ঘুরে ফেলেছেন তিনি! আর সেই কাণ্ডের দৌলতেই গিনেস বুকে নাম উঠেছে তাঁর।

রেনি ব্রুন্স নামে এই মহিলা বর্তমানে জর্জিয়ার বাসিন্দা। কিন্তু ছোট থেকেই অন্য দেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর নেশা। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বাবা-মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক। সেই থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলেন পৃথিবীর সবক'টা দেশ ঘুরে দেখবেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর শরীরে ধরা পড়ে এক ভয়ংকর অসুখ। যার ফলে সাত বছর বয়সেই হুইলচেয়ার ব্যবহার করা শুরু করতে হয় তাঁকে। তখনও আশা ছিল, একদিন ঠিক এই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আশা পূরণ হয়নি। ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই ডায়াস্ট্রফিক ডোয়ার্ফিজম নামে এক বিরল রোগে আক্রান্ত হন তিনি। যার ফলে সারা জীবনের জন্য তাঁর চলাফেরার ভরসা হুইলচেয়ার। কিন্তু এত কিছুর পরেও দমে যাননি রেনি। ঠিক করেন কয়েক বছর কাজ করে টাকা জমিয়ে তারপর বিদেশ ভ্রমণে বেরোবেন। সেই মতো একটি বিমা সংস্থায় কাজ শুরু করেন তিনি। একটু একটু করে জমিয়েও ফেলেন টাকা।

ব্যাস, আর কী চাই! ২০২২ সালে শুরু করেন যাত্রা। ঠিক করেছিলেন এক বছরে যতগুলো দেশ ঘোরা সম্ভব তিনি ঘুরে দেখবেন। বছরের শেষে গিয়ে দেখেন মোট ৫৫টি দেশ তিনি এই একবছরে ঘুরে ফেলেছেন। তবে এই প্রথম নয়। এর আগেও বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন তিনি। বিশ্বের বড় সব দেশ ইতিমধ্যেই ঘোরা হয়ে গিয়েছে তাঁর। এতদিনে মোট ১১৭টি দেশ ঘুরেছেন তিনি।

৫৫-তে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃষক

চেন্নাই, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষার কোনও বয়স নেই। একথা হামেশাই শোনা যায়। নতুন করে তা প্রমাণ করলেন তামিলনাড়ুর এক প্রৌঢ়। বয়স ৫৫ পেরিয়েছে। তাতে কী? লোকলজ্জার ভয়, অস্বস্তি সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলে ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিলেন পেশায় কৃষক কে রাজ্যাককোড়ি। তাঁর ছেলের বয়সি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে বেলাম্মল বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে তিনি দিয়ে এসেছিলেন মেডিকেলের ন্যাশনাল এন্ট্রান্স এলিজিবিলিটি টেস্ট বা নিট। যদিও নিটে উত্তীর্ণ হতে পারেননি তিনি। কারণ, প্রত্যাশিত নম্বর পাননি। তবে তাঁর এই অধ্যবসায় দেখে অবাক নেটদুনিয়া। ইচ্ছা থাকলে কোনও বাধাই যে বাধা নয়, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন তামিলনাড়ুর এই কৃষক।

পড়ার খরচ জোগাতে রাতে চা ফেরি যুবকের

ইন্দোর, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ ইন্দোরের যুবকটিকে অনেকেরই চোখে পড়েছে। হাসিখুশি যুবকটি বাইসাইকেল চালিয়ে ঘুরছেন রাতের রাস্তায়। সাইকেলের পিছনে রাখা আছে গরম চায়ের কেটলি। রাতভর চা বিক্রি করাই তাঁর পেশা। অবশ্য পেশা বললে একটু ভুলই বলা হবে। কেননা এখনও পেশাদারি জীবনে পা রাখেননি তিনি। আসলে তিনি পড়ুয়া। আর পড়ার খরচ জোগাতেই তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে এই পথ।

তিনি বুঝেছিলেন, জীবনে সাফল্যের পথ মসৃণ নয়। আর যদি সেই সাফল্যের মাইলস্টোন তাঁকে ছুঁতেই হয়, তাহলে স্বাভাবিকের থেকে আলাদা কোনও রাস্তাই তাঁকে অবলম্বন করতে হবে। অতএব গরম চা বিক্রি করতে রাস্তাতেই নেমেছেন তিনি। রাতভর ঘুরে ঘুরে চা বিক্রি করেন। আর দিনে পড়াশোনা চালিয়ে যান নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য। এ নিয়ে কোনও ছুঁতমার্গ নেই তাঁর। সম্প্রতি এক সাংবাদিক যুবকের এই সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন নেটদুনিয়ায়।

মহালয়ায় প্রকাশ রাজবংশী গানের ভিডিও

রাজীব বসাক

তুফানগঞ্জ, ২৪ সেপ্টেম্বর : এবারের পুজোয় তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দেওচড়াই গ্রামে মুক্তি পাচ্ছে রাজবংশী মর্ডান ভিডিও অ্যালবাম। যা নেট দুনিয়ায় সাড়া ফেলবে বলে আশাবাদী নির্মাতারা। অ্যালবামের নাম পাটানি পিন্ধিয়া ও মাই পাগল করিলু।

অ্যালবামটিতে গান গেয়েছেন দেওচড়াইয়ের যুবক কৃষ্ণ বর্মন ও তুফানগঞ্জের ইলাদেবী স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী অর্পিতা বর্মন। মিউজিক কম্পোজিং ও পরিচালনায় সত্যজিৎ রায়। ভিডিও অ্যালবামটিতে মডেল হিসাবে কৃষ্ণ বর্মন ও সুস্মিতা বর্মনের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করবে বলে আশাবাদী মিউজিক পরিচালক সত্যজিৎ রায়। গানটি মহালয়ের দিন কেডি মিউজিক ইউটিউব চ্যানেলে রিলিজ হবে বলে জানান সতজিৎ। গ্রামের যুবক-যুবতীদের উদ্যোগে রিলিজ হবে এই মিউজিক অ্যালবাম। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় খুশির হাওয়া বইছে। উত্তরবঙ্গের প্রাণের গান ভাওয়াইয়া গান। এই গান নিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের উন্মাদনার শেষ নেই। এবার সেই গানকেই বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রিমিক্স করা হয়েছে। সেই রিমিক্স এই অ্যালবামে দেখা যাবে। অ্যালবামটি প্রকাশ পাওয়ার খবর হতেই খুশির হাওয়া বইছে দেওচড়াই জুড়ে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এই মিউজিক ভিডিও অ্যালবামটির শুটিং হয়েছে।

মিউজিক কম্পোজার ও পরিচালক সত্যজিৎ রায় বলেন, 'মহালয়ার দিন আমাদের গানের ভিডিও প্রকাশ করা হবে। রাজবংশী গানকে রিমিক্স করে এই গানটি প্রকাশ করা হবে। বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই গানটি প্রকাশ করা হচ্ছে। আশা রাখি সকলের আশীর্বাদে গানটি এবার পুজোয় ভালো সাড়া ফেলবে।'

গিটার হাতে হনুমান চালিশা পাঠ

গুরুগ্রাম, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাস্তার উপরেই গিটার নিয়ে গানবাজনা করছেন একদল তরুণ-তরুণী। তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকে। তাঁরাও গানের তালে তালে হাততালি দিচ্ছেন। শহরের রাস্তায় এই দৃশ্য একেবারেই নতুন নয়। চলতি ভাষায় এর নাম 'জ্যামিং'। যেখানে বিখ্যাত কোনও ব্যান্ডের গান কিংবা নিজেদেরই তৈরি করা গানের চর্চা করেন তরুণ তুর্কিরা। কিন্তু গুরুগ্রাম-এর একদল যুবক হেঁটেছেন সম্পূর্ণ উলটো পথে। দল বেঁধে গিটার হাতে 'হনুমান চালিশা' পাঠ করেছেন তাঁরা। নেটদুনিয়া যার নাম দিয়েছে 'স্পিরিচুয়াল জ্যামিং'। তবে, এক-আধদিন নয়। প্রতি মঙ্গলবারই নাকি এইভাবে হনুমানের নামগান করতে জড়ো হন তাঁরা। ভিডিওতেই দেখা যাচ্ছে, একদল যুবক একটা ক্যাফের বাইরে বসে চালিশা পাঠ করছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের হাতে গিটার, একজন বাজাচ্ছেন কাহন, আরেকজনের কাছে ঢোল। তাঁদের ঘিরে রয়েছেন অনেকেই। তাঁরাও হাততালি দিয়ে গানের ছন্দে তাল মেলাচ্ছেন।

ওই যুবকদের এহেন কাণ্ডের ভিডিও সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। স্বাভাবিকভাবেই এই কাণ্ড দেখে বেশ অবাক নেটদুনিয়া। বর্তমান যুগে যুবসমাজের মধ্যেও ভগবানের প্রতি এই বিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হয়েছেন অনেকেই।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অফিসের কাজের জন্যে বাইরে যেতে হতে পারে। অতিরিক্ত ধার করতে যাবেন না। বৃষ : খুব পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে যাবে দিনটি। পাওনা আদায় হওয়ায় চিন্তা কাটবে। মিথুন : সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য। খুব সাবধানে আজ চলাফেরা করুন। কর্কট : বাড়িতে পুজোর আয়োজন করতে পারেন। অতিথির আগমনে আনন্দ। সিংহ : বারবার যেই কাজ করতে গিয়েও সফল হচ্ছিলেন না, সেই কাজ শুরু করুন। সাফল্য পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। কন্যা : সর্দি জ্বরে ভুগতে পারেন। সন্তানের জন্যে অযথা চিন্তা করবেন না। প্রেমে শুভ। তুলা : বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার সিদ্ধান্ত। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : সারাদিন পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। ধনু : বাবা মাকে নিয়ে ঘুরতে গিয়ে আনন্দ। মেয়ের পরীক্ষায় সাফল্য। মকর : হঠাৎ নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ছেলের পরীক্ষায় সাফল্য। কুম্ভ : কাউকে বিশ্বাস করতে যাবেন না। আপনার বুদ্ধির জন্যে সবার প্রশংসা পাবেন। মীন : পড়াশোনায় সাফল্য মিলবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ আশ্বিন, ১৪৩০, ভাঃ ৩ আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৭ আহিন, সংবৎ ১১ ভাদ্রপদ সুদি, ৯ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৯, অঃ ৫।২৯ সোমবার, একাদশী রাত্রি ১।৩৩। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৯।১৪। অতিগণ্ডযোগ দিবা ১।৫৬। বণিজকরণ দিবা ২।৪১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১।৩৩ গতে ববকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।১৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।১৪ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১।৩৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, রাত্রি ১।৩৩ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।০ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।৩০ গতে ৩।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।০ গতে ১১।৩০ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৯।১৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, শুভকর্ম-দিবা ৯।১৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যনিষ্ক্রমণ, দিবা ৯।১৪ গতে ২।৩০ মধ্যে সাধভক্ষণ কুমারীনাসিকাবেধ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ২।৩০ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ নিষ্ক্রমণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ। (অতিরিক্ত বিবাহ-রাত্রি ১।৩৩ গতে শেষরাত্রি ৪।৫৭ মধ্যে কর্কট সিংহলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পার্শ্বৈকাদশীর উপবাস। গোস্বামীমতে ও নিম্বার্কমতে পরাহে একাদশীর উপবাস। করমপুজো (অসম)। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৯ মধ্যে ও ৮।৪১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৭ গতে ১০।৫৭ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভর্তি চলিতেছে

২০২৩-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কোচবিহার জেলায় স্বনামধন্য B.Ed কলেজে কয়েকটি আসনে ভর্তি চলিতেছে। 9851401724/7384532442. (B/S)

ক্যাটারার

এক ছাদের তলায় সব কিছুই পাবেন। যেমন-নতুন নতুন স্বাদের খাবার, লাইট, প্যান্ডেল, ভিডিও, গাড়ি, বাজনা, ফুলের কাজ, মেহেন্দি ও কনে সাজানো। আমাদের অফিস-বৈশাখী ইভেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারার, মেইন বিধান রোড, গোষ্ঠ পাল মূর্তির উলটো দিকে, শিলিগুড়ি। (M) 98320-64349, 94344-62235. (N/M)

কর্মখালি

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। আমার সেবাযত্ন, রান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য একজন বয়স্ক মহিলা প্রয়োজন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও পেনশনের ব্যবস্থা করে দেব। M-9800490988. (A/B)

•

স্পট জয়েন। ডাইরেক্ট ফ্যাক্টরির জন্য 10 জন হেল্পার ও গার্ড চাই জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুরের জন্য। বেতন 11,500/- PF+ESI। M-9046033537. (G/A)

•

শিলিগুড়িতে ভালো রান্না জানতে হবে এমন মহিলা বা পুরুষ চাই। দিন-রাত থাকতে হবে। M-70015-62584. (N/M)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD 2nd CORRIGENDUM NOTICE
SE, NBHC P.W. (Roads) Dte.
It is for general information to the intending tenderer of e-NIT No. 37 of 2023-24 that the closing date for dropping of tender has been extended upto 27.09.2023 & Technical bid opening will be on 29.09.2023. Tender id:- 2023_SH_557349_1. Details of same may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S.E., NBHC, PWRD, GOVT. OF W.B.
ICA-T19951(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
Notice of e-Tender for construction of Nursing Centre for Rescued Animals cum Post Mortem Room at Raiganj Wildlife Sanctuary, Kulik Wildlife Range under Raiganj Forest Division. NIT No.: 02/NIT/Kulik-Dev/Raiganj-2023-24. Publishing date: 25-09-2023 at 1.00 P.M. Closing date: 09-10-2023 up to 5.30 P.M. For all other details please visit www.wbtenders.in or the Office of the Divisional Forest Officer, Raiganj Division at Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur, 733130. Sd/- Divisional Forest Officer, Raiganj Division
ICA-T19913(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, CED, P.W.Dte. invite online e-tender for the work of, "(i) Electrical Installation & Repairing Work of old Nursing Training school(Ground & 2nd Floor) and Nursing Training Hostel in the dist of Alipurduar." Bid submission Start Date (online): 20.09.2023, Bid submission Closing Date (online): 04/10/2023 up to 01.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- E.E., CED, P.W.D., GOVT. OF W.B.
ICA-T19935(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online PERCENTAGE rate tender is invited vide NIT no. 25 of 2023-2024 of SE/NHC for the work of Islampur Main Town Road from 0.000 Kmp to 7.650 Km., Widening and Strengthening work under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. (2nd CALL). Rs. 22,79,62,797.00. (Tender ID: 2023_SH_573343_1). Last date of bid submission of NIT are 17.10.2023 up to 3.00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- (DEBABRATA DHAL), Superintending Engineer, Northern Highway Circle, P.W. (Roads) Directorate.
ICA-T19937(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
A.E./T.B.C.S.D-III, P.W.D. invites online e-tender for the works of:- 1. Repair Works to Roof over 1st Floor of Male Ward of Mekhliganj Sub-Divisional Hospital, Mekhliganj under Teesta Bridge Construction Division, PWD, Mekhliganj during the year 2023-24. Estimated. Amount: Rs. 3,68,333.00, e-NIT No.- 03 of 2023-24. Bid Submission start date (online) 26.09.2023 from 11.00 A.M. Bid Submission closing date (online) 03.10.2023 upto 4.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- A.E., P.W.D, TBCSD-III, Mekhliganj, Coochbehar.
ICA-T19941(2)/2023

NOTICE
E-Tender are invited for providing ambulance drivers for driving Govt. Ambulances/Blood Collection Vans/Cold Chain Vehicles etc. attach to Govt. Hospital under H&FW Department, Darjeeling vide NIT No. CMOH/DARJ/E-Tender/02 of 2023-24 Dated. 19/07/2023 (2nd Call). For more details visit to **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbhealth.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Darjeeling

E-TENDER NOTICE
Office of the Maynaguri Municipality
Maynaguri, Jalpaiguri
Notice for Reference NIeT No.- **WBMAD/e-Tender/36/ of EO/MNM/JAL/2023-24 Sl No. 1 to 04** Vide Memo 1205/MNM/2023 Date: 23.09.2023 in respect of Maynaguri Municipality, Jalpaiguri. **Tender ID: 2023_MAD_577100_1 to 04. (i)** Date of Uploading tender Documents online (Publishing Date): 25.09.2023 9:00 AM. **(ii)** Document download start date: 25.09.2023 9:30 AM. **(iii)** Bid submission start date (online) : 25.09.2023 9:00 AM. **(iv)** Bid submission closing date (online): 04/10/2023 04:30 PM. **(v)** Bid opening date for technical proposals (online): 06/10/2023 after 04:30 PM.
Sd/- Chairman
Maynaguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Assistant Engineer, Gangarampur Sub-Division, P.W.Dte. is inviting Notice e-Tender no. WBPWD/AE/GMP SD/NIeT-12/2023-24 for Repair and Renovation of RKS Desk and Corridor of OBS ward with allied works at Gangarampur Sub-Divisional Hospital under Gangarampur Sub-Division, P.W.Dte. for the year 2023-24. All documents can be seen/obtained from the https://wbtenders.gov.in and office notice board. Tender ID: 2023_WBPWD_573030_1 Sd/- Assistant Engineer, Gangarampur, Sub-Division, P.W.Dte.
ICA-T19932(1)/2023

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গজলডোবাতেও ভিউপয়েন্ট হচ্ছে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিংয়ের ম্যালের পাহাড়ি ভিউপয়েন্টের মতো এবার গজলডোবার সমতলের ভিউপয়েন্ট থেকে দেখা মিলবে কাঞ্চনজঙ্ঘার। সেইসঙ্গে শোনা যাবে পাখিদের কলতান।

দার্জিলিং ম্যালের চারপাশে যেভাবে সূর্যোদয় দেখার জন্য ভিউপয়েন্ট বানানো হয়েছে, ঠিক একই কায়দায় গজলডোবার টুরিজম হাব ভোরের আলোতে পাখিবিতান অভয়ারণ্যের জলাশয়ে পাখি পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরি করা হচ্ছে প্রায় ১০টির মতো ভিউপয়েন্ট। ইতিমধ্যে চারটি ভিউপয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। অভয়ারণ্যের জলাশয়ে নৌকাবিহারের ব্যবস্থা রয়েছে। পুজোর পর থেকেই পরিযায়ী পাখিরা এই জলাশয়ে আসতে শুরু করে। শীতকালে জলাশয়ের বাইরে তিস্তা ব্যারেজের জলাশয়েও পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা সবচেয়ে বেশি হয়।

গজলডোবায় মাল এবং রাজগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত তিস্তা ব্যারেজের ২ হাজার ৫৩২.৫৩৫ একর জলাশয়, জঙ্গল নিয়ে পাখিবিতান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য গড়া হয়। এই পক্ষী অভয়ারণ্যের উত্তরে সাউগাঁও এলাকার তিস্তা নদীবক্ষ, দক্ষিণে গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ, পূর্বদিকে ওদলাবাড়ি ফরেস্ট কম্পার্টমেন্ট, গজলডোবা ফরেস্ট বিটের ১ এ ও ২ কম্পার্টমেন্ট, আপালচাঁদ ফরেস্ট এবং তারঘেরা রেঞ্জ রয়েছে। পশ্চিমে সরস্বতীপুর ১ নম্বর কম্পার্টমেন্ট, সরস্বতীপুর বিট, সারুগাড়া রেঞ্জ, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল এবং মহানন্দা অভয়ারণ্যের লালটং ফরেস্ট ব্লক রয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগ এবং একটি পরিবেশ সংগঠনের উদ্যোগে সমীক্ষা করে গজলডোবার প্রায় দেড়শো প্রজাতির দেশি ও পরিযায়ী পাখির তালিকা তৈরি করা হয়। কিন্তু এখন প্রায় ৫০০ প্রজাতির বেশি পাখিদের দেখা মেলে। সমীক্ষায় পার্পল সোয়ামপেন, কিংফিশার, নর্দার্ন পিনটেইল, গ্রেল্যাগ গুসের মতো পাখির নাম উঠে এসেছে।

জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক তেজস্বী রানা বলেন, 'এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে ইকো গাইড তৈরি করছি। এই গাইডরা পর্যটকদের পাখিবিতান অভয়ারণ্যে ঘোরাবেন। আমরা স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের ইকো গাইডের মাধ্যমে পরিযায়ী পাখিদের বিষয়ে বোঝাব।' গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যান বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, পুজোর আগেই এই ভিউপয়েন্টগুলির কাজ শেষ হবে।

পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা জ্যোতি ঘোষ জানান, শীতকালে এই ভিউপয়েন্ট থেকেই দেখা মিলবে অপরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া ও রেঞ্জ।

পাখিবিতান অভয়ারণ্যের জলাশয় লাগোয়া ভিউপয়েন্ট।

সবসময়ই পর্যটকের আকর্ষণের কেন্দ্র বড়ামাঙ্গয়া।

হোটেলের চেয়ে হোমস্টের চাহিদা বেশি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : পুজোর ক'দিন তিনচুলে থাকার জন্য পরিচিত একটি হোমস্টেতে ফোন করেছিলেন জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ার জয়িতা সরকার। 'কোনও রুম ফাঁকা নেই' উত্তরে নিরাশ হতে হল তাঁকে। বর্তমানে বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা জয়িতা বলেন, 'পুজোর সময় বাড়ি ফিরে তিনদিনের জন্য তিনচুলে-রংলিতে থাকার ইচ্ছে ছিল। এখন নতুন কোনও জায়গা নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।'

অফবিট ডেস্টিনেশন এখন যেন পাহাড়ি পর্যটনের নতুন ঠিকানা হয়ে উঠছে। রংলি-রংলিয়টের মতো সর্বত্র হয়তো একশো শতাংশ বুকিং নেই, কিন্তু মংপু থেকে তাকদা, লেপচাজগৎ থেকে বিজনবাড়ি-শহরের বাইরের অফবিট পর্যটনস্থলগুলি যে এবারের পুজোর দিনগুলিতে কোলাহলমুখর হয়ে উঠবে, তা বুকিংয়ের হারে আগাম বলে দেওয়া যায়। দার্জিলিং ও কালিম্পং শহরের হোটেলগুলিতে বুকিংয়ের হার যেখানে ৭০ শতাংশের আশপাশে, সেখানে হোমস্টেগুলির বুকিং গড়ে ৮০ শতাংশ ছাপিয়ে গিয়েছে। বুকিংয়ের হারে পিছিয়ে গিয়েছে সিকিমও?

দুর্গাপুজোর সময়ে ট্রেনের টিকিট বিক্রি হতে শুরু হতেই উত্তরবঙ্গে আসার ট্রেনগুলির টিকিট কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ায় স্পষ্ট হয়েছিল, এবার পুজোয় উত্তরবঙ্গে পর্যটকদের ঢাল নামবে। এই পর্যটকদের বড় অংশেরই গন্তব্য যে পাহাড়, তা স্পষ্ট পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির তথ্যে। লামাহাটা, তিনচুলে, বড়ামাঙ্গয়া, মংপুর হোমস্টেগুলিতে রুম ফাঁকা নেই। রংলি-রংলিয়ট হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নরবু জি লামার বক্তব্য, 'অনেক আগেই এখানকার হোমস্টেগুলির সমস্ত রুম বুক হয়ে গিয়েছে।'

সিটং, তাকদার পাশাপাশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে বিজনবাড়ি। সেখানে গত দু'বছরে প্রচুর হোমস্টে গড়ে উঠেছে। হোমস্টেগুলির সংগঠন ফ্রেশ এয়ার ভ্যালি হোমস্টে ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য প্রেক্ষা শর্মা বলছেন, 'ইতিমধ্যে ৭০ শতাংশ বুকিং হয়ে গিয়েছে। অনেকেই খোঁজ নিচ্ছে। আশা করছি পুজোর সময় রুম ফাঁকা থাকবে না।' একই আশায় লোলেগাঁও, পেডং, দাওয়াইপানির হোমস্টে মালিকরা।

কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও ভালো বুকিং হচ্ছে পাহাড়ের হোটেলগুলিতেও। বিলাসবহুল থেকে সাধারণ- সব হোটেলেই বুকিংয়ের হার প্রায় একইরকম। কালিম্পং হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদের বক্তব্য, 'প্রায় ৭০ শতাংশ বুকিং হয়ে গিয়েছে। অনেক পর্যটক বুকিং ছাড়াই পুজোর সময় ঘুরতে আসেন।' সিকিমের হোটেল মালিকদের মুখে তেমন হাসি নেই। বুকিংয়ের হার তেমন আশাব্যঞ্জক নয় বলে বক্তব্য তাঁদের। এর জন্য তাঁরা বিমান এবং গাড়ির চড়া ভাড়াকে দায়ী করছেন। গ্যাংটকের হোটেল ব্যবসায়ী অরূপ সরকার বলেন, 'দক্ষিণবঙ্গের পর্যটকরা হয়তো আসবেন। কিন্তু ভিনরাজ্যের পর্যটকদের সংখ্যা তেমন হবে না। কারণ বিমান সংস্থাগুলি ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে।' পুজোর দিনগুলির জন্য দিন গুনছেন পাহাড়ের পরিবহণ ব্যবসায়ীরাও।

দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল এজেন্টের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ লামা বলছেন, 'প্রত্যেক বছরই পুজোর সময় ভালো ব্যবসা হয়। আশা করছি এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

তিস্তা নদীতে হলুদ সংকেত জারি

জলপাইগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : কয়েকদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি। পাহাড়ে প্রবল বর্ষণ এবং সমতলে বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীতে জলস্ফীতি দেখা গিয়েছে। মেখলিগঞ্জে অসংরক্ষিত এলাকায় তিস্তার উপর হলুদ সংকেত জারি করেছে সেচ দপ্তর। গত ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়িতে ১১২.৫০ মিলিমিটার, ময়নাগুড়িতে ৫৪.২০, মেখলিগঞ্জে ৭১. ২০, বানারহাটে ৫৪. ২০ এবং শিলিগুড়িতে ৯২.২০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

ডুয়ার্সে পুজোয় ভালো বুকিং

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : পুজোয় সরকারি কর্মীদের জন্য টানা ১২ দিনের ছুটি। আর তাতেই ডুয়ার্সে ভালো ব্যবসার আশায় বুক বেঁধেছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এর জন্য বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে সাজিয়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন পর্যটন সংগঠন ও ব্যবসায়ীদের সূত্রে খবর, এবার পর্যটকদের ঢল নামার সম্ভাবনা রয়েছে।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক অনুপ গোপ জানান, পুজোর প্রথমদিন থেকেই লাটাগুড়ির বিভিন্ন রিসর্টে পর্যটকদের পুরো বুকিং রয়েছে। কয়েক বছরের তুলনায় এবার ব্যবসা ভালো হবে বলে আশা অনুপের।

তিন মাস বন্ধ থাকার পর ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য ফের উত্তরবঙ্গের জঙ্গলগুলি খুলে গিয়েছে। সেদিনই প্রচুর পর্যটক গরুমারা সহ অন্য জঙ্গলে ভিড় জমিয়েছিলেন। বিশ্বকর্মাপুজোর দিন থেকেই ডুয়ার্সে পর্যটকদের কমবেশি ভিড় রয়েছে। ক্রমশ সেই ভিড় বাড়তে শুরু করবে বলে জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, পুজোর বুকিং এবার অনেকটাই ভালো। তার পাশাপাশি পুজোর আগে রেলের তরফে পুজো স্পেশাল ট্রেনও দেবে নিশ্চয়ই। যে কয়েকটি রুম খালি রয়েছে, সেগুলিও ততদিনে ভর্তি হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব দে জানান, শুধু ডুয়ার্সে নয়, পাহাড়েও পুজোর মরশুমে ভালো বুকিং হয়েছে। ফলে সব দিক দিয়েই ভালো ব্যবসা হবে বলে আশায় রয়েছেন বিপ্লবের মতো কয়েক হাজার পর্যটন ব্যবসায়ী।

বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য শিবির

সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সহায়তায় ও চোপড়া উইমেন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে চোপড়ার পাবলিক হলে শিবির হল। হুইলচেয়ার, ট্রাইসাইকেল ও হিয়ারিং এইড দেওয়া হয়েছে অনেককে।

ভিড় সামলাতে বাড়তি টয়ট্রেন

সানি সরকার

বাড়ছে জয়রাইডও

- নিউ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে আরও একটি প্যাসেঞ্জার টয়ট্রেন
- পুজোয় দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যে এবার অতিরিক্ত চারটি জয়রাইড
- উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে স্পেশাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : পুজোর ঢাকে কাঠি সেই অর্থে এখনও পড়েনি। সবে মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বাজারও সেভাবে জমেনি। কিন্তু পুজো প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে রেল। পুজোর সময় পাহাড়ে স্বাভাবিকভাবেই পর্যটকদের ঢল নামবে। আর তা মাথায় রেখে এবার অতিরিক্ত চারটি জয়রাইড চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন-দার্জিলিংয়ের মধ্যে আরও একটি প্যাসেঞ্জার টয়ট্রেন চালানোর ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করছেন ডিএইচআর কর্তারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলও দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে স্পেশাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।

পুজো মানেই পাহাড়-ডুয়ার্সে পর্যটকদের ভিড়। এবছর যেভাবে হোটেল, হোমস্টে বুকিং হয়েছে, তাতে ভিড়ের ছবিটা আন্দাজ করতে পারছেন রেলকর্তারাও। তাই বাড়তি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বা ডিএইচআর। এবছর বিদেশি পর্যটকদের ভিড়টাও গত দু'বছরের থেকে বেশি হবে বলে মনে করছেন তাঁরা। সাধারণত দার্জিলিং এবং ঘুমের মধ্যে ৮টি জয়রাইড চলাচল করে। সংখ্যাটা ১২ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএইচআর। ট্রেনগুলি চলবে ১৫ অক্টোবর থেকে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর প্রিয়াংশু বলেন, 'পুজো পর্যটনের কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত চারটি জয়রাইড চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনজেপি-দার্জিলিংয়ের মধ্যে আরও একটি প্যাসেঞ্জার টয়ট্রেন চালানোর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।' বর্তমানে এনজেপি এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে একটি প্যাসেঞ্জার টয়ট্রেন চলাচল করে। জানা গিয়েছে, পুজো পর্যটনের সময় চার্টার্ড টয়ট্রেনের ব্যবস্থাও রাখা হবে। ডিএইচআর সূত্রে খবর, গত বছর টয়ট্রেনে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার যাত্রী হয়েছিল। যার থেকে রেলের আয় হয়েছে ১৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

শুধু হোটেল বা হোমস্টের রেকর্ড বুকিং নয়, বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের কোনও ট্রেনেই পুজোর দিনগুলির টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। একই অবস্থা উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের ট্রেনগুলিতেও। পুজোর সময় যেমন দক্ষিণবঙ্গের পর্যটকরা আসেন পাহাড় ও ডুয়ার্সে, তেমনই উত্তরবঙ্গের প্রচুর মানুষ ঘুরতে যান গুজরাট, গোয়া, কেরল, তামিলনাড়ুর মতো জায়গাগুলিতে। তাই বাড়তি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে হাওড়া-এনজেপি একটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্তের কথা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে রেল।

রেল সূত্রে খবর, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে আরও অন্তত ১০ জোড়া ট্রেন চালানো হবে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জন্যও চালানো হবে বেশ কয়েকটি স্পেশাল ট্রেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, 'যাত্রী চাপ সামাল দিতে প্রতি বছরই উৎসবের দিনগুলিতে বাড়তি ট্রেন চালানো হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তবে এবছর আগের বছরগুলির থেকে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।'

দার্জিলিংয়ের মোটরস্ট্যান্ডে বিজিপিএমের জনসভায় ভিড়। রবিবার। ছবি : মৃণাল রানা

বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে চাকুলিয়ার কৃষকরা

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত চাকুলিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। একাধিক রাস্তা ও কালভার্ট জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। সাহাপুর, বিদ্যানন্দপুর এলাকার একাধিক রাস্তার বৃষ্টির জেরে ক্ষতি হয়েছে। তার মধ্যে বালাঞ্চা থেকে আমলিয়া যাওয়ার রাস্তাটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কিছু জায়গায় বাড়িতেও জল জমে গিয়েছে। এর পাশাপাশি খেতে জল জমে প্রচুর সবজির ক্ষতিও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিজুলিয়া এলাকায় নিকাশিনালার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা।

বৃহস্পতিবার থেকে চাকুলিয়ায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যার জেরে বালাঞ্চা এলাকার কালভার্ট জলের স্রোতে ভেসে যায়। রাস্তার ওপর দিয়ে বইতে শুরু করে জল। স্থানীয় বাসিন্দা রফিলুকল আলমের বক্তব্য, 'বালাঞ্চা থেকে আমলিয়া যাওয়ার রাস্তাটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমলিয়া, সপাটবাড়ি, গোদাশিমুল সহ কুড়িটি গ্রামের বাসিন্দা এই রাস্তা ব্যবহার করে। বৃষ্টিতে রাস্তার এমন ক্ষতি হবে ভাবতে পারিনি।

বিজুলিয়ার এলাকায় প্রচুর সবজি চাষ হয়েছিল। কয়েক একর জমির বেগুন, মুলো, লংকা, ফুলকপির গাছ জলের তলায় ডুবে গিয়েছে। কৃষকরা এদিন মাঠে গিয়ে কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়েন। মহম্মদ কামরুজ্জামান নামে এক কৃষকের বক্তব্য, 'মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তিনবিঘা ফুলকপি ও বেগুন চাষ করেছিলাম। এখন পুরোটাই হাঁটুসমান জলের নীচে চলে গিয়েছে। শুধু আমি নয়, আমার মতো এলাকার একশোর বেশি চাষির অবস্থা এই রকম।'

তিনি জানান, এদিন নিকাশিনালার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পরে বেলন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মহম্মদ শাহনওয়াজের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। উপপ্রধান জানান, কৃষকদের দাবি ন্যায্য, বিডিওর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুনের বক্তব্য, 'এই সময় এত ভারী বৃষ্টি হবে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারিনি। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যেখানে যা প্রয়োজন, তা করার চেষ্টা করছি। গোয়ালপোখরের বিডিও কানহাইয়াকুমার রায়ের বক্তব্য, 'এলাকার পরিস্থিতির দিকে আমাদের নজর রয়েছে। বৃষ্টি থামলে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতের চেষ্টা করা হবে। কৃষকদের নিকাশিনালার দাবি খতিয়ে দেখা হবে।'

পুকুর নয়, রাস্তা। বৃষ্টিতে জল জমেছে জাবরাভিটার ভিআইপি রোডে। বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। রবিবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

পাট্টা নিয়ে শক্তি প্রদর্শন অনীতদের

কালিম্পংয়ে জেলা পরিষদ দাবি বিধায়কের

রণজিৎ ঘোষ

দার্জিলিং, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিরোধীদের কাছ থেকে পাট্টা ইস্যু কার্যত ছিনিয়ে নেওয়ার জনসভায় কিছুটা হলেও অনীত থাপা সফল। রবিবার দার্জিলিংয়ের চকবাজার মোটরস্ট্যান্ডের এই জনসভা থেকেই অনীত পুজোর আগেই 'আমার জমি আমার অধিকার' নিয়ে কলকাতায় গিয়ে বৈঠক করার কথা বলেছেন। এমনকি তিনি এই দাবি আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বিরোধীরা শুধু সংবাদমাধ্যমের সামনে বিবৃতি দিয়েই দায় সেরেছে। কিন্তু আমি দাবি আদায় করেই ছাড়ব। রাজ্য সরকারকে পাহাড়ের চা বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলিকে দখলে থাকা জমির পাট্টা দিতেই হবে।' তবে, বৃষ্টিবিঘ্নিত জনসভায় এদিন প্রত্যাশিত ভিড় হয়নি বলে খোদ ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) সূত্রেরই দাবি। কালিম্পং থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে দার্জিলিং আসা বহু গাড়িই বৃষ্টির জেরে পেশক রোড থেকে ফিরে যায়।

জমির পাট্টা ইস্যুতে বেশ কিছুদিন ধরেই পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিবেশ তপ্ত হয়ে রয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পাহাড়ের ৮৭টি চা বাগানের জমিতে বসবাসকারী শ্রমিক পরিবারগুলিকে জমির পাট্টা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। শিলিগুড়িতে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে মিরিকের পাঁচ বাসিন্দার হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া হয়। সেই সময় থেকেই বাকি বাগানগুলিতেও পাট্টা দেওয়ার জন্য সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল।

> দাবি আদায়ের জন্য আমরা আন্দোলন করি। কিন্তু বিরোধীদের আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে ভুল পথে পরিচালনা করা এবং ভোটে জেতা। সামনেই ভোট আসছে, বিজেপি আবার গোর্খাল্যান্ডের ফানুস উড়িয়ে এখানে আসবে।
>
> – **অনীত থাপা**
> *সভাপতি, বিজিপিএম*

কিন্তু বিরোধীরা পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টার বিরোধিতায় সরব হয়। শ্রমিকদের বোঝানো হয় যে, পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা দিয়ে বাকি জমি কেড়ে নেওয়া হবে। শ্রমিকরা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির এই প্রচারকে অনেকটাই বিশ্বাস করে। গত পঞ্চায়েত ভোটে চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় অনীত থাপার বিজিপিএম প্রত্যাশিত ভোট পায়নি। যার ফলে পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টার ইস্যুতে পাহাড়ে অশান্তি হতে পারে এবং দলের ভাবমূর্তিও খারাপ হচ্ছে ধরে নিয়েই অনীত রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলেন।

মূলত জিটিএ'র আর্জিমতোই রাজ্য সরকার পাহাড়ে পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করে দিয়েছে। আর এরপর থেকেই অনীতরা বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়ে দাবি তুলেছেন, শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমিরই পাট্টা দিতে হবে। অনীতের এই চালে কার্যত বিরোধীরাও এই ইস্যুকে ধরে রাখতে পারেনি। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এবার জিটিএ ও বিজিপিএমের বিরুদ্ধে এবার নতুন ইস্যু খুঁজছে।

'আমার জমি আমার অধিকার'- এই দাবিকে আরও পোক্ত করতেই বিজিপিএম রবিবার দার্জিলিং মোটরস্ট্যান্ডে জনসভা ডেকেছিল। বৃষ্টি উপেক্ষা করে এই জনসভায় কয়েক হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছিল। তবে, বিজিপিএম যেভাবে বিশাল ঐতিহাসিক সমাবেশের কথা বলেছিল, বাস্তবে তেমন জমায়েত এদিন হয়নি। এই সভায় কালিম্পংয়ে বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা কালিম্পংয়ে জেলা পরিষদ দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি কালিম্পংয়েও জেলা পরিষদ হওয়া উচিত। জিটিএ-কে আপাতত জেলা পরিষদের দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জেলা পরিষদের চেয়ে জিটিএ অনেক উপরে। আমরা চাই দ্রুত দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে জেলা পরিষদ গঠন করা হোক।'

অনীত এদিন বলেন, 'দাবি আদায়ের জন্য আমরা আন্দোলন করি। কিন্তু বিরোধীদের আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে ভুল পথে পরিচালনা করা এবং ভোটে জেতা। ভোট এলেই বিজেপি সহ বিরোধী দলগুলি শুধু গোর্খাল্যান্ড বলে চিৎকার শুরু করে। আর বিজেপি এখান থেকে সাংসদ, বিধায়ক নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে বসে থাকে। সামনেই ভোট আসছে, বিজেপি আবার গোর্খাল্যান্ডের ফানুস উড়িয়ে এখানে আসবে। আমাদের এই বিজেপি থেকে সতর্ক থাকতে হবে।'

ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতির আরও সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : আধার কার্ড ও বায়োমেট্রিক তথ্য ব্যবহার করে জালিয়াতির অভিযোগে তিনজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। কিন্তু সেই ঘটনার তদন্তে বায়োমেট্রিক প্রতারণার আন্তঃরাজ্য চক্রের হদিস পেল পুলিশ। শনিবার ফের একটি বাড়িতে হানা দিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতির বেশ কিছু সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই চক্রের যুক্তদের খোঁজে এলাকায় জোর তল্লাশি শুরু হয়েছে।

রবিবার এই বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। তদন্তের স্বার্থে বিশেষ কিছু বলতে না চাইলেও সাধারণ মানুষকে এই নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রতারণাচক্রের সদস্যরা অন্যের বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডেভেলপ করে আধার রিলেটেড পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতানোর চেষ্টা করে চলেছে। নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক তথ্য লক করার বিষয়ে পুলিশের তরফে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, জমি রেজিস্ট্রি অফিস সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। চোপড়া থানা এলাকায় অনেকেই জড়িত। বিভিন্ন সূত্র মারফত ওই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করছে ওই চক্র। সময় বুঝে অন্যের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কখন কার বায়োমেট্রিক তথ্য প্রতারণাচক্রের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে বা অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তা কেউ বুঝেই উঠতে পারছেন না।

পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হওয়ার ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতির সরঞ্জাম।

পুলিশের সন্দেহ

- জমি রেজিস্ট্রি অফিস সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে
- বিভিন্ন সূত্র মারফত ওই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করছে ওই চক্র
- সময় বুঝে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে

আধার কার্ড ও বায়োমেট্রিক তথ্য ব্যবহার করে রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এসবের মধ্যেই ২১ সেপ্টেম্বর ইসলামপুর সাইবার থানা ও চোপড়া থানার যৌথ অভিযানে মাঝিয়ালি পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকায় একটি বাড়িতে হানা দিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে একজন নাবালকও রয়েছে। ধৃতদের জেরা করে বেশ কিছু তথ্য হাতে এসেছে পুলিশের। শনিবার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। সেখান থেকেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট জালিয়াতির বেশ কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। তবে চক্রের পান্ডারা পলাতক।

বাজেয়াপ্ত হওয়া সরঞ্জামের মধ্যে ল্যাপটপ, স্ক্যানার, কম্পিউটার, হার্ড ডিস্ক, সিপিইউ, নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের নাম ও আধার নম্বরও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ফলে এই চক্রের সঙ্গে যে অন্য রাজ্যের যোগ রয়েছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত পুলিশ।

পেনশনারদের সংগঠনের বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার শিলিগুড়িতে এনএফ রেলওয়ে পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মজদুর ইউনিয়নের কার্যালয়ে আয়োজিত ৩৫তম বৈঠকে সংগঠনের বিভিন্ন শাখার প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা হিসেবে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শক্তিময় কাঞ্জিলাল ও কার্যনির্বাহী সভাপতি অরুণময় দাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরা ও আন্দোলন সংগঠিত করার কথা বলেন।

দুর্ঘটনায় জখম ২

চোপড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : দলুয়া পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে ট্রেলারের সঙ্গে সংঘর্ষে লরির চালক ও খালাসি গুরুতর জখম হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্ভবত বৃষ্টির জন্য নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রেলারের পিছনে ধাক্কা মারে লরি। গাড়ি দুটি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ তদন্ত করছে।

রক্তদান শিবির

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে সংগ্রহ হল ৫৫ ইউনিট রক্ত। জালাস নিজামতারা অঞ্চলের লিউসিপাকড়িতে শিবিরে সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ির বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। শিবিরে ১৯৫ জনের চক্ষু পরীক্ষার পর প্রায় একশো জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু মা ও ছেলের

জলপাইগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মা ও ছেলে মারা গেলেন। রবিবার সকালে জলপাইগুড়ি শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আদরপাড়ার ঘটনা। মৃতরা হলেন ননীবালা রায় (৫৫) এবং তাঁর ছেলে টিংকু রায় (৩২)। কোতোয়ালি থানার আইসি অর্ঘ্য সরকার বলেন, 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।'

টিংকু পেশায় ফল বিক্রেতা ছিলেন। জলপাইগুড়ি স্টেশন বাজারে দোকান রয়েছে। আদারপাড়ার বরফ ফ্যাক্টরির গলিতে তাঁদের বাড়ি। টিংকুর বাড়িতে পাকা ঘরের পাশাপাশি টিনের ঘর রয়েছে। শনিবার রাতে টিংকুর বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ ছিল না। খবর পাওয়ার পর রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কর্মীরা এসে বাইরে বিদ্যুতের খুঁটিতে সার্ভিস লাইনে সমস্যা মেটানোর পর ওই পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

এদিন সকালে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দরজায় হাত দিতেই ননীবালা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাঁর চিৎকারে টিংকু পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। মাকে পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে তুলতে গিয়ে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। টিংকুর চিৎকার শুনে তাঁর স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। স্বামী ও শাশুড়িকে পড়ে থাকতে দেখে এগোলেও তিনি বুঝতে পারেন, স্বামী ও শাশুড়ি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন। অনীতার চিৎকারে প্রতিবেশীরা জড়ো হন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে মা ও ছেলেকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

জোড়া হাতির হানায় ক্ষতি

গয়েরকাটা, ২৪ সেপ্টেম্বর : শনিবার গভীর রাতে আংরাভাসায় হানা দিল জোড়া দাঁতাল। ব্যবসায়ী মহাদেব বিশ্বকর্মার বাড়ি লাগোয়া দোকানঘর। আচমকা বিকট শব্দ কানে আসে তাঁর। সন্দেহ হয়, কেউ বা কারা তাঁর দোকানঘর ভাঙছে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দৃশ্য দেখে মহাদেবের জ্ঞান হারানোর জোগাড়। একটি বিশালাকার হাতি দাঁত দিয়ে দোকানঘরের টিনের বেড়া ভাঙছিল। আরেকটি বুনো ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে। এরপর দোকানে মজুত সামগ্রী খেয়ে, ছড়িয়ে পা বাড়ায় মহাদেবের বাড়ির দিকে। ওইসময় কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচেন মহাদেব ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

জোড়া হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত গয়েরকাটা চা বাগানের তিনটি বাড়ি ও আংরাভাসা এলাকার একটি দোকান। বেশ কিছুক্ষণ আংরাভাসায় তাণ্ডব চালানোর পর হাতিগুলো ফিরে যায় মোরাঘাটের জঙ্গলের দিকে।

জলমগ্ন চোপড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা

চোপড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : তিনদিন বৃষ্টিতে চোপড়া ব্লকের বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। থমকে গিয়েছে মণ্ডপের কাজ। রবিবার সদর চোপড়া, সোনাপুর ও দাসপাড়া এলাকা জলমগ্ন হলে স্থানীয়রা নিকাশি সমস্যা নিয়ে অভিযোগে সরব হয়েছেন। চোপড়া থানার সামনে ফুটবল মাঠে জল থইথই।

ব্লকপাড়ার বেশ কিছু বাড়ি জলমগ্ন, রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোপড়া থানাপাড়া সর্বজনীন পুজো কমিটির প্যান্ডেলে প্রায় হাঁটুজল। এদিকে, বৃষ্টিতে কালাগছ এলাকায় জাতীয় সড়কের একাংশে জল দাঁড়িয়ে গেলে বাসিন্দারা নিকাশি সমস্যা নিয়ে সরব হন।

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলেন, 'কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টির জল জমার অভিযোগ পেয়েছি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

জল জমছে অধিকারপল্লিতে, চর্চায় সেই বিতর্কিত গোডাউন

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : গোডাউনের জল বেরিয়ে ঢুকছে বাসিন্দাদের ঘরে। জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে রাস্তা। ঝোরা বুজিয়ে জমি দখল করে নেওয়ার ফলে ভোগান্তি বেড়েছে অধিকারপল্লির বাসিন্দাদের। যদি তাতেও যেন 'কুছ পরোয়া নেহি' মনোভাব গোডাউন মালিকের। বছর পার হতে চললেও অধিকারপল্লির সমস্যা আর মিটল না। এই নিয়েই ক্ষোভে ফুঁসছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই বাসিন্দারা।

অধিকারপল্লির ওই গোডাউন নিয়ে বহু আন্দোলন হয়েছে, তর্জায় জড়িয়েছেন রাজনৈতিক নেতারা। কিন্তু তাতে কিছুই বদলায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্পা মহন্তের অভিযোগ, 'গোডাউনের জলে ভাসছে এলাকা। রাজনৈতিক নেতারা বহু আশ্বাস দিয়ে গেলেও কথা রাখেনি কেউ। মাধব রায়ের বাড়ি থেকে মৌসুমি খাতুনের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিটার রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করা যায় না।' প্রায় একই অভিযোগ, মাধব, মৌসুমি সহ রতন চৌধুরী, রাজকুমার সাহানি, হরিন্দ্র পাসোয়ানের।

এই ঘটনায় অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাড়েই দোষ চাপিয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'সরকারি জমি দখল, ঝোরা দখল, নদীর গতিমুখ পালটে দিয়ে এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যই পালটে দেওয়া হয়েছে। অথচ দিনের আলোয় এসব ঘটলেও কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। এর আগেও এলাকার মানুষকে নিয়ে আন্দোলন করেছি, ফের বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে পথে নামব।'

অধিকারপল্লির রাস্তায় জমে রয়েছে জল। -সংবাদচিত্র

এই প্রসঙ্গে এলাকার ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনন্দ সিনহা বলেন, 'আমাদের পঞ্চায়েত বোর্ড নতুন তৈরি হয়েছে, ফলে বিষয়টা খুব ভালো জানি না। এক-দু'দিনের মধ্যে ওই এলাকায় গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করব।'

> সরকারি জমি দখল, ঝোরা দখল, নদীর গতিমুখ পালটে দিয়ে এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যই পালটে দেওয়া হয়েছে। অথচ দিনের আলোয় এসব ঘটলেও কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।
>
> – **শিখা চট্টোপাধ্যায়** *বিধায়ক*
> *ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি*

গত কয়েকদিন লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গজুড়ে। আর তাতেই সমস্যা বেড়েছে অধিকারপল্লিতে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, আন্দোলন ধামাচাপা দিতে এলাকায় তড়িঘড়ি পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। তবে গোডাউনের জলে সেই পিচের রাস্তারও ক্ষতি হচ্ছে। রাস্তার নিম্নমানের কাজ হয়েছে বলেও অভিযোগে সরব হন এলাকার অনেকে।

ওই গোডাউনের মালিক স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এলাকার বিভিন্ন সরকারি জমি দখলের অভিযোগ ওঠে। সরকারি রিপোর্টেই জেলা পরিষদের জমি, খাস জমি ও রেলের জমি দখল ও অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে। যদিও অভিযোগ ওঠার পর বছর ঘুরতে চললেও সেই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে জেলা পরিষদের তৎকালীন কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস প্রামাণিক, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান নমিতা করাতিরা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। যদিও তাতেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'এর আগে জেলা শাসকের নির্দেশে প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে আয়োজিত সভায় সেই ব্যবসায়ীকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সভায় সেই ব্যবসায়ী উপস্থিত হননি।' বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বৃষ্টি মাথায় কাজ। শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটের সামনে রবিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

শিলিগুড়ির ৪ ব্লকেও ডেঙ্গির প্রকোপ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি ও মাটিগাড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকে ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে চারটি ব্লকে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ১০০ পেরিয়ে গিয়েছে। ফলে স্বাস্থ্য দপ্তরের মাথায় হাত পড়েছে। তার মধ্যে ঘনঘন বৃষ্টিতে জল জমে থাকছে বিভিন্ন এলাকায়। এই জমে থাকা জলে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্রই। পুজোয় ডেঙ্গি রোগীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। তাই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর। সম্প্রতি পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর থেকে এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যেখানে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতিদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বাজার কমিটিগুলিতে, পাড়া বৈঠক করে ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতার শিবির করার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ২ অক্টোবর পর্যন্ত এই অভিযান চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে প্রতি মাসের চতুর্থ শনিবারের মিটিংয়ে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে এলাকার সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীকে নিয়ে এই পর্যালোচনার মিটিং করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এই মিটিং নিয়ে অভিযোগ উঠছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতেই চতুর্থ শনিবারের পর্যালোচনা বৈঠক বয়কট করা হচ্ছে। ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হচ্ছে দিনটিকে।

নকশালবাড়িতে ডেঙ্গি রোধে প্রচারাভিযান। -সংবাদচিত্র

এদিকে শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকে ডেঙ্গি আক্রান্তের রোগীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১২৬ জনের কাছাকাছি। শিলিগুড়ি মহকুমায় ডেঙ্গির আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে খড়িবাড়ি এবং মাটিগাড়া ব্লক। সাধারণত প্রতিবারই শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকের মধ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা মাটিগাড়া এবং নকশালবাড়ি ব্লকে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। কিন্তু এবারে স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাটিগাড়া ব্লকের পরেই খড়িবাড়িতে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গি রোগী ধরা পড়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, নকশালবাড়ি ব্লকে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ২১, ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ৫ জন, মাটিগাড়া ব্লকে ৬৩ জন, খড়িবাড়ি ব্লকের ৩৭ জন। গোটা মহকুমায় মাটিগাড়া-১ এবং মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রতিদিনই চার থেকে পাঁচজন ডেঙ্গি আক্রান্ত হচ্ছেন। শনিবারই তিনজন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। ডেঙ্গি আক্রান্ত সুমন রায়, প্রকাশ মিস্ত্রি, দীনেশ বর্মন সকলেই মাটিগাড়া-১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। একই দিনে মানিক দে এবং সুনীল পাল নামক দুই ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন নকশালবাড়ি ব্লকে বাগডোগরা এলাকা থেকে।

অন্যদিকে, খড়িবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্তের রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অভিযোগ, এই ব্লকের অনেকেই নেপালে কাজ করতে গিয়ে ডেঙ্গি নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। এর মধ্যে নেপাল সীমান্ত লাগোয়া রানিগঞ্জ পানিশালি এবং বিন্নাবাড়ি দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২০। এই ব্লকের অধিকাংশ বাসিন্দাই নেপালে কাজ করতে যান। এমন পরিস্থিতিতে ডেঙ্গি রোগী বৃদ্ধি পাওয়ায় বাসিন্দাদের জীবিকায় কোপ পড়ছে। রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিট্যাঙ্কি বাজার এলাকায় ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্তে আতঙ্কে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। সম্প্রতি পানিট্যাঙ্কির নিউ মার্কেট থেকে দুজন মহিলা ডেঙ্গির স্বীকার হয়েছেন। আরতি কুমারী এবং দুর্গাদেবী শর্মা দুজনই পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, অনেকেই পানিট্যাঙ্কিতে দোকান এবং বাড়িঘরের জন্য জায়গা নিয়ে ফেলে রেখেছেন। এর মধ্যে অধিকাংশ নির্মাণকাজই অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এই সব ঘরে বৃষ্টির জল দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকছে। মশার বংশবিস্তার ঘটছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এগুলি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করছে না। স্থানীয় ব্যবসায়ী দীপক চক্রবর্তী বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বাজারের নিকাশিনালা, আবর্জনা পরিষ্কার হয় না। যার ফলে ডেঙ্গি বাড়ছে।'

ডেঙ্গিশূন্য বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতেও এবার ডেঙ্গির থাবা বসিয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেঙ্গি রোগীর সংখ্যা ৯। যা রীতিমতো চিন্তার বিষয় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। খড়িবাড়ির বিডিও নিরঞ্জন বর্মন বলেন, 'ডেঙ্গি আক্রান্তরা অধিকাংশই বাইরে থেকে এসেছেন। অনেকেই নেপালে কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন। আমরা গোটা বিষয়টি মনিটরিং করছি। এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছেন।' অন্যদিকে মাটিগাড়ার বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিদিনই ধরে ধরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাজার এলাকায় ডেঙ্গি নিয়ে প্রচার অভিযান চলছে। ব্লকে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

একাধিক পথবাতি বিকল

মাটিগাড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ঢেকে যায় চম্পাসারির গ্রামীণ এলাকা। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও পথে জ্বলছে না কোনও আলো। এমনই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন শিলিগুড়ি সংলগ্ন চম্পাসারির বাসিন্দারা।

ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, কয়েকটি পথবাতি জ্বললেও বেশিরভাগই বিকল অবস্থায় পড়ে আছে। আবার কয়েকটি মিটমিট করে জ্বলছে-নিভছে। স্থানীয়রা জানালেন, এলাকাটি মহানন্দা অভয়ারণ্যের খুব কাছে। তাই সন্ধে নামলে প্রায়ই বন্যজন্তুর দেখা মেলে। পথবাতি অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকায় অন্ধকারে কোনও বুনোর মুখোমুখি পড়ে গেলে বিপদের আশঙ্কা থাকে।

চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহার বক্তব্য, 'এলাকায় প্রায় ২৫০টি বৈদ্যুতিক পথবাতি লাগানো হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি বৃষ্টিতে বিকল হয়ে গিয়েছে। সেগুলো পুজোর আগে নতুন করে লাগানো হবে।'

চম্পাসারিতে এই সমস্ত পথবাতি বিকল থাকায় বিপত্তি দেখা দিয়েছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচনের পর এলাকায় পথবাতি লাগানো হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই অকেজো হয়ে পড়ে একাধিক বাতি। বিশেষ করে দেবীডাঙ্গা থেকে গুলমা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক বাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাবুবাসা, কলাবাড়ি, মিলন মোড় এবং গুলমাবাসীদের অসুবিধের মুখে পড়তে হচ্ছে।

এদিন কলাবস্তির ব্যবসায়ী নরেশ দাস বলেছেন, 'পুজোর আগে কাজের চাপ বেশি থাকায় শহর থেকে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই দেরি হয়। তাই এলাকার পথবাতিগুলি জ্বললে রাতে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারব।' মিলন মোড় এলাকার বাসিন্দা অজয় সুব্বার কথায়, 'মাঝেমধ্যেই এলাকায় হাতির দেখা মেলে। এছাড়া অন্যান্য বন্যজন্তু তো রয়েছেই। তাই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য পথবাতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'

এছাড়া এলাকার রাস্তাগুলোর বেহাল অবস্থা। রাতের অন্ধকারে কোনও গর্ত দেখা যায় না। তাই বাসিন্দাদের দাবি, পুজোর আগে পথবাতির ব্যবস্থা করা হোক। মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ আশ্বাস দিয়েছেন, পুজোর আগে পথবাতির ব্যবস্থা করা হবে।

পাহাড়ি রাস্তায় তিন ট্রিপ এনবিএসটিসি'র

মানসিক চাপে বাসচালকরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : যাত্রী নেই। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রসারিত করা হয়েছে রুট। আর তাতেই সমস্যায় পড়েছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কালিম্পং ডিপোর বাসচালকরা। শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি কালিম্পংয়ের বদলে দার্জিলিং হয়ে কালিম্পং বাস চালানো হচ্ছে। হাতেগোনা কয়েকজন মিলে পাহাড়ি রাস্তায় প্রতিদিন তিন ট্রিপে বাস চালাতে গিয়ে মানসিক চাপের মধ্যে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন কর্মরত চালকরা।

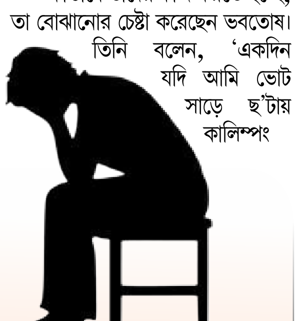

- কালিম্পং-শিলিগুড়ি রুটে যাত্রী না হওয়ায় রুট বাড়ানো হয়েছে
- দার্জিলিং হয়ে কালিম্পং বাস চালানো হচ্ছে
- পাহাড়ের পথে সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাতে হয়
- ওই রাস্তায় প্রতিদিন তিন ট্রিপে বাস চালাতে গিয়ে মানসিক চাপের মধ্যে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ

এমনকি এই বিষয়ে নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশনাল ম্যানেজার সুবীর সাহার সঙ্গে যোগাযোগও করেছেন তাঁরা। যদিও কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে দাবি করছেন ওই বাসচালকরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, ভবতোষ মণ্ডল নামের এক বাসচালক দু'দিন ধরে কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

ওই বাসচালকের বক্তব্য, 'এই বাসগুলোতে প্রধানত পর্যটকরাই যাতায়াত করেন। যেভাবে জোর করে পাহাড়ি রাস্তায় দিনে তিনটে ট্রিপে বাস চালানোর জন্য জোর করা হচ্ছে, তাতে প্রচণ্ড মানসিক চাপে পড়তে হচ্ছে।' রুট বাড়ানোর বিষয়টি স্বীকার করে নিচ্ছেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই। তাঁর বক্তব্য, 'কালিম্পং-শিলিগুড়ি রুটে যাত্রী হচ্ছিল না, সেই কারণে রুট বাড়ানো হয়েছে। এখন যদি এটা কেউ করতে না পারেন, তাহলে আমরা বিষয়টা দেখব।'

সরব হয়েছেন নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বাস নেই, পর্যাপ্ত চালক নেই। শুধু কালিম্পং ডিপোকে বাঁচাতে বাসগুলি বেশি পথ পাড়ি দিচ্ছে বলে দেখানো হচ্ছে। এভাবে বাসচালকদের ওপর চাপ দেওয়া কোনওভাবেই উচিত নয়। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা এব্যাপারে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গেও দেখা করবেন।'

কালিম্পং ডিপো থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে পাঁচটি বাস ছাড়ে। প্রথমে বাসগুলি সরাসরি কালিম্পং থেকে শিলিগুড়িতে আসে। ফিরতি পথে শিলিগুড়ি থেকে বাসগুলি প্রথমে দার্জিলিং যাচ্ছে, তারপর সেগুলি কালিম্পং যাচ্ছে।

আগে বাসগুলি সরাসরি শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং কিংবা কালিম্পং থেকে শিলিগুড়িতে যাতায়াত করত। দুটি করে ট্রিপে বাস চলত। যদিও দার্জিলিং দিয়ে বাস ঘুরিয়ে দেওয়ায় তিনটি ট্রিপ হয়ে যাওয়ায় মানসিক চাপ তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাসচালকরা।

কীভাবে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে, তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন ভবতোষ। তিনি বলেন, 'একদিন যদি আমি ভোট সাড়ে ছ'টায় কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে বাস নিয়ে আসি, তাহলে সাড়ে দশটায় শিলিগুড়ি পৌঁছাই। আধ ঘণ্টা পরেই বাস নিয়ে ফের দার্জিলিংয়ে যাচ্ছি। সেখান থেকে অন্য বাস নিয়ে ফের শিলিগুড়িতে আসতে হচ্ছে। কারণ রাতে শিলিগুড়িতে থাকতে হবে।' তাঁর কথায়, 'পরদিন সকাল সাতটায় গাড়ি নিয়ে দার্জিলিং যেতে হচ্ছে। দার্জিলিং থেকে সকাল সাড়ে ১১টায় শিলিগুড়িতে ফিরতে হচ্ছে। বিকেলের দিকে আবার শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং হয়ে কালিম্পংয়ে গিয়ে ডিউটি শেষ করতে হচ্ছে।'

বাসচালকরা বলছেন, পাহাড়ের পথে সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাতে হয়। এই পরিস্থিতিতে তিনটি ট্রিপে যাতায়াত করায় খুবই সমস্যা হয়। এই বাসগুলিতে বহু পর্যটক থাকেন। ফলে তাঁদের ঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার চাপও থাকে। কালিম্পংয়ে বাসচালক রয়েছেন ৯ জন। তবে পাঁচটি বাসের জন্য প্রতিদিন পাঁচজন চালকই থাকেন। এর মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হন বা ছুটি নিয়ে থাকেন, তাহলে চাপ আরও বেড়ে যায়। চালকদের দাবি, তাঁদের মানসিক চাপের পাশাপাশি যাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়টিও খেয়াল রাখা উচিত কর্তৃপক্ষের।

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাস অবশ্য বলছেন, 'বিষয়টা আমার জানা নেই। তবে পুরোটাই খোঁজ নিয়ে দেখব।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

বাগডোগরা, ২৪ সেপ্টেম্বর : বাগডোগরার ভুজিয়াপানিতে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পঙ্কজ সাহা (২৮) নামে ওই যুবকের বাড়ি পুণ্ডিবাড়িতে। রবিবার ভুজিয়াপানির পাশে বাগডোগরা চা বাগান এলাকায় একটি গাছের ডালে ঝুলন্ত দেহটি দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বাগডোগরা থানায় খবর দেন। মৃতের পকেটে থাকা আধার কার্ড থেকে নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

স্মারকলিপি

বাগডোগরা, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিজেপির মহিলা মোর্চার মাটিগাড়া-২ মণ্ডলের তরফে এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করার দাবি জানানো হল। মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিষ্টু মণ্ডল দাস বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে মাটিগাড়া এলাকায় চুরি, ছিনতাই, খুন সহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজ বেড়েছে। এসব বন্ধে রবিবার মাটিগাড়া থানার আইসিকে স্মারকলিপি দেওয়া হল।'

মন্দিরে চুরি

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শনিবার গভীর রাতে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকদইবাড়ির লোকনাথ মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। রবিবার সকালে ঘটনাটি জানাজানি হয়। অভিযোগ, শনিবার রাতে দুষ্কৃতীরা মন্দিরের তালা ভাঙার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। পরে কিছুর সাহায্যে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে লোকনাথ ঠাকুরের মূর্তিটিকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে আসে। মূর্তিটির কিছু স্বর্ণালংকার খুলে নেওয়া হয়। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

খালের গা ঘেঁষে টয়লেট তৈরি

ফের বিতর্ক পানিট্যাঙ্কিতে

রণজিৎ ঘোষ

খড়িবাড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : পানিট্যাঙ্কিতে বিতর্কিত মার্কেটে সরকারি অর্থে কমিউনিটি টয়লেট তৈরি করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ, এমন জায়গায় ওই টয়লেট ব্লক তৈরি করা হয়েছে, আগামী ১০ বছরেও ওই জায়গায় কোনও মানুষ যাবেন না। এমনকি বাতারিয়া খালের গা ঘেঁষে কীভাবে সরকারি ওই টয়লেট ব্লক তৈরি হল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বাজারে টয়লেটের প্রয়োজন থাকলেও সেখানে না করে কেন বাজার থেকে এত দূরে একটি সেচখালের গায়ে ওই শৌচালয় করা হল? মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই এই কমিউনিটি টয়লেট তৈরি হয়েছে কি না সেই প্রশ্নও উঠছে।

মহকুমা পরিষদের ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'পানিট্যাঙ্কিতে নতুন বাজারের জমি জরিপ করা হয়েছে। সেখানে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ ছিল। কিন্তু বাতারিয়া খালের গা ঘেঁষে কীভাবে সরকারি শৌচালয় তৈরি হল সেটা খতিয়ে দেখব। তবে, এই বিষয়ে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিই ভালো বলতে পারবেন।' এই বিষয়ে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে কোনও কথা বলবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

বাতারিয়া খালের গা ঘেঁষে কমিউনিটি টয়লেট তৈরি হয়েছে। -সংবাদচিত্র

পানিট্যাঙ্কিতে চা বাগানের জমি দখল করে তৈরি বাজার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা চলছে। অভিযোগ, ৭.৯২ একর জমি মার্কেট তৈরির জন্য লিজ নেওয়া হলেও আরও অন্তত ১২-১৪ বিঘা জমি অতিরিক্ত দখল করে সেখানেও দোতলা, তিনতলা দোকানঘর তৈরি হয়েছে। জমির সঠিক হিসাব বের করার জন্য মহকুমা পরিষদ জমি জরিপ করেছে। দু'তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট এলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কিন্তু এরই মধ্যে মহকুমা পরিষদের টাকায় একটি সদ্যনির্মিত কমিউনিটি টয়লেট নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নতুন তৈরি মার্কেটের একেবারে পিছন দিক দিয়ে একটি সেচখাল গিয়েছে। বাতারিয়া খাল নামে এই খালের উপরে একটি সেতু তৈরি করে তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা সঞ্জীব বর্মন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সেই খালের গা ঘেঁষেই মহকুমা পরিষদের টাকায় কমিউনিটি টয়লেট তৈরি করা হয়েছে। গত জানুয়ারি মাসে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না সিংহ মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সহ অন্যদের পাশে দাঁড়িয়ে ওই টয়লেটের শিলান্যাস করেছিলেন। এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, টয়লেটটি তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। টয়লেটের গা ঘেঁষে বাতারিয়া খাল দিয়ে যথেষ্ট গতিতেই জল বয়ে যাচ্ছে।

খালের ওপারের অনেক বাসিন্দাই বলেছেন, এখানে এই শৌচালয় কেন তৈরি হল তা আমরাও বুঝতে পারছি না। এখানে তো বাজার নেই। তাহলে এই শৌচালয় কে ব্যবহার করবে বলে তাঁদের প্রশ্ন। অভিযোগ, মেচি মার্কেটের ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বাতারিয়া খাল পর্যন্ত জমি দখল করে মার্কেট তৈরি করেছে। কিন্তু অনেকটাই পিছনে হওয়ায় এখনও ওই জায়গায় অনেক জমি বিক্রি হয়নি। এখন এভাবে শৌচালয় তৈরি সহ অন্যান্য পরিষেবার ব্যবস্থা করে জমি বিক্রির ছক কষা হচ্ছে। ওই জমি আদৌ বাজারের জন্য লিজ নেওয়া জমির মধ্যে পড়ছে কি না সেই প্রশ্নও উঠেছে। অথচ ওই বিতর্কিত জায়গাতেই খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি কমিউনিটি টয়লেট তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা এলাকার বাসিন্দা অজয় ওরাওঁ বলেন, 'ওই জমি মার্কেটের লিজ নেওয়া জমির মধ্যেই রয়েছে। পানিট্যাঙ্কির সবজি বাজার ওই জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়ার কথা ছিল। সেইজন্য সেখানে ওই শৌচালয় তৈরি হয়েছে।'

উঠছে প্রশ্ন

- বাজারে না করে দূরে সেচখালের গায়ে কমিউনিটি টয়লেট
- সরকারি অর্থে এটি তৈরি করা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে
- অভিযোগ, ওই জায়গায় টয়লেটে কেউ যাবেন না
- মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই এই টয়লেট তৈরি হয়েছে কিনা সেই প্রশ্নও উঠছে

বিলুপ্তির মুখে করম গাছ

নাগরাকাটা ও মালবাজার, ২৪ সেপ্টেম্বর : রাত পোহালেই আদিবাসীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্বণ করমপুজো। এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সর্বশক্তিমানের উদ্দেশ্যে শস্যশ্যামলা পৃথিবীর প্রার্থনা। আদিবাসী সম্প্রদায় যে করম গাছকে দেবতা হিসেবে পুজো করেন, বঙ্গে গাছটির পরিচিতি চাকলতা হিসেবে। করম বা চাকলতা এখন ডুয়ার্স-তরাই সহ গোটা উত্তরবঙ্গেই যে কার্যত অতি বিরল, সেই তথ্য জানাল আদিবাসী সমাজ। সংরক্ষণ নিয়েও কারও হুঁশ নেই বলে অভিযোগ।

চাকলতা গাছ দেখা যায় কমই।

চাকলতা গাছের আকার অনেকটা বকুল গাছের মতো। তবে পাতা অনেকটাই বড়। কদমের মতো ফুল হয় পরিণত গাছে। করমপুজোর দিন গাছের তিনটি ডাল কেটে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতীক হিসেবে এক সুঁতোয় বেঁধে রাতভর আবাহনে মেতে ওঠে আদিবাসী সম্প্রদায়। করম গাছ জঙ্গলে মেলে না। কয়েকটি স্থানে এখনও টিকে আছে। পুজোর জন্য সেগুলিই ভরসা।

মালবাজারের সোনগাছি, টুনবাড়ির মতো দু'একটি বাগানে করম গাছ মেলে। নাগরাকাটায় ভরসা বামনডাঙ্গা চা বাগানের একটি গাছ। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের রাজ্য কমিটির অন্যতম শীর্ষনেতা তেজকুমার টোপ্পো বলেন, 'বছর সাতেক আগে চারা জোগাড় করে মালবাজারের বাড়িতে বসিয়েছিলাম। পুজোর দিন উদ্যোক্তারা সেটা থেকেই ডাল সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। বন দপ্তরের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল করম চারা তৈরি করে বিলি করতে। সেই কাজ হয়নি।'

বারবার সারাই হলেও রাস্তা বেহাল

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর : বছর বছর রাস্তার কাজ হয়, স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেই। কাজ হওয়ার কয়েক মাস পরেই বেহাল দশা হয় ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জের মূল রাস্তার। পঞ্চায়েত ভোটের আগেই একদফা কাজ হয়েছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। মাস তিনেকের মধ্যেই ফের রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছে। কিছু জায়গায় গর্ত এতটাই বড় যে সেগুলিতে চাকা পড়লে বড় বিপদ ঘটতে সময় লাগবে না। মঙ্গলবার এবং শনিবার রামগঞ্জে হাট বসে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বহু গ্রাম, বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ সেখানে কেনাকাটা করতে আসেন। যার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে রামগঞ্জ ইসলামপুর মহকুমার গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেই রাস্তার এমন বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে টোটো, অটোয় যাতায়াত করতে হচ্ছে। এছাড়া পণ্যবাহী বিভিন্ন যানবাহন ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। যে কোনও মুহূর্তে গাড়ির চাকা গর্তে পড়ে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। বর্ষায় রাস্তা আরও ভয়ংকর রূপ নেয়। কারণ ওই রাস্তার পাশে থাকা হাইড্রেনের মুখ বন্ধ থাকায় জল যেতে পারে না। বৃষ্টির জল দীর্ঘদিন রাস্তার উপর জমে থাকায় বড় গর্তগুলি দেখতে না পেয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন গাড়িচালকরা। স্থানীয় টোটোচালক নুর আলম বললেন, 'এই রাস্তায় টোটো চালাতে অনেক অসুবিধা হয়। রাস্তার এমন বেহাল দশায় সপ্তাহে দু'তিনবার টোটো সারাই করতে হয়। যা উপার্জন করি বেশিরভাগই মেরামতিতে খরচ হয়ে যায়। টোটোতে লোকজন থাকলে উলটে যাওয়ার ভয় লাগে।' সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা। অমিত সরকারের মন্তব্য, 'ভোটের আগেই এই রাস্তার কাজ হয়েছিল। কিছুদিন যেতেই ফের বেহাল হয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই।'

রামগঞ্জে এই রাস্তার কঙ্কালসার দশায় স্থানীয়রা ভোগান্তির মুখে পড়েছেন।

> "এই রাস্তায় টোটো চালাতে অনেক অসুবিধা হয়। রাস্তার এমন বেহাল দশায় সপ্তাহে দু'তিনবার টোটো সারাই করতে হয়। যা উপার্জন করি বেশিরভাগই মেরামতিতে খরচ হয়ে যায়। টোটোতে লোকজন থাকলে উলটে যাওয়ার ভয় লাগে।
>
> -নুর আলম
> *টোটোচালক*

ইসলামপুর মহকুমার পিডব্লিউডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ ভট্টাচার্য বললেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। বৃষ্টির কারণে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। পুজোর আগেই ওই রাস্তা মেরামত করে সমস্যার সমাধান করা হবে।'

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রয়াত হন ১৯৯০ সালে আজকের দিনে।

১৯২০ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সতীশ ধাওয়ান।

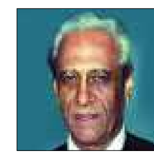

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোমবার, ৭ আশ্বিন ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১২৯ সংখ্যা

শাসকের পক্ষপাত

সংসদে কেন্দ্রীয় শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ রমেশ বিধুরি যেভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তা ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য বিরোধী বললে কম বলা হয়। দক্ষিণ দিল্লির বিজেপি সাংসদের মুখের ভাষা নিয়ে এর আগেও একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও একবার অসংসদীয় এবং কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তবে এবার যেভাবে উত্তরপ্রদেশের কুঁয়ার বিধায়ক দানিশ আলিকে আক্রমণ করেছেন, তা শালীনতার সীমা ছাড়িয়েছে।

এই আচরণের প্রেক্ষিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা অভিযুক্ত সাংসদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনও শাস্তির নির্দেশ দেননি। তিনি শুধু বিধুরির বক্তব্য সংসদের রেকর্ড থেকে মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া ভবিষ্যতে একই আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটলে কঠোর শাস্তিবিধানের হুঁশিয়ারি শুনিয়েছেন মাত্র। বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা তথা প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এ ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করলেও বিজেপি বিধুরিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো ছাড়া অন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

বিজেপি বিরোধী শিবির রমেশ বিধুরিকে সংসদ থেকে সাসপেন্ড করার দাবি জানালেও শাসকদল বা কেন্দ্রের মনোভাব মোটেও তত কঠিন মনে হয়নি। বিরোধী দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে বিভিন্ন সময়ে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিলেও রমেশ বিধুরির ক্ষেত্রে স্পিকারের এত সহিষ্ণুতা যথেষ্ট প্রশ্নের কারণ হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করায় লোকসভায় কংগ্রেস দলনেতা অধীর চৌধুরীকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। রাজ্যসভায় আপ নেতা রাঘব চাড্ডা ও সঞ্জয় সিংকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অথচ বিধুরির ক্ষেত্রে স্পিকার অনেক নরম অবস্থান নিয়েছেন। এই ঘটনা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত নীতি সবকা বিকাশ-এর পরিপন্থী। বিরোধী শিবির বিজেপি সাংসদের কথাবার্তায় হিন্দুত্ববাদী আরএসএস-এর স্পষ্ট প্রভাব দেখছে।

যদিও আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত সংঘের কর্মকর্তা এবং কর্মীদের সম্প্রতি বলেছেন, সমাজে ঐক্য ধরে রাখতে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সমন্বয় জরুরি। কিন্তু যে কথাটি তিনি বলতে পারেননি তা হল, যে বিভাজনের রাজনীতি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তা রোধ করা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব। মাসকয়েক আগে হজরত মহম্মদ সম্পর্কে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মা নিন্দনীয় ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁকে সাসপেন্ড করতে বাধ্য হয়েছিল বিজেপি।

বিধুরির বিরুদ্ধে সেরকম ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না। সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনা করলে সহজে বোধগম্য হয় যে, আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনে ধর্মীয় তাস খেলে বিজেপি হিন্দু ভোট এককাট্টা করতে উদগ্রীব। ধর্মীয় তাস সুচারুভাবে খেলতে পারলেই সারা দেশে গেরুয়া শিবির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফের কেন্দ্রে সরকার গড়তে সক্ষম হবে। নচেৎ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন অসম্ভব হতে পারে। একথা ভেবেই বিজেপি হিন্দুত্ববাদের প্রচার শুরু করেছে। কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি বিজেপির চেয়েও এক ধাপ ওপরে উঠে মানুষের মননে ঘৃণার বীজ বপন করছে।

বিজেপি আত্মপক্ষ সমর্থনে ডিএমকে নেতা তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের পুত্র উদয়নিধির সাম্প্রতিক বক্তব্যকে টেনে আনছে। উদয়নিধি দিনকয়েক আগে সনাতনী ধর্মের বিরুদ্ধে সামাজিক জীবনে জাতপাতের বৈষম্য সৃষ্টির কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দেশকে জাতপাতের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে সনাতন ধর্মকে বিতাড়িত করতে হবে।

তিনি কিন্তু কথাটা সংসদে বা কোনও বিধানসভায় বলেননি। তিনি বলেছেন একটি সভায়। একথা বলার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা হয়েছে। রমেশ বিধুরি গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদে দাঁড়িয়ে ভিন্ন ধর্মের এক সাংসদকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছেন। দুটিকে এক করে দেখা ঠিক হবে না।

অমৃতধারা

গুরু শিষ্যের মধ্যে মানসিক যোগাযোগ একটা থাকেই। প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠতে পারলে স্থানকালের ব্যবধান আর থাকে না। অনন্তে স্থানও নেই, কালও নেই। আর এটাই আমাদের প্রতিপ্রাদ্য বিষয়। জগৎ আর ভগবান কখনও একসঙ্গে দেখা যাবে না। যতক্ষণ জগৎভোগের আকাঙ্ক্ষা, ততক্ষণ ভগবান নেই। বৈরাগ্যের প্রয়োজন। গুরুসঙ্গই বৈরাগ্য এনে দেয়। যা কিছু পরার্থে, তাই প্রেম। যা কিছু নিজের জন্য, তাই কাম। সংসার যেমন সমস্যার কারণ, আবার সমাধান ঈশ্বর। ঈশ্বর বস্তু, আর সব অবস্তু। সবকিছু ঈশ্বর, তাঁরই লীলা। নীরবে তাঁকে অনুভব করার চেষ্টাই ভালো। মন-বুদ্ধি, জীবনমরণ সব তিনি। ব্রহ্ম-শক্তি অভেদজ্ঞানই অন্তিম জ্ঞান। নিজেকে আলাদা করে নিজেকে দেখা। ব্রহ্ম ছাড়া শক্তি নেই, শক্তি ছাড়া ব্রহ্ম নেই।

–ভগবান

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৩৯

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। ইংরেজি বছরের একটি মাস ৪। তির, বাণ, শর ৫। কাক-এর আঞ্চলিক রূপ ৭। কাঁসার তৈরি করতালজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ৮। যন্ত্রণাদায়ক ৯। চালচলন, কার্যকলাপ, যাতায়াত ১১। আগে থেকে যা বাদ দেওয়া হয়, মূল গায়কের মুখ থেকে ধরে নেওয়া গানের পদ ১৩। ঋণ, ধারদেনা ১৪। অপকর্ম বা অন্যায় বা ভুলের জন্য বিরাগ বা ঘৃণা ১৫। শস্যবিশেষ, ভুট্টা।
উপর-নীচ : ১। অত্যাচার, উৎপীড়ন, ২। ইঙ্গিত, সংকেত ৩। অতিরিক্ত ব্যস্ততা ও আগ্রহ প্রকাশ ৬। নিম্ন ও ভারী ধ্বনিযুক্ত, ভারিক্কি, ৯। গন্ডার, নদীবিশেষ ১০। নাচের আওয়াজ বা ভঙ্গি ১১। ধর্ম-এর কোমল রূপ ১২। ভাই বা বোনের শ্বশুর।

সমাধান ■ ৩৬৩৮

পাশাপাশি : ১। পঞ্চায়ুধ ৩। কন্যাকা ৫। করকমল ৭। তনিকা ৯। মরাল ১১। বলভরসা ১৪। কখন ১৫। শনৈশ্চর।
উপর-নীচ : ১। পঞ্চামৃত ২। ধমক ৩। কয়েক ৪। কাঙাল ৬। মন্দুরা ৮। নিতল ১০। লক্ষ্মীবার ১১। বলাক ১২। ভজন ১৩। সাজশ।

গায়ের ঝাল মেটাতে অরুণাচল নিয়ে ভারতকে চাপে রাখে চিন

সুমন ভট্টাচার্য

টেলিভিশন অ্যাঙ্কারের সঙ্গে গোপন প্রেম, সন্তান। সেই জন্য নিজের একান্ত প্রিয়পাত্র বিদেশমন্ত্রী কিন গাংকে বরখাস্ত করতে হল। যাঁকে আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো থেকে নিজের ছায়াসঙ্গী করে রাখা, চিনের নতুন একনায়ক তথা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শি জিনপিং সবই করেছিলেন। তাঁকে নিজের ঘনিষ্ঠ অনুচরের এহেন কীর্তিতে কম বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি। তারপরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী লি শাং ফু'র বিরুদ্ধে উঠল দুর্নীতির অভিযোগ, ২৯ অগাস্ট থেকে বেজিংয়ের আরেক ক্ষমতাধর মন্ত্রীও গৃহবন্দি।

এর মধ্যে ভারতের শাসকদলের ভাষায়, অর্থাৎ বিজেপির ভাষায় 'মার্গদর্শক' মণ্ডলীতে চলে যাওয়া প্রাক্তন কমিউনিস্ট নেতাদের কাছে 'বকুনি' খাওয়ার পরে চিনের স্ট্রং ম্যান শি জিনপিং কিছুটা অস্বস্তিতেই। সেই অস্বস্তি কাটাতে এবং কানাডা ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির টানাপোড়েন চলছে বলেই কি বেইজিং পা বাড়িয়ে নয়াদিল্লির সঙ্গে ফের অরুণাচল নিয়ে ঝামেলা করতে গেল? এশিয়ান গেমসের আগে 'লাল' চিনের ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের, যাঁরা আবার অরুণাচলেরও বাসিন্দা, তাঁদের 'স্টেপল্ড ভিসা' দিয়ে চাপানউতোর তৈরি করার পিছনে সবাই শি জিনপিংয়ের ফের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরাই দেখছে।

এমনিতে বেহাল অর্থনীতি, তরুণদের মধ্যে কর্মসংস্থানের অভাব, আবাসন শিল্পে ধস। এই সব কিছুই চিনের বর্তমান একনায়কের জন্য চ্যালেঞ্জই তৈরি করেছে। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ বৈঠকে তিনি সেদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়ক হু জিনতাওদের একপ্রকার জোর করে চুপ করিয়ে দিয়েছেন। তবু যেভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠতম 'সঙ্গী' বা মন্ত্রীসভার সহযোগীদের বিভিন্ন অভিযোগে অন্তর্ধান ঘটছে, তাতে প্রেসিডেন্ট ও দলের সাধারণ সম্পাদকের 'বজ্র আঁটুনি' নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং পশ্চিমের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দাবি, এহেন পরিস্থিতিতে দলের বর্ষীয়ান নেতারা বর্তমান প্রেসিডেন্টকে দু'কথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়ছেন না। তাঁরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতি আর জিনপিংয়ের শাগরেদদের কেলেঙ্কারির জন্য আমজনতা কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে বেজিংয়ের একনায়ক এবং তাঁর ঘনিষ্ঠজনরা নয়াদিল্লির সঙ্গে স্নায়ুর লড়াই শুরু করা ছাড়া আর কী বা করতে পারেন? আমাদের অবশ্য মাথায় রাখতে হবে, চিনা রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী সে দেশের সব রাজনীতিকই বিশ্বাস করেন যে, অরুণাচল আসলে তিব্বতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁরা অরুণাচলকে সেই কারণেই দীর্ঘদিন ধরে 'ঝাঙ্গান' বলে ডাকেন। চিনা বিদেশমন্ত্রক গত দশ বছর ধরে নিজেদের যে মানচিত্র প্রকাশ করে আসছে তাতে তাইওয়ানকে যেমন মূল ভূখণ্ডের বাইরে চিনের একটা দ্বীপ বলে দেখানো হয়েছে, তেমনই অরুণাচলকেও 'দক্ষিণ তিব্বত' হিসেবে পরিচিত করার চেষ্টা দেখা গিয়েছে।

এমনকি অগাস্ট মাসে সেদেশের সরকার এবং দলেরও ইংরেজি মুখপত্র 'গ্লোবাল টাইমস' যখন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজেদের নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে, তখন ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যটির পাহাড়, নদী সব কিছুকেই 'নিজেদের অংশ' বলে দেখিয়ে দেয়। অরুণাচলের অন্তত ২৩টি পাহাড় বা নদীর নিজেদের মতো করে নামকরণও করে দেয়। চিনের একতরফাভাবে এই যে মানচিত্র বদলে দেওয়ার চেষ্টা, যাকে অতীব ভদ্র ভাষায় দখলদারি, আর বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মস্কোর একনায়ক ভ্লাদিমির পুতিনের মতো ইউক্রেনের অংশবিশেষকে রাশিয়ার মানচিত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টারই অন্য রূপ বলা যেতে পারে।

কমিউনিস্ট চিন যে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে, সেখানে শুধু ভারত নয়, এশিয়ায় তার সব প্রতিবেশীর সঙ্গেই সীমান্ত সমস্যা রয়েছে। কমিউনিস্ট ভিয়েতনামের সঙ্গেও। চিন-ভিয়েতনাম যুদ্ধও হয়েছে। জিনপিং ক্ষমতায় আসার পরে বেজিং আগ্রাসী জাতীয়তাবাদে আরও শান দিয়েছে।

যেহেতু ভারত গণতন্ত্র আর চিন একটি একদলীয় শাসনব্যবস্থাকে অনুসরণ করে, তাই বেজিং দীর্ঘদিন ধরেই অরুণাচলকে নিজেদের বলে প্রমাণের চেষ্টায়। সেখানে ভারতীয় প্রশাসনের উপস্থিতিকে খর্ব করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অরুণাচলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেস নেতা নবাম টুকি একবার আমাকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছিলেন, অরুণাচলে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে ভারতের যাবতীয় প্রচেষ্টায় কীভাবে বেজিং বাগড়া দেয়।

সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম পরবর্তী সময়ে গোটা দেশে রীতি হয়ে গিয়েছে, কোনও সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে গেলে স্থানীয় নাগরিকদের মত নিতে হবে। বা গ্রামসভার বৈঠক ডাকতে হবে। টুকি মজা করে বলেছিলেন, সীমান্তবর্তী কোনও জেলায় প্রশাসন এধরনের গ্রামসভার বৈঠক ডাকলে, 'বহিরাগত'রা ঢুকে পড়ত। এই 'বহিরাগত'রা আসলে চিনা সেনাবাহিনীর ঢুকিয়ে দেওয়া লোকজন। এই 'বহিরাগত'রা অরুণাচলের গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে যে কোনও ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য ডাকা বৈঠকে গণ্ডগোল বাধাতে শুরু করে। তখন অরুণাচল সরকার সব জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়, এই ধরনের গ্রামসভায় বা নাগরিক সভায় উপস্থিত সকলের পরিচয়পত্র যাচাই করতে।

অরুণাচলে নবাম টুকির কংগ্রেস সরকার চলে গিয়ে বিজেপির সরকার এসেছে। কিন্তু পাহাড়, জঙ্গল দিয়ে ঘেরা এই রাজ্যের সীমান্ত যেহেতু চিহ্নিত করা কঠিন, তাই লাল ফৌজের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা যায়নি। অরুণাচলের বিজেপি সাংসদ কিছুদিন আগেই অভিযোগ করেছিলেন এই ধরনের সীমান্তের সুযোগ নিয়ে, যাকে আমরা ইংরেজিতে 'পোরাস বর্ডার' বলি, চিনের সেনাবাহিনী অরুণাচলের ভিতরে ঢুকে এসে যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে। আর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম মাঝে মাঝেই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি দেখিয়ে বলবার চেষ্টা করেছে যে, সীমান্তে চিনা সেনাবাহিনী ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করে গ্রাম তৈরি করে সেখানে চিনা নাগরিকদের বসাচ্ছে। অর্থাৎ অরুণাচল নিয়ে বেজিংয়ের একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে। নিজেদের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ড গিলে খাওয়ার চেষ্টা আছে। এটা বহুদিনেরই সত্য। সেই কারণেই 'লাল ফৌজ' কোনও বছর গালোয়ানে, কোনও বছর ভুটান ঘেঁষা ডোকালামে ঝামেলা বাধালেও অরুণাচল নিয়ে সংঘাত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। অর্থাৎ নয়াদিল্লি এবং বেজিংয়ের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে যে টানাপোড়েন গত কয়েক বছর ধরেই চলছে, তাতে অরুণাচল সবসময় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু।

আসলে কমিউনিস্ট শাসিত চিন যে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে, সেখানে শুধু ভারত নয়, এশিয়ায় তার সব প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেই সীমান্ত সমস্যা রয়েছে। এমনকি কমিউনিস্ট শাসিত ভিয়েতনামের সঙ্গেও। সীমান্ত নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে চিনের সঙ্গে ভিয়েতনামের যুদ্ধও হয়েছে। কিন্তু জিনপিং ক্ষমতায় আসার পরে, গত এক দশকে বেজিং তার আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের অস্ত্রে আরও শান দিয়েছে। এবং বাজার অর্থনীতির এই পৃথিবীতে চিনের সঙ্গে যেহেতু টক্কর আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার, সেই কারণেই জিনপিং অনেক সময়ই পায়ে পা দিয়ে নয়াদিল্লির সঙ্গে ঝামেলা বাধাতে পছন্দ করেন।

বেজিং জানে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চিনের প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে ভারতের পিছনে পশ্চিমী দেশগুলির মদত রয়েছে। সেই কারণেই গায়ের ঝাল মেটাতে বেজিং বারবার নয়াদিল্লির সঙ্গে অদৃশ্য দড়ি টানাটানি চালিয়েই যায়। কানাডা নিয়ে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির সম্পর্কও যখন কিছুটা টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় এশিয়ান গেমসকে ব্যবহার করে ভারতকে আবার অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টাই করেছেন শি জিনপিং। নিজের দেশে চাপে থাকা চিনা প্রেসিডেন্ট হয়তো অরুণাচল প্রসঙ্গকে খুঁচিয়ে তুলে নয়াদিল্লির সঙ্গে আরেক দফা স্নায়ুযুদ্ধ করে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে 'হিরো' হতে চাইছেন।

(লেখক সাংবাদিক)

দিশাহীনতার মাঝে সব পর্যাপ্ত পাংশু-ধূসরিত

কল্যাণময় দাস

অস্বচ্ছ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আর জটজমাট যুক্তির রাজত্বে আমরা। অজ্ঞ আর দেউলিয়া ডায়ালগবাজির রাজত্ব। ধোঁয়াশা আর আড়ম্বর। তামান্না ভাটিয়া-দুর্গা আর সাউথমুভি ভিলেন-মহিষাসুর। প্রাইজ-প্রাণপণ প্যান্ডেল। চাইনিজ লাইট-চচ্চড়ি।

ফুটপাথ বদলে যাবে বিরিয়ানির পাতে। চোঙায় চোঙায় গানের ছ্যাঁচড়ামো। ওয়াইন-হুইস্কি-লঙ্গরখানা। পার্কে পার্কে লাজুক প্রেমীদের জন্য আই-লাভ-ইউ ডিজিটাল শুটিং-শাটার। পঁচাত্তর-পঞ্চাশের পুজোর সিরিয়াস ঘ্যানঘ্যান। ললনাদের বিউটি-বুটিক জলরং-জেল্লা। রাজনীতি তার ঐতিহ্য হারাইয়াছে বলিয়া চারদিন বুড়োহাবড়াদের গসিপ। ইন্ডিয়াকে-ভারত-হইতে-খেদাইতে-হবে, সঙ্গে বিযুক্ত হইয়া গেল ধর্মনিরপেক্ষ আর সমাজতন্ত্রের অধ্যায়।

এর মধ্যে ঝ্যালঝ্যালে বং-সিনেমার বাংলাবাজি আর গ্রুপ থ্যাটারের গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। দর্শক আনতে যাঁরা সবসময় দোষ দেন সিনেমা-টিভি আর তার চাইতেও বেশি পাবলিককে। এই হল এবছরের বাঙালির পুজো সামারি।

আমাদের রাজনীতিও বং-ছবি আর গ্রুপ-থ্যাটারির মতোই। টাকা উড়ছে, কিছু দলে টাকার তোড়ে মানুষ আসছে। বাকিসব রাহুল গান্ধি। ভারত জোড়ো থেকে লালিম-সাজে অ্যাটাচি মাথায় স্টেশনে। যেন কুলিকামিন হলেই ভোটবাক্স ভরবে! উফ! কী অসম্ভব মডার্ন-টেক-স্যাভি রে বাওয়া! আরে মশাই, পুজোর মোচ্ছবে পেটুক-বুদ্ধিমান গণেশের আবাহনে সমিতি-সংঘের দ্বারস্থ যুবসমাজ সেদিকেও আলো ফেলুন।

নিরাপত্তাহীনতায় পাত্তা পেতে এমএলএ-এমপির গাড়ির চারপাশ ছেয়ে যাচ্ছে তারা। চরকি কাটছে কালোকাচের ঢাকনায় ঢাকা চারচাকার চ্যাংড়ামিতে। সেদিকে আলোকপাত হোক। না, ওতে বেওসা নাই। ওসব দেখানো যাবে না। দেখালেই গোল্লায় যাবে সব তৈজস-তেল-তরক্কি। এখন তো আহ্লাদ আর অর্থ চেটেপুটে খাওয়ার একমাত্র অধিকার লোকসভা আর বিধানসভার চেয়ারবিলাসীদের। এ আমরা ধরেই নিয়েছি অন্তরে অন্তরে। রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি ইত্যাদি একশো চল্লিশ কোটির প্রার্থনায় ভাঁড়ার পূর্ণ হয়ে ওঠে লোক-বিধানের বিধায়কদের। আসলে এটাই ভারত। নিজের নয়, অন্যের জন্যই প্রার্থনা, নিজের লোটাকম্বল-সামর্থ্য জীবন নিছাবর করে দিতে হবে নিউ-মিডিয়া-জাত ম্যানিয়াক-মন্ত্রীদের।

বয়ঃকনিষ্ঠ বান্ধবী সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টাইল, আশ্বিনের শারদ প্রাতে/টাকা পয়সা নাই হাতে। আমি হাসির ইমোজি ছাড়িলাম। পরে ভাবলাম, সত্যিই তো, পুজোর বুক-পকেট ব্ল্যাংক, ব্যাংক-বুক মাইনাসে, লোনওয়ালাদের ধমকি, এরপর আর লোন পাওয়া যাবে না। এককথায় যাচ্ছেতাই এক যাপন-প্রক্রিয়ার খ্যাঁচাকল আশ্বিনের শারদ প্রাতে।

এখন সব স্বতন্ত্র অনুভূতি আবিল। কেবলমাত্র দুঃখ আর আনন্দই ঘোলা নয়, স্বচ্ছ। আর বাদবাকি শিল্প-রাজনীতি-শিল্পনীতি-বাণিজ্য-যাপন মায় সেক্স পর্যন্ত পর্যাপ্ত পাংশু-ধূসরিত। সবাই জানি চারদিন পরেই মরে যাব, তাই এক্ষণে কিছু না করিতে পারিলে জীবনটাই বৃথা। হক কথা। রাষ্ট্র যদি আমাদের উপার্জনের রাস্তা না দেয় তাহলে আমাদের আর কী-ই বা করার আছে? বাঁচতে তো হবে আমাদের। শ্রী আর শ্রীমৎ-এর জোড়া ফলায় পার্টির কপালে ভারতীয় ভেড়াদের ভ্যাঁ ভ্যাঁ অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক আর রসলোকে আনে নব ভাবমাধুরীর সঞ্জীবন। চারদিকে শুধু হ্যাঁ তে হ্যাঁ আর আনুগত্যের জপমালা। এছাড়া দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম কোনও প্রোজেক্ট নেই যুবা-জীবনের।

(লেখক নাট্যকর্মী, কোচবিহারের বাসিন্দা)

বিন্দু বিসর্গ

সাধ করে বাংলাদেশের ইলিশ কিনতে গিয়েছিলাম... –অভি

আলোচিত

আমি বলব, এই মুহূর্তে আমরা সম্ভবত তেলেঙ্গানা জিতছি। আমরা অবশ্যই মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে জিতব। রাজস্থানে লড়াই সেয়ানে সেয়ানে। আমরা খুব কাছাকাছি। আমরা মনে করি, আমরা জিততে পারব। এমনটাই মনে হচ্ছে এখন।

–রাহুল গান্ধি

আজ

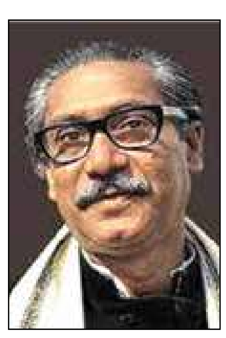

১৯৭৪ সালে আজকের দিনে রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে প্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
১৩৯৬ সালে আজকের দিনে বুলগেরিয়ার শহর নিকোপলিসে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে সুইৎজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশের সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ হয়। নিকোপলিসের যুদ্ধে উসমানীয়রা জয়ী হয়।

ভাইরাল

প্রথমবার আইফোন হাতে পাওয়ার আনন্দই আলাদা। কিন্তু সেটা যদি সময়মতো ডেলিভারি না হয়? যে কারণে দুই ক্রেতা চড়াও হয়েছিলেন দিল্লির এক দোকানে। বিক্রেতাদের মারধর করেন তাঁরা। দু'পক্ষের মধ্যে চলে ধস্তাধস্তি, চড়-থাপ্পড়। একজনের জামা ছিঁড়ে যায়। পুলিশ ক্রেতাদের গ্রেপ্তার করেছে।

জনমত

শিশুমনে রিলের কুপ্রভাব বেশি

এই একবিংশ শতাব্দীর ইঁদুর দৌড়ের যুগে মানবজীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সেলফোন। আড্ডা থেকে শিক্ষা, জ্ঞানলাভ থেকে মনের ভাব প্রকাশ, বিনোদন থেকে যোগাযোগ রক্ষা বা কেনাকাটা থেকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সবেতেই এখন একান্ত প্রয়োজন এই সেলফোন নামক যন্ত্রটি। তদুপরি এর কিছু কুপ্রভাব প্রতিনিয়ত সমাজের ক্ষতি করে চলেছে। বিশেষ করে শিশু-কিশোর মনে এর কুপ্রভাব অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরই একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ রিল তৈরি।

ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম দুনিয়ার এই রিল এখন বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। সেলেব্রিটিদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও এখন এই রিল দুনিয়ায় বিভোর। চাপযুক্ত জীবন থেকে সামান্য তৃপ্তি ও বিনোদন খুঁজতে বর্তমানে আমরা অনেকেই রিলে মেতে রয়েছি। মেলা থেকে শপিং মল বা কখনও অফিস বা স্কুলেও ক্লাসের ফাঁকে রিল তৈরি করে সমাজমাধ্যমে আপলোড করে ফেলছি। কিছুটা প্রায় অজান্তেই। সেলেব্রিটিদের অনুকরণে নাচের ভঙ্গিমা বা পোশাকের অনুকরণে বা আদবকায়দায় আমরা রিলগুলি তৈরি করি। যাতে চোখ পড়ছে শিশু-কিশোরদেরও। কার্টুন বা কমিকসের জগৎ থেকে তারা আকর্ষিত হচ্ছে এই নতুন ধারায়। রিলের অঙ্গভঙ্গি, পোশাক ইত্যাদি তাদের মনকে প্রভাবিত করছে। আমরা বড়রাই যখন এই জগতে আচ্ছন্ন, তখন ছোটদের এর থেকে দূরে রাখবে কে?

রিল তৈরি করতে গিয়ে আমরা স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করছি না। সমাজমাধ্যমে সকলের অবাধ বিচরণে কিছু রিল অবশ্যই শিশুমনে কুপ্রভাব ফেলছে। এই জগতের অবাধ বিচরণ থেকে শিশুদের দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। আর এ দায়িত্ব বড়দেরই। ভালো ও মন্দের বিভাজন রেখা বড়দেরই টানতে হবে।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিক্ষক, শিলিগুড়ি।

সংবাদপত্রকে ভুললে ক্ষতি হয় আমাদেরই

দিনের শুভারম্ভেই সংবাদপত্র ছিল বাঙালির এক অনিবার্য বিষয়। চায়ের প্রথম চুমুকের সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাদগ্রহণ- বিষয়টা বাঙালির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই সংবাদপত্রের থেকে অনেকটা দূরে সরে রয়েছে। আমরা অনেকেই এই কাগজের পাতার ওপরে থাকা জানা-অজানা তথ্যের ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত থাকি। কারণ, বর্তমানে আমাদের কাছে কয়েকটি পাতা উলটে দেখারও সময় নেই।

আজকের যুগে সংবাদপত্রের জানা-অজানা তথ্য জানার কৌতূহল কারও মধ্যে দেখা যায় না, দেখা যায় না সেই গোগ্রাসে জ্ঞান আহরণের দৃশ্য। ফলে খবরের কাগজ বাড়ির এক কোণের অংশীদার হয়ে দিনের পর দিন নিজের বুকে ধুলোর আস্তরণকে আশ্রয় দিয়ে চলেছে। এখন এর জায়গা দখল করেছে বর্তমানের নিত্যনতুন প্রযুক্তি, যা আমাদের জীবন থেকে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে ক্রমাগত মুছে ফেলছে। তবে আমরা কি পুনরায় আমাদের মনের অন্তরের সেই কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলতে পারি না? পারি না সেই অজানা জ্ঞানের ভাণ্ডারকে নিত্যদিনের সাথি করে তুলতে এবং বাঙালিয়ানাকে বাঁচিয়ে রাখতে?

শ্রীদীপ্ত রায়চৌধুরী
নবম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল।

থিমের নামে বিকৃতির রেওয়াজ বন্ধ হোক

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবের বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। ইতিমধ্যে সেজে উঠছে পুজো প্যান্ডেলগুলি। প্যান্ডেলের সঙ্গে পুজোর থিম ও রকমারি আলোর সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে বাঙালির দুর্গাপুজো। পুজোর প্যান্ডেল, থিম কিংবা আলোকসজ্জায় একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার প্রতিযোগিতাও চলতে থাকে পুজো কমিটিগুলির মধ্যে। আর এই প্রতিযোগিতার মধ্যেই কিছুটা নোংরামিও চলে আসছে আজকাল।

থিমের নামে দুর্গা প্রতিমাকে বিকৃত করার রেওয়াজ না থাকলেও তা ইতিমধ্যেই চলে এসেছে। কখনো-কখনো প্রতিমার মুখ তৈরি করা হচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের আদলে। কখনও প্রতিমাকে একজন মহিলা চিকিৎসক হিসেবে উপস্থাপনা করা হচ্ছে। প্রতিমার দশটি হাত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ডিজাইন করা লোগোতে সজ্জিত হতেও দেখা যায়। মহিষাসুরের মুখ বিকৃত করে কখনও করোনা ভাইরাস কিংবা কখনও রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তির মুখের আদলে তৈরি করানো হয় মৃৎশিল্পীদের মাধ্যমে।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ এই দুর্গোৎসবে পুজো কমিটিগুলির মধ্যে থিমের সুস্থ প্রতিযোগিতা কিংবা থিমের চমক থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু থিমের নামে দুর্গা প্রতিমার চিরাচরিত সজ্জা কিংবা অবকাঠামোর এই বিকৃতি নোংরামো ও নিম্ন রুচির নামান্তর, যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। এই নোংরামো ও নিম্ন রুচির পরিবর্তে প্রতিমার চিরাচরিত সজ্জা ফুটিয়ে তুলতেই কমিটিগুলির বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক।

মণীন্দ্র প্রামাণিক
বড় মধুসূদন, শীতলকুচি।

টুকরো খবর

বিদেশযাত্রা নিয়ে মমতাকে চিঠি রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবন-নবান্ন সংঘাত তীব্র আকার নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বেতন এবার থেকে রাজ্যের ট্রেজারি দপ্তর সরাসরি দেবে বলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই আবহেই ১২ দিনের বিদেশ সফর কাটিয়ে শনিবার কলকাতায় ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবারই তাঁর বিদেশ সফর কেমন হয়েছে তা জানতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল। চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত না জানা গেলেও রাজভবন সূত্রে খবর, বিদেশে গিয়ে রাজ্যের লগ্নির সম্ভাবনা কতটা হয়েছে, তা নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়ে সৌহার্দ্যের বার্তা রাজ্যপাল দিয়েছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী এর প্রত্যুত্তরে রাজ্যপালকে কোনও চিঠি পাঠাননি। এর আগে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে চরম সংঘাতের আবহেই মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ যাওয়ার আগে রাজ্যপাল মন্তব্য করেছিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন, তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই। আমি চাই না এইসময় তাঁর ওপর কোনও চাপ দেওয়া হোক। তাঁর বিদেশ সফরের সময় তাঁর ওপর যেন অতিরিক্ত ভার না পড়ে।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ থেকে ফেরার কয়েক ঘণ্টা পরেই রাজ্যপাল তাঁর সফরের সাফল্য জানতে চেয়ে চিঠি দেওয়ায় সংঘাতের পরিস্থিতি আগামী দিনে কোন দিকে যায় তা নিয়ে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে।

এবার বিদেশ সফরে রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : ১২ দিনের বিদেশ সফর কাটিয়ে শনিবারই কলকাতায় ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ১২ দিনের সফরেই আমেরিকা যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও রাজভবন থেকে রাজ্যপালের সফরসূচি সম্পর্কে কিছু জানানো না হলেও সূত্রের খবর, মঙ্গলবার তিনি আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দেবেন। ৬ জনের প্রতিনিধিদল নিয়ে তিনি যাচ্ছেন। রাজ্যপালের বিদেশ সফরের অনুমোদন রাষ্ট্রপতিভবন থেকে চলে এসেছে। তবে রাজ্যপালের এই বিদেশ সফরের কারণ সম্পর্কে অবশ্য কিছু জানা যায়নি।

এসএসকেএমে চিকিৎসা মমতার

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনকয়েক আগে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হেলিকপ্টারে কোমর ও হাঁটুতে আঘাত পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইজন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারপর্বে তিনি অংশ নিতে পারেননি। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল। গত ১২ দিন বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফেরার পর রবিবারই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর হাঁটু ও কোমরের পরীক্ষার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে যান। এই হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে সাড়ে ১২ নম্বর কেবিনে পাঁচ সদস্যের মেডিকেল টিম তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে। কয়েকটি জরুরি পরীক্ষাও করা হয়। ঘণ্টাখানেক পর সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে

লখনউ,২৪ সেপ্টেম্বর : সিনেমার গল্পকেও যেন হার মানায়। বিহারের গোপালগঞ্জের বাসিন্দা আকাশ শা'র সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল এক তরুণীর। কিন্তু তরুণীর পরিবার উত্তরপ্রদেশের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেয়। প্রেমিকাকে ভুলতে পারেননি আকাশ। বিহার থেকে সোজা হাজির হন প্রেমিকার শ্বশুর বাড়িতে। বিবাহিত তরুণীর প্রেমিকের আগমনের খবর গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা আকাশকে ধরে ব্যাপক মারধোর করা হয় তাঁকে। এমন সময় সেখানে হাজির হন যুবতীর স্বামী। স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলেন। তাতেই ঘটনাক্রম অন্য মোড় নেয়। ওই যুবক ঠিক করেন স্ত্রীর সঙ্গে আকাশের বিয়ে দেবেন।আলোড়ন পড়ে যায় গোটা গ্রামে। এর পর স্ত্রী ও নিজের পরিবারের সম্মতিতে কাছের মন্দিরে তাঁদের বিয়ে দেন। যেবাইকে চাপিয়ে স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে এসে ছিলেন সেটিতে চাপিয়েই আকাশ ও যুবতীকে গোপালগঞ্জ পাঠিয়ে দেন ওই যুবক।

সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল... বৃষ্টিভেজা মাঠে খেলায় মেতে একদল। রবিবার কলকাতার ময়দানে। –এএফপি

৯টি বন্দে ভারতের সূচনা মোদির হাতে

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : ধর্ম ও পর্যটনকে একসূত্রে বাঁধতে মরিয়া মোদি সরকার। আর সেদিকে লক্ষ্য রেখে রবিবার দেশের মোট ১১টি রাজ্যে একসঙ্গে ৯টি রুটে নতুন ৯টি বন্দে ভারত ট্রেনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু পেয়েছে দুটি। পশ্চিমবঙ্গ যে দুটি রুটে বন্দে ভারত পেয়েছে সেগুলি হল, রাঁচি-হাওড়া এবং পাটনা-হাওড়া। তামিলনাড়ুর বন্দে ভারত দুটি চলবে বিজয়ওয়াড়া-চেন্নাই এবং তিরুনেলভেলি-মাদুরাই-চেন্নাই রুটে। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নতুন বন্দে ভারতের সূচনা করেন। তিনি বলেন, 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণের জন্য আগে সেভাবে নজর দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের সরকার রেলের বিবর্তনের জন্য কাজ করছে। ভারতীয় রেল দেশের গরিব এবং মধ্যবিত্তদের সবথেকে বিশ্বস্ত সহযাত্রী। বহু দেশের জনসংখ্যা যত তার থেকে বেশি সংখ্যক যাত্রী একদিনে রেলে যাতায়াত করেন।'

বন্দে ভারতের বন্দনা করতে গিয়ে মোদি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ১১ লক্ষ যাত্রী বন্দে ভারতে চেপে সফর করেছেন। এই ট্রেনের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। ১৪০ কোটি ভারতীয়র আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রেখে দেশের পরিকাঠামোর বিকাশ করা হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত দেশে ২৫টি বন্দে ভারত ট্রেন চলছে। তার সঙ্গে আরও ৯টি ট্রেন এদিন যুক্ত হল। দেশের সমস্ত অংশের সঙ্গে বন্দে ভারত ট্রেন যুক্ত হওয়ার দিন আর বেশি দূরে নেই বলে জানান তিনি। পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর চারটি রুট ছাড়া আর যে রুটগুলিতে রবিবার বন্দে ভারতের সূচনা হয়েছে সেগুলি হল, কাসারগোড়-তিরুবনন্তপুরম, জামনগর-আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু, উদয়পুর-জয়পুর এবং রৌরকেল্লা-পুরী।

মোদি বলেন, 'এই ট্রেনগুলি নতুন ভারতের নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং গুজরাটের মানুষ আজ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির সুবিধা পাবেন। এই নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসগুলি দেশের নতুন শক্তির আধার।' এই ট্রেনগুলি চালু হওয়ার ফলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি পর্যটনেরও প্রসার ঘটবে বলে জানান মোদি। অমৃতকালে যে রেলস্টেশনগুলির উন্নয়ন করা হবে সেগুলিকে অমৃত ভারত স্টেশন নাম দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত চালুর মুহূর্তে শঙ্খধ্বনি। পাটনায়।

'বিজেপির কৌশলের জবাব জানে কংগ্রেস'

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিজেপিকে বিজেপির ভাষাতেই জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন রাহুল গান্ধি। রবিবার অসমের একটি অগ্রণী সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'মানুষের নজর ঘুরিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয় বিজেপি। আমরা কী বলতে চাই সেই ন্যারেটিভ করার সুযোগই দেওয়া হয় না আমাদের। কীভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে সেটা কর্ণাটকের বিধানসভা ভোটে আমরা শিখে নিয়েছি। কাজেই বিজেপি যতই চেষ্টা করুক, ন্যারেটিভের নিয়ন্ত্রণ এবার আমাদের হাতে।' এক দেশ, এক ভোট এবং সংসদে রমেশ বিধুরির বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য বিজেপির নজর ঘোরানোর কৌশল বলেই দাবি করেন রাহুল। ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ বলেন, 'জাতিগত জনগণনার দাবি থেকে নজর ঘোরানোর জন্যই বিজেপি এই কৌশল নিয়েছে। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, দলিতদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা থেকে মানুষের নজর ঘোরানোর জন্য বিজেপি ইন্ডিয়া বনাম ভারতের বিতর্ক শুরু করেছে।' আদানি ইস্যুতেও বিজেপিকে একহাত নেন কংগ্রেস নেতা।

বিজেপিকে নিশানা করার পাশাপাশি পাঁচরাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের ফলাফল নিয়েও মুখ খোলেন রাহুল। আসন্ন পাঁচরাজ্যের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের ভালো ফলের ব্যাপারে আশাপ্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা তেলেঙ্গানায় সম্ভবত জিততে চলেছি। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়েও আমরাই জিততে চলেছি। রাজস্থানেও আমরা অনেকটা এগিয়ে রয়েছি। আমরা মনে করি, আমরা জিততে সক্ষম হব। বিজেপি নিজেদের মধ্যে এরকম কথাবার্তা বলাবলি করছে।' রাহুলের মতে, 'আপনারা যদি তেলেঙ্গানার ভোটের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন বিজেপিকে কোণঠাসা করে কংগ্রেস সেই ন্যারেটিভকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিজেপি তেলেঙ্গানায় ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। আপনারা যদি রাজস্থানের মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তাহলে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কথা উঠলে ওঁরা বলবেন রাজ্য সরকারের কাজকর্ম ওঁদের যথেষ্ট পছন্দ।'

রাজস্থানে ১৯৯৩ সাল থেকে কোনও দলই এখনও পর্যন্ত পরপর দু-বার ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। এবারও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে মরুরাজ্যের রাজনীতিতে। কংগ্রেস অবশ্য এবার সেই পরম্পরা ভাঙতে মরিয়া। বিজেপিকে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিস্ময়কর ফলের জন্য অপেক্ষা করার বার্তাও দিয়েছেন রাহুল। তিনি বলেন, 'সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া, আয়বৈষম্য, ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের হার, নীচু জাত, ওবিসি, আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণের মতো ইস্যুগুলির সম্মুখীন হচ্ছে ভারত। বিজেপি সেগুলির মোকাবিলা করতে পারছে না। তাই কখনও বিধুরি মন্তব্য, ভারতের নাম পরিবর্তনের ধুয়ো তোলা হচ্ছে। আমরা সবই বুঝি। আমরা সেটা ওদের করতে দেব না।' রাহুলের মতে, 'বিজেপি সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু ভুলে যাবেন না, আমরা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ। ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিজেপির জন্য বিস্ময় অপেক্ষা করছে।'

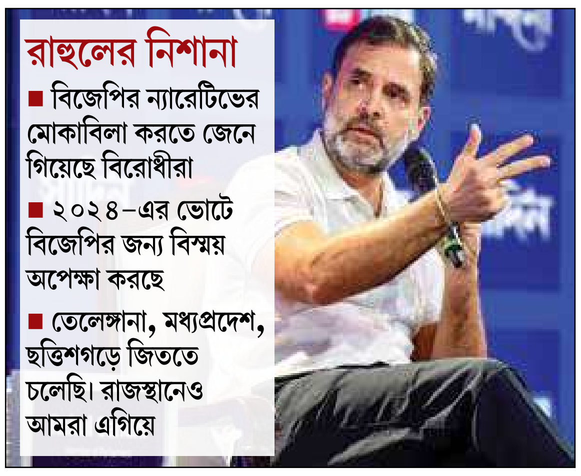

গণপিটুনির আশঙ্কা দানিশের

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : রমেশ বিধুরিকে উসকানি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অপমান করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন বিজেপির সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এর জেরে এবার গণপিটুনির শিকার হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বসপা সাংসদ কুঁওয়ার দানিশ আলি। নিশিকান্তের বিরুদ্ধে বসপা সাংসদ বলেন, 'ওঁরা তো সভাকক্ষে আমাকে মুখের কথায় গণপিটুনি আগেই দিয়েছেন। সাংসদ মহাশয় আমাকে শাসিয়েছেন, তিনি আমাকে সভার বাইরে দেখে নেবেন। একটি ন্যারেটিভ তৈরির জন্য বিজেপির সাংসদরা ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন। এখন তাঁরা আমাকে সংসদের বাইরে গণপিটুনি দেওয়ার চেষ্টা করছেন।'

বিধুরির আচরণের নিন্দা করলেও দুবে অভিযোগ করেছেন, 'লোকসভার নিয়মকানুন অনুযায়ী কোনও সাংসদ যখন লোকসভায় তাঁর জন্য বরাদ্দ সময়ে ভাষণ দেন তখন তাঁকে বাধা দেওয়া, কথা বলা শাস্তিযোগ্য। আমি গত ১৫ বছর ধরে সাংসদ। সবথেকে বেশি সময় এই সভায় আমি থাকি। আমি কখনও ভাবিনি এমন দিন আমাকে দেখতে হবে।' শুধু দুবে নন, দানিশ আলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন গোরখপুরের বিজেপি সাংসদ রবি কিষান শুক্লাও। স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে তিনি বলেছেন, 'বিধুরি আলির বিরুদ্ধে যে শব্দ প্রয়োগ করেছেন সেগুলি বরদাস্ত করা যায় না ঠিকই। কিন্তু যে পরিস্থিতির জন্য একজন সাংসদকে তাঁর সতীর্থ সাংসদের প্রতি ওই ধরনের শব্দ প্রয়োগ করতে বাধ্য হতে হয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।' তবে বিধুরি গোটা ঘটনা সম্পর্কে এদিন কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, 'স্পিকার বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। আমি আর এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।'

সুযোগ পেলেই যৌন হেনস্তা, ব্রিজভূষণের নামে নালিশ কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : ক্রমাগত মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তার চেষ্টা করেছেন জাতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি তথা বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং। তাঁর হাত থেকে প্রথমসারির মহিলা কুস্তিগিররাও রেহাই পাননি। রবিবার দিল্লির রউজ অ্যাভিনিউ আদালতে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তার এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগে করেছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। আদালত এদিন ব্রিজভূষণকে হাজিরা থেকে রেহাই দিয়েছিল। মামলার পরবর্তী শুনানি ৭ অক্টোবর।

কাইসেরগঞ্জের বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে দিল্লি পুলিশ একাধিক ঘটনার উল্লেখ করেছে। এগুলি তাজিকিস্তানে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ চলাকালীন ঘটেছিল। একদিন ব্রিজভূষণ একজন কুস্তিগিরকে তাঁর ঘরে ডেকে জোর করে জড়িয়ে ধরেছিলেন। মেয়েটি প্রতিবাদ করলে ব্রিজভূষণ বলেন, তিনি কুস্তিগিরের বাবার মতো। পুলিশ জানিয়েছে, এর থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিজের অপকর্ম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ব্রিজভূষণ। অন্য এক কুস্তিগিরের শার্ট তুলে পেটে আপত্তিকরভাবে হাত দিয়েছিলেন।

শুরুর দিকে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে গররাজি ছিল পুলিশ। এখন তাদের তরফেই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করা হল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্তে নামে পুলিশ। এদিকে, বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে সামনে রেখে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে মোদি সরকার ব্রিজভূষণ ইস্যুতে পক্ষপাতিত্ব করেছে বলে অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। যৌন হেনস্তার মতো গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত সাংসদকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্নে সরব হয়েছে আপ।

বিদেশে সক্রিয় খালিস্তানপন্থীদের কাবু করতে কৌশলী ভারত

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : খালিস্তানপন্থী জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেনজির টানাপোড়েনে জড়িয়েছে ভারত-কানাডা। খালিস্তানীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র আরও কঠোর মনোভাব দেখাবে, তার ইঙ্গিতও স্পষ্ট।

এনআইএ বিদেশে বসবাসকারী খালিস্তানীদের তালিকা তৈরি করছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, এইসব ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অনেকে এক সময় এদেশের নাগরিক হওয়ার সুবাদে ওসিআই কার্ডধারী। বিদেশি ভারতীয়ের পরিচয়পত্র থাকার সুবাদে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। এখানে তাঁদের বিপুল সম্পত্তি রয়েছে। খালিস্তান আন্দোলনের জন্য ভারত থেকে প্রচুর টাকা বিদেশে নিয়ে যান খালিস্তানপন্থীরা। সেই উৎস বন্ধ করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। এনআইএ'র তালিকায় ১৯ জন খালিস্তানপন্থী নেতার নাম রয়েছে। তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। বাতিল করা হবে ওসিআই কার্ড। এরফলে ভারতে নিয়মিত যাতায়াত এবং আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন না কানাডা, আমেরিকা, ব্রিটেন, পাকিস্তান, দুবাই, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী ওই খালিস্তানপন্থীরা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, পরমজিৎ সিং পামা, সুখপাল সিং, সর্বজিৎ সিং, কুলবন্ত সিং, গুরপ্রীত সিং প্রমুখ।

এদিকে কানাডায় খালিস্তানপন্থী নেতা খুনের জেরে উদ্বেগপ্রকাশ করেছে আমেরিকা। সেদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, নিজ্জর খুনের তদন্তে কানাডাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করছে আমেরিকা। জানা গিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী খালিস্তানপন্থীদের নাকি সতর্ক করা হচ্ছে গুপ্তচর সংস্থা এফবিআইয়ের তরফে। আমেরিকান শিখ কাউকাস কমিটির কো-অডিনেটর প্রীতপাল সিং জানান, এফবিআই তাঁর প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে বলে জানিয়েছে।

হেনস্তার অভিযোগ টিএমসিপির বিরুদ্ধে

স্বেচ্ছাবসর চেয়ে আবেদন অধ্যক্ষের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) বিরুদ্ধে মানসিক চাপ সৃষ্টি ও হেনস্তার অভিযোগ এনে স্বেচ্ছাবসরের আবেদন করলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরি কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ রায়। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তিনি তাঁর আবেদন কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তাঁর অভিযোগ উড়িয়ে বলেছে, বিজেপির হয়ে কাজ করা অধ্যক্ষ দলের থেকে আরও সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্যই মিথ্যা এই অভিযোগ আনছেন।

টালিগঞ্জের যোগেশচন্দ্র চৌধুরি কলেজের দিবা বিভাগের অধ্যক্ষ পঙ্কজবাবু। তাঁর অভিযোগ, কলেজে ভর্তির সময়ে যে ফি নেওয়া হয়, তাতে ছাড় দেওয়ার দাবি জানিয়ে তাঁকে হেনস্তা করছে টিএমসিপি। বৃহস্পতিবার অফিস ঘরে আটকে রেখে গালিগালাজ সহ অশালীন আচরণ করেছে টিএমসিপির সদস্যরা। কলেজের শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করা হয়েছে। তাঁর প্রেশার ও সুগার আছে। এহেন পরিস্থিতিতে এই মানসিক চাপ তিনি আর নিতে পারছেন না। তিনি জানান, তাঁর ৩৫ বছরের অধ্যাপনাজীবনে কখনও এমন অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয়নি। কলেজের ফি ছাড়ের বিষয়ে তিনি বলেন, 'বহু পড়ুয়াই আছেন যাঁরা রাজ্য সরকারের স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেছেন। আবার ফি ছাড়ের দাবিও করছেন। কিন্তু দুটি বিষয়ের জন্য আবেদন করা যায় না।' পঙ্কজবাবু জানান, পড়ুয়ারা কোনও সেমেস্টারে ফার্স্ট ক্লাস পেলে তাঁদের পরবর্তী সেমেস্টারে কোনও টিউশন ফি নেওয়া হয় না। যে ফি ছাড়ের দাবি করছে টিএমসিপি, তা ফর্ম ফিলআপের সময় দেওয়া হয়। এছাড়াও ছাড়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের স্বাক্ষর করা আয়ের শংসাপত্র দাখিল করা হয়নি।

টিএমসিপির বক্তব্য, '৮ বছর ধরে কলেজের অধ্যক্ষ পদে রয়েছেন তিনি। সম্প্রতি বিভিন্ন বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে তিনি বিজেপির প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থেকেছেন। বিজেপির ইকনমিক সেলের কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্বে আছেন।' পালটা পঙ্কজবাবু বলেন, 'যখন এরা কোনও কিছু করতে পারে না, তখন রাজনীতিকে ব্যবহার করে।' তাঁর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি একইসঙ্গে দলের সভানেত্রী পদেও থাকতে পারেন, অধ্যক্ষরও রাজনৈতিক মত রাখা কোনও অপরাধ নয়।' ২০২৬ সালের জুলাই মাসে অবসরগ্রহণের কথা পঙ্কজবাবুর। কিন্তু তিনি আগামী বছর জানুয়ারি মাসেই স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে বিষয়টি নিয়ে কিছু জানাতে তিনি আগ্রহী নন বলে জানিয়েছেন।

চারধাম যাত্রায় ২০০ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : চারধাম যাত্রায় এবছর ২০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ মারা গিয়েছেন অসুস্থতায়। কারও মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায়। উত্তরাখণ্ড রাজ্য জরুরি নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের রিপোর্টে তথ্যটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, চলতি বছরে সর্বাধিক তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে কেদারনাথ ধাম যাত্রার পথে (৯৬)। যমুনোত্রী ধাম, বদ্রীনাথ ও গঙ্গোত্রীর পথে মৃত যথাক্রমে ৩৪, ৩৩, ২৯ জন। হেমকুণ্ড ও গৌরীকুণ্ডে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়েছে যথাক্রমে ৭ ও একজনের।

মহিষাসুরের মুখে নিপুণ কাজে মগ্ন শিল্পী। রবিবার কুমোরটুলিতে। –জিৎ চট্টোপাধ্যায়

৪৭ অফিসার-কর্মীর বেতন বৃদ্ধি বন্ধের নির্দেশ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গে জমির চরিত্র বদল নিয়ে দুর্নীতির ঘটনায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ৩৫ জন কর্মী ও ১২ জন অফিসারের বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতি আটকে দিল রাজ্যের অর্থ দপ্তর। বিভাগীয় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই অফিসার ও কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতি আটকে থাকবে বলে অর্থ দপ্তর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ সফরে যাওয়ার আগে মন্ত্রীসভার বৈঠকে উত্তরবঙ্গে জমি দুর্নীতি নিয়ে সরব হন। দিনের পর দিন সরকারি অফিসারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এই দুর্নীতি কীভাবে হচ্ছে তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। তারপরই এই নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৮টি জেলার জেলাশাসকদের কাছ থেকেও পৃথক রিপোর্ট তলব করেন। রিপোর্ট ইতিমধ্যেই নবান্নে জমা পড়েছে। বিদেশ সফরে থাকাকালীনই জমি দুর্নীতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারপরই তিনি অভিযুক্ত অফিসার ও কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও

জমি দুর্নীতিতে আটকে দেওয়া হল পদোন্নতিও

পদোন্নতি আটকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েই এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের অর্থ দপ্তর।

তবে রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'তৃণমূলের নেতাদের মদত ছাড়া এই দুর্নীতি কোনওভাবেই সম্ভব হত না। এখন কয়েকজন সরকারি অফিসার ও কর্মীকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। কিন্তু এই জমি দুর্নীতির সঙ্গে কলকাতার রাঘববোয়ালরা যুক্ত রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।' শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'এই ধরনের ব্যবস্থাগ্রহণ লোক দেখানো। তদন্ত শুরু হওয়ার পরও একইভাবে দুর্নীতি চলছে। এখনও সেচ, পূর্ত ও বন দপ্তরের জমি ব্যক্তিগত নামে মিউটেশন হয়ে যাচ্ছে। তৃণমূলের নেতাদের মদত ছাড়া এই দুর্নীতি চলতে পারে না।' সিপিএম নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে যেভাবে তৃণমূল জমি দুর্নীতি করেছে, তাতে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। নদী পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছেন তৃণমূলের নেতারা। ওই নেতাদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা কি রাজ্য সরকারের আছে?' তবে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা আছে বলেই জমি দুর্নীতির তদন্ত হচ্ছে। বাম আমলে একের পর এক চা বাগান বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বড় হাউসিং তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাম সরকার সেই তদন্ত করেনি। বিজেপির মুখেও এই ধরনের কথা মানায় না। বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ রয়েছে, তারও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

উত্তরবঙ্গের কয়েক হাজার একর জমির চরিত্র বদল করে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ মাসখানেক আগে পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভার বৈঠকে কড়া মনোভাবের কথা জানিয়ে দেন। নড়েচড়ে বসে ভূমি সংস্কার দপ্তর। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র নদীর চর বিক্রি করা নয়, নদীর একাংশ বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। লাটাগুড়িতে বন দপ্তরের জমি বিঘের পর বিঘে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কলকাতা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা ওইরকমই একটি জমি কিনে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তিনি ওই জমিতে বাড়ি করতে গেলে বন দপ্তর তাঁকে বাধা দেয়। তখনই তিনি এই বিষয়টি জানতে পারেন। রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেছেন, 'অসাধু উপায়ে বন দপ্তরের যে জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, তা আইনি পথেই বন দপ্তর ফিরিয়ে নেবে। এই ধরনের অসাধু চক্রের সঙ্গে যুক্ত সকলের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ করবে।'

ফাঁসিদেওয়া ও বিধাননগরে হয়রানি রোগীদের

গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসকের অভাব

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : চিকিৎসকের অভাবে ধুঁকছে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল। বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও একই সমস্যা চলছে বলে অভিযোগ। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা রোগীদের বহির্বিভাগের বাইরে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। চিকিৎসক কম থাকায় জরুরি বিভাগেও পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুত পর্যাপ্ত চিকিৎসক আনার দাবি জানিয়েছেন রোগীর পরিজনরা।

ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে গোটা ব্লকের রোগীরা চিকিৎসা পরিষেবা নিতে ভিড় করেন। ফাঁসিদেওয়া, জালাস নিজামতারা, ঘোষপুকুর, চটহাট থেকে দৈনিক বর্হিবিভাগে গড়ে ছয়শো রোগী আসেন। আর রোগীদের সামাল দিতে হিমসিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের। বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও বিহারের একাধিক গ্রাম এবং সোনাপুর সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগীরা আসেন। উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের অভাবে সমস্যা তৈরি হলেও কেন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পেটকির বাসিন্দা সিদ্দিক আলির কথায়, 'আমরা দূরত্বের জন্য ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে যেতে পারি না। বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাই। কিন্তু সেখানে

দাবি আরও ডাক্তার

- ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে বর্হিবিভাগে প্রতিদিন গড়ে ছয়শো রোগী আসেন
- রোগীদের সামাল দিতে হিমসিম দশা চিকিৎসকদের
- বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও চিকিৎসকের অভাব
- দুই হাসপাতালে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন রোগীরা

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। চিকিৎসার জন্য এতটা হয়রানি কাম্য নয়।' ফাঁসিদেওয়ার বর্হিবিভাগে চিকিৎসা করাতে আসা সুজিত সিংহ বলেন, 'অনেক ভিড়ের কারণে সমস্যা হচ্ছে। সমস্যা অনেকদিন থেকেই চলছে। চিকিৎসক কম রয়েছে বলে শুনেছি। অবিলম্বে, চিকিৎসক নিয়োগ প্রয়োজন।'

ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে এখন চারজন চিকিৎসক রয়েছেন। যেখানে প্রায় ছয়-সাতজন ছিলেন কিছুদিন আগেও। অন্যদিকে, বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মাত্র দুজন চিকিৎসক রয়েছেন। বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, 'আমি নিজের অসুস্থতার জন্য ছুটিতে আছি। অন্তত আর একজন চিকিৎসকের প্রয়োজন এখানে।'

কয়েকদিন আগেই ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে এক রোগীকে রেফার করা নিয়ে তাঁর পরিজনরা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে, হাসপাতালে পরিষেবা বাড়াতে চিকিৎসকের প্রয়োজন রয়েছে বলে ফাঁসিদেওয়া ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অরুণাভ দাস মন্তব্য করেছেন। বিষয়টি ইতিমধ্যেই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে। অপরদিকে, বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তরফে চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়ে জানানো হয়েছে।

উত্তরের নদী সুরক্ষায় উদ্যোগ, আলোচনা সভায় বিলের পক্ষে সওয়াল মেধার

আলিপুরদুয়ার, ২৪ সেপ্টেম্বর : দেশজুড়ে নদী সুরক্ষায় নতুন বিল পেশ করা হবে সংসদে। ইতিমধ্যে সেই বিলের খসড়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে দেশের বিভিন্ন জায়গার নদী বিশেষজ্ঞরা তার মূল্যায়ন করছেন। সেখানে আরও কিছু বিষয় যুক্ত করা যায় কি না, সে দিকটি খতিয়ে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। রবিবার আলিপুরদুয়ারে এক অনুষ্ঠানে এই খবর জানালেন নদী আন্দোলনে যুক্ত বিশিষ্ট সমাজসেবী মেধা পাটকর।

আলিপুরদুয়ারে আন্তর্জাতিক নদী দিবস উদযাপনের ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। নদী বিষয়ে আলোচনার সময় বিলের প্রসঙ্গ তোলেন মেধা। সেই বিলের হিন্দি ও ইংরেজি খসড়াও দেখিয়েছেন। মেধা এদিন বলেন, 'পরিবেশ বাঁচাতে হলে কঠোর আইন থাকা দরকার। নদীও পরিবেশের একটি অংশ। নদীর সুরক্ষা, নদীর পুনর্জীবন সহ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বিল তৈরি। দেশের বিভিন্ন জায়গার বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় যা রূপ পেয়েছে।'

এদিনের আলোচনায় ঘুরেফিরে আসে উত্তরের বিভিন্ন নদীর অবস্থার কথা। উঠে আসে তিস্তা, গঙ্গার উপর ব্যারেজ তৈরির ইস্যুও। তিস্তার জল প্রসঙ্গে আলোচিত হয় ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের কথা। ভুটানে অবৈধভাবে ডলোমাইট উত্তোলনের জন্য পাহাড় থেকে যে নদীগুলো আলিপুরদুয়ারে নেমে এসেছে, তাতে সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন কয়েকজন বক্তা।

বিল প্রসঙ্গে মেধা জানিয়েছেন, নদী, পরিবেশ, আবহাওয়া সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা এই বিল নিয়ে মতামত দিয়েছেন। একে প্রাইভেট মেম্বার বিল হিসেবে সংসদে পেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। জেডিইউয়ের রাজ্যসভার সাংসদ অনিল হেগরে এই বিল পেশ করবেন বলে ঠিক হয়েছে আপাতত। যা পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলে নদী আন্দোলনের মাইলফলক তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায় আবার ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশনের বিষয়ে সওয়াল করেন। দেবপ্রসাদের কথায়, 'নদী নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি নীতি তৈরির দাবি জানাচ্ছি আমরা। দেশে কোনও নদীমন্ত্রক বা নির্দিষ্ট কোনও নীতি নেই। এক নদীর মালিক বিভিন্ন দপ্তর। একটি নির্দিষ্ট দপ্তর থাকলে কাজ করতে সুবিধা হয়। আন্দোলনের কথাও সঠিক জায়গায় পৌঁছায়। সেজন্যই আমরা নদী নীতির দাবি জানিয়েছি।'

আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে আন্তর্জাতিক নদী দিবস উদযাপনে দেশের বিভিন্ন জায়গার নদী বিশেষজ্ঞরা এক মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশ্ব নদী দিবস উদযাপন কমিটির তরফে এদিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

এছাড়াও অংশ নিয়েছিল জেলার বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা। মেধা এদিন নদীকে ঘিরে সৃষ্ট নানা আন্দোলনের কথা তুলে ধরেন ছাত্রছাত্রীদের সামনে। দেশ তথা বিশ্বজুড়ে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নদীগুলো, এর পেছনে থাকা সম্ভাব্য কারণ, এবং এই পরিস্থিতিতে নদী বাঁচাতে পড়ুয়াদের কী ভূমিকা পালন করা উচিত, এসব বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। উপস্থিত ছেলেমেয়েরাও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পেরে আপ্লুত।

কেলেঙ্কারিতে ধৃত কনস্টেবল

কোচবিহারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আলিপুরদুয়ার জেলাতেও

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৪ সেপ্টেম্বর : কোচবিহারের ছায়া এবার আলিপুরদুয়ারেও। আলিপুরদুয়ারের দীপঙ্কর সরকার যেন কোচবিহারের আশরাফুল আলমের কার্বন কপি। আশরাফুল প্রতিবেশী জেলার এসপি অফিসের কর্মী। দীপঙ্করও তাই। আশরাফুল পদমর্যাদায় কনস্টেবল। দীপঙ্করও। আর আশরাফুল ভুয়ো সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপে অভিযুক্ত। আলিপুরদুয়ারের দীপঙ্করের বিরুদ্ধেও সেই একই অভিযোগ উঠেছে। আপাতত এই অভিযোগে দীপঙ্করের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ।

একাধিক সিভিক ভলান্টিয়ারের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে মোটা অঙ্কের সরকারি টাকা হাপিসের অভিযোগ উঠেছে দীপঙ্করের বিরুদ্ধে। তিনি এসপি অফিসের ফিন্যান্স বিভাগে কাজ করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এক-দু'দিন নয়, গত প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে এই টাকা নয়ছয়ের কারবার চলছিল। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, এভাবে প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ টাকা তছরুপ করা হয়েছে। যদিও এই অঙ্কটা আরও অনেকটাই বেশি বলে সূত্রের খবর। পুলিশের অন্দরমহলের কথা অনুযায়ী, প্রাথমিক তদন্তেই এই অঙ্কের টাকার কথা জানা যাচ্ছে। তদন্ত আরও এগোলে এই অঙ্কটা কোটির কাছাকাছিও চলে যেতে পারে।

রবিবার রাতে এব্যাপারে আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'সম্প্রতি দেখা যাচ্ছিল

পুলিশের ঘরে চুরি

- একাধিক সিভিক ভলান্টিয়ারের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সরকারি টাকা হাপিসের অভিযোগ
- সেই ভুয়ো স্যালারি অ্যাকাউন্টে ঢুকে যেত টাকা
- এই কাজে ব্যবহার করা হত পেমেন্ট সফটওয়্যার
- ধৃত আলিপুরদুয়ারের এসপি অফিসের ফিন্যান্স বিভাগে কর্মরত
- চার-পাঁচ বছর ধরে এই টাকা নয়ছয়ের কারবার চলছিল
- সরকারি সূত্রে খবর, প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ টাকা তছরুপ করা হয়েছে

কিছু সিভিক কাজে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বেতন আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে। বিভাগীয় তদন্তের পর কনস্টেবল দীপঙ্কর সরকারের নাম সামনে আসে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

অভিযুক্ত কনস্টেবলের বাড়ি আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায়। কীভাবে চলত এই টাকা তছরুপ? একাধিক সিভিক ভলান্টিয়ারের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। তাঁদের নামে খোলা সেই ভুয়ো স্যালারি অ্যাকাউন্টে ঢুকে যেত টাকা। এই কাজে পেমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করা হত। যেসব সিভিক ভলান্টিয়াররা কাজ করেছেন, তাঁদের অ্যাকাউন্টে যেমন প্রতি মাসে টাকা ঢুকত, তখনই ওই অ্যাকাউন্টগুলোতেও টাকা ঢুকে যেত। তারপর সেখান থেকে টাকা সংগ্রহ করতেন অভিযুক্ত। প্রশ্ন উঠছে, একজন কনস্টেবল কীভাবে এভাবে পুলিশেরই নাকের ডগায় বসে থেকে এভাবে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা তোলার সাহস পেলেন? এই চক্রে কি আর কেউ জড়িত রয়েছে? যাদের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হত তারা নির্দিষ্ট কমিশন পেতেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এখনই পুলিশ এসব নিয়ে কিছু বলতে চাইছে না। এসপি'র সাফ কথা, তদন্ত চলছে।

শেষরক্ষা হয়নি দীপঙ্করের। তাঁকে পুলিশের জালে ধরা পড়তে হয়েছে। আলিপুরদুয়ার থানায় কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। জেরা চলছে। তাঁর পরিবারের লোকজনকেও দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

শনিবার দুপুর নাগাদ এই টাকা তছরুপের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তবে সেদিন সংবাদমাধ্যমে কিছু জানানো হয়নি পুলিশের তরফে। মনে করা হচ্ছে, তখন টাকার অঙ্ক নিয়ে হিসাবনিকাশ চলছিল। গত দু'দিন ধরে এসপি অফিসে তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। রবিবার অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হতেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে শহরে।

গত ৮ সেপ্টেম্বর কোচবিহারে একই ধরনের অপরাধের ঘটনা সামনে এসেছিল। তারপর তিন সপ্তাহও কাটেনি। আলিপুরদুয়ারেও একই অপরাধ সামনে এল? এতে পুলিশ মহলে শোরগোল তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, কোচবিহারের ঘটনার পর একই বিষয়ে আলিপুরদুয়ারেও খোঁজখবর নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই খোঁজ নিতে গিয়েই একাধিক সিভিকের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলার ও টাকা তোলার অভিযোগ সামনে আসে।

বৃষ্টির তাণ্ডবে অসহায়, বিপন্ন বিদেশি পাখির দল। রায়গঞ্জে কুলিক পক্ষীনিবাসে। রবিবার। - সুকুমার বাড়ই

গুদামে আগুন

কিশনগঞ্জ, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিহারের আরারিয়া শহরের মাড়োয়ারিপট্টিতে রবিবার সকালে বজ্রপাতে একটি পাটের গুদামে আগুন ধরে যায়। আগুনে লক্ষাধিক টাকার পাট পুড়ে গিয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত পাট গুদামের মালিক বিজয় জৈন জানান। খবর পেয়ে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দেরিতে বহু ট্রেন

প্রথম পাতার পর

যথারীতি ফিরতি পথেও এদিন ট্রেনটি ছাড়তে দেরি হয়। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছায় নির্দিষ্ট সময়ের ৩ ঘণ্টারও বেশি পরে। সকালে তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস অবশ্য খুব একটা দেরি করেনি। ট্রেনটি নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট পরে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পৌঁছায় বলে রেল সূত্রে খবর।

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসও এদিন শিয়ালদা থেকে এনজেপিতে পৌঁছায় প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা দেরিতে। একই 'পথের' পথিক হয়ে ওঠে দেশের প্রিমিয়াম ট্রেন হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া বন্দে ভারতও। ট্রেনটির এনজেপিতে প্রবেশের নির্দিষ্ট সময় ছিল ১টা ২৫ মিনিট। কিন্তু সেমিহাইস্পিড ট্রেনটি যখন এনজেপিতে পৌঁছায়, তখন ঘড়িতে সময় ২টা ৪৫ মিনিট।

শনিবার মালদায় বৃষ্টি হয়েছে ১৪৩.৯ মিলিমিটার। পাশাপাশি ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে বিহারের কাটিহার, সমস্তিপুর, কিশনগঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি জায়গায়। এর জন্য ট্রেন চলাচলে বিপত্তি ঘটে বলে বক্তব্য রেলকর্তাদের।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ট্রেন চলাচলে সমস্যা নতুন কিছু নয়। কিন্তু তার জন্য পাহাড়ে যাওয়ার গাড়িতে চড়া ভাড়া কেন গুনতে হবে, প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা। এদিন গ্যাংটক বা দার্জিলিং, পাহাড়ে যাওয়ার জন্য প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া চাওয়া হয় পর্যটকদের কাছ থেকে। বেশি ভাড়া দিয়ে যেতে না চাইলে রাতে শিলিগুড়ি থাকতে হবে। তাতে তো টাকার পাশাপাশি সময়ও নষ্ট হবে। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত টাকা গুনে গাড়িতে সওয়ার হন পর্যটকরা। কলকাতার বিরাটির বাসিন্দা সুব্রত দেবরায় বলেন, 'অফ সিজনে কিছুটা কম খরচে পাহাড় ঘুরতে পারব ভেবেই দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে আসা। কিন্তু চার হাজার টাকা চাওয়া হচ্ছে এনজেপি থেকে দার্জিলিংয়ে যাওয়ার জন্য।'

অতিরিক্ত ভাড়ার কথা জানিয়ে বসিরহাটের রাজু দে বলেন, 'প্রত্যেকেই বাজেট বানিয়ে ঘুরতে বের হয়। এখন তো যেভাবে গাড়ি ভাড়া চাওয়া হচ্ছে, তাতে তিনদিনের পরিবর্তে একদিন ঘুরেই বাড়ি ফিরতে হবে।' এদিন শ্বেতিঝোরায় ধস নামায় ঘুরপথে চলেছে সিকিমের গাড়িগুলি। যার জন্য চার ঘণ্টার পরিবর্তে সাত-আট ঘণ্টা লেগে যায় শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক পৌঁছাতে। ঘুরপথে যেতে হবে শুনে অনেকেই আঁতকে ওঠেন। চালকদের যুক্তি, ঘুরপথে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত তেল খরচের জন্যই বাড়তি ভাড়া নিচ্ছেন।

আবহাওয়া
সোমবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৩.০	২৭.০
শিলিগুড়ি	২৯.০	২২.০
জলপাইগুড়ি	৩০.০	২৪.০
কোচবিহার	৩০.০	২৪.০
আলিপুরদুয়ার	৩০.০	২৪.০
মালদা	৩১.০	২৫.০
রায়গঞ্জ	৩০.০	২৫.০
গ্যাংটক	২২.০	১৪.০

গ্যাংটকে সবুজের মাঝে তাজ গুরাস

গ্যাংটক, ২৪ সেপ্টেম্বর : ভারতের বৃহত্তম হসপিটালিটি কোম্পানি ইন্ডিয়ান হোটেলস কোম্পানি (আইএইচসিএল) গ্যাংটকে তাজ গুরাস কুটির রিসর্ট ও স্পা চালু করল। রিসর্টটি সিকিমের আলপাইন ল্যান্ডস্কেপে অবস্থিত। ১৪ একর জায়গাজুড়ে অবস্থিত রিসর্টটির চারপাশ সবুজে ঘেরা। এখানে ৬৯টি ঘর রয়েছে। এখান থেকে সুন্দরী কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্যও চোখে পড়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং (গোলে) সহ বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

আইএইচসিএলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার পুনীত ছটওয়ালের কথায়, 'পাকিয়ং-এর পর সিকিমের মতো রাজ্যে আমাদের উপস্থিতি আমাদের পদচিহ্নকে আরও শক্তিশালী করল। এটি নতুন ভ্রমণ সার্কিট অফার করে। সেইসঙ্গে অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরে আমরা আনন্দিত।'

শোভাযাত্রায় ডিজে নিষেধ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ সেপ্টেম্বর : করমপুজো ও নবি উৎসব কমিটির সদস্যদের সঙ্গে রবিবার বৈঠক করল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। শোভাযাত্রায় ডিজে ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পুরোনো উদ্যোক্তারা অন্যান্য বছরের মতো শোভাযাত্রার অনুমতি পেলেও নতুন উদ্যোক্তারা আর অতিরিক্ত শোভাযাত্রার অনুমতি পাবেন না। উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখতে হবে। প্রয়োজনে পুলিশকে ফোন করলে পুলিশ সহযোগিতা করবে।

নির্দিষ্ট রুটগুলিতে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। করমপুজো কমিটিগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, করমপুজো ও নবি উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে একাধিক বিধিনিষেধ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে উদ্যোক্তাদের।

ইন্ডিয়ান অয়েলের উদ্যোগে মোটো জিপি

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় শেষ হল মোটো জিপি ভারত ২০২৩। গ্রেটার নয়ডায় এই প্রতিযোগিতার প্রধান স্পনসর ছিল দেশের অন্যতম বড় এই তেল ও গ্যাস সংস্থা। খেলাধুলোর মাধ্যমে বিশ্বে ভারতের নাম উজ্জ্বল করতে সংস্থা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে দায়বদ্ধ, সেই বার্তা এদিন দেওয়া হয়েছে সংস্থার পক্ষ থেকে। নয়ডার মোটো জিপিতে বিশ্বের অন্যতম সেরা মোটর সাইকেল রেসাররা অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের গতি ও স্কিল দেখে মুগ্ধ দর্শকরাও। বাজার ধরতে সম্প্রতি বেশ কিছু প্রিমিয়াম জ্বালানি তেল লঞ্চ করেছে ইন্ডিয়ান অয়েল। প্রোডাক্টগুলি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে মোটরবাইক রেসিংয়ে বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রতিযোগিতা আয়োজনের থেকে আর ভালো প্ল্যাটফর্ম কীই বা হতে পারে।

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা

রায়গঞ্জ, ২৪ সেপ্টেম্বর : পুত্রসন্তানের জন্ম না হওয়ায় বেধড়ক মারধর দিয়ে একরত্তি কন্যাসন্তান সহ স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন হোটেল ব্যবসায়ী স্বামী। খুদে মেয়েকে নিয়ে বর্তমানে রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন বছর কুড়ির ওই বধূ। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টেনহরি গ্রামে। নির্যাতিতা বধূ দীপিকা দাস স্বামী তাপস দাসের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দীপিকা জানান, 'ন'মাস আগে আমার মেয়ে হয়েছে। মেয়েকে নিয়ে গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের নরম কলোনি এলাকায় বাপের বাড়িতে থাকতাম। গতকাল সকালে শ্বশুরবাড়িতে গেলেই শুরু হয় অশান্তি। গতকাল রাতে আমাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করার চেষ্টা করে স্বামী। আমার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে।'

প্রীতিলতা স্মরণ

কোচবিহার, ২৪ সেপ্টেম্বর : স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের শহিদ দিবস পালন করল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। রবিবার কোচবিহার শহরের দেবীবাড়ি এলাকায় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

পঞ্চায়েত সদস্য

প্রথম পাতার পর

রবিবার ওই প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিকে আটক করা হয়। ঘাসফুল শিবিরের দাবি, প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিকে আটক করা হলেও তাঁর স্বামীই পুলিশের মূল টার্গেট। পার্টির প্রভাবশালীদের একাংশের ছত্রছায়ায় ওই ব্যক্তি ২০১৮ সালের পর থেকে দীর্ঘদিন এলাকায় ডন হিসেবে দাপট দেখিয়েছে। জাতীয় সড়কে তোলাবাজি, বিহার পুলিশের উপর গুলি চালানো সহ একাধিক অপরাধে তার নাম জড়িত।

স্ত্রী পঞ্চায়েত সদস্য থাকাকালীন আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্যাং নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে সে ত্রাস সৃষ্টি করত বলে অভিযোগ। তৎকালীন উপপ্রধান হিসেবে রাহি সাহেব এসবের প্রতিবাদ করেছিলেন। পুরোনো ঘটনার জেরেই প্রাক্তন জনপ্রতিনিধির স্বামী এই খুন করেছে কি না, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। তদন্তকারীদের ধারণা, এদিন ধৃত আসিম বাবু প্রধান খুনে মূলত রেইকি ও শুটারদের পালানোর জন্য লাইন ক্লিয়ারিংয়ের কাজ করেছিল।

আরও এক সন্দেহভাজনের খোঁজে পুলিশের একটি টিম এদিন পাঞ্জিপাড়ার ইব্রাহিমপুরেও অভিযান চালায়। বালুচুকা থেকে ইব্রাহিমপুরের দূরত্ব মাত্র দুই কিলোমিটার। প্রাক্তন জনপ্রতিনিধির স্বামী এক সময় পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ইব্রাহিমপুরে গিয়ে আস্তানা গাড়ত বলেও তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন।

ভোগান্তি পাহাড়ে

প্রথম পাতার পর

গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার এদিনের সভার জন্য আগাম পর্যটকদের পাহাড় ছাড়ার নিদান দিয়েছিলেন দলের সুপ্রিমো অনীত থাপা। ফলে এদিন যে পথে সমস্যা দেখা দেবে, সেই আশঙ্কা ছিলই। বাস্তবে ঘটলও তাই। সকাল হতেই পাহাড়ের সমস্ত গাড়িতে ঝান্ডা লাগিয়ে দেন মোর্চা সমর্থকরা। পাশাপাশি, দার্জিলিংয়ের মোটরস্ট্যান্ডে সভা হলেও যত্রতত্র রাস্তার মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি সিকিম এবং কালিম্পংয়ের গাড়িগুলিকে যানজটে পড়তে হয়। ট্রাফিক সমস্যার পর অনেক পর্যটকই এদিন নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশন এবং বিমানবন্দরে পৌঁছাতে না পারায় ট্রেন এবং বিমান মিস করেন। যার তীব্র নিন্দা করেছে গোর্খা একতা চালক সংগঠন। সংগঠনের তরফে সাগর রাই বলছেন, 'গাড়ি আটকে রাখা, রাস্তা জ্যাম করা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। সামনেই পুজো পর্যটন মরশুম, ফলে পাহাড় সম্পর্কে ভুল বার্তা গেল পর্যটকদের কাছে।'

প্রবল বর্ষণের জেরে কয়েকটি সেকশনে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় অধিকাংশ ট্রেনই এদিন গন্তব্যে দেরিতে পৌঁছায়। তার মধ্যে পাহাড়পথে তীব্র যানজট থাকায় চরম সমস্যায় পড়তে হয় পর্যটকদের। তাঁদের সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেয় সিকিম এবং কালিম্পং পথের অস্বাভাবিক গাড়ি ভাড়া। বর্তমানে অফ সিজন থাকায় গ্যাংটক এবং কালিম্পংয়ের ভাড়া হওয়া উচিত যথাক্রমে সাড়ে চার হাজার এবং তিন হাজার টাকার মধ্যে। কিন্তু দ্বিগুণ ভাড়া নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

পদাতিক এক্সপ্রেস এনজেপিতে ৯টা ৩৫ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর দেড়টা নাগাদ ঢোকে। এই দেরির জন্য রাত ক'টায় গ্যাংটক পৌঁছাতে পারবেন বুঝতে পারেননি অনেক যাত্রী। এমনই একজন জয়ন্ত রায় বললেন, 'ট্রেনে থাকতেই জেনে যাই রাস্তায় ধস নেমেছে এবং যার জন্য ঘুরপথে সিকিমের গাড়িগুলি চলছে। বুঝতে পারছি না গ্যাংটকে ঢুকব কখন। তার মধ্যে যা গাড়ি ভাড়া চাওয়া হচ্ছে, ভাবা যায় না।' জাতীয়তাবাদী ট্যাক্সি অ্যান্ড প্রাইভেট কার ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশনের এনজেপি ইউনিটের সভাপতি উদয় সাহার দাবি, 'দ্বিগুণ ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ ঠিক নয়। ঘুরপথে যেতে হওয়ায় অতিরিক্ত হিসেবে তেলের খরচ শুধু নেওয়া হয়েছে।'

কৃতিত্ব কিন্তু গীতা মুখোপাধ্যায়ের

প্রথম পাতার পর

ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে, ইতিহাস মনগড়া গল্পগাছার ওপর নির্ভর করে না। ইতিহাস নির্ভর করে তথ্যের ওপর। সেই ইতিহাস কিন্তু মহিলা বিল পাশ করানোর যাবতীয় কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রীর উপর অর্পণে সায় দেয় না। এটা ঠিক যে, নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মহিলা বিলটি পাশ হয়েছে। আবার এটাও সত্যি যে, মহিলা সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল কেন্দ্রে জনতাদলের জোট সরকার এবং ইউপিএ সরকারের আমলে। এই বিষয়ে সংসদে সোনিয়া গান্ধির দাবি যথার্থ।

অন্যের বাড়িয়ে দেওয়া বলে পা ছুঁইয়ে গোল করার যে কৃতিত্ব, মোদি সেটুকুই অর্জন করেছেন মাত্র। যাঁরা তাঁর পায়ে বল জুগিয়েছেন দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে, নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলে আজ তাঁদের অস্বীকার করতে চাইলে ইতিহাস তা মেনে নেবে না। ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেবে, মহিলা বিলের বিরোধিতায় একদা যোগী আদিত্যনাথের মতো ঘোর হিন্দুত্ববাদী নেতারা কী বলেছিলেন।

২০১০ সালে কেন্দ্রে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার থাকার সময় একটি সাক্ষাৎকারে গোরক্ষপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৎকালীন বিজেপি সাংসদ যোগী আদিত্যনাথ বলেছিলেন, 'এই বিল পাশ হলে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষতি হবে। যদি মহিলাদের মধ্যে পুরুষসত্তার বিকাশ ঘটে, তাহলে তারা দানব হয়ে যাবে।'

ইতিহাস বলে, নারীর অধিকার রক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নের দাবির আন্দোলনে এদেশে বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন বামপন্থী নেত্রীরা ও বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলি। এ প্রসঙ্গে মণিকুন্তলা সেন, গীতা মুখোপাধ্যায়, কনক মুখোপাধ্যায়, বৃন্দা কারাতের মতো নেত্রীদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। যা নিয়ে আজ চতুর্দিকে এত ঢক্কানিনাদ, সেই মহিলা বিলটি সংসদে পাশ করিয়ে মহিলাদের আসন সংরক্ষণে সব থেকে অগ্রণী এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন গীতা মুখোপাধ্যায়।

প্রধানমন্ত্রী যখন নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলে দাবি করলেন, তখন ডি রাজার মতো কোনও কোনও সাংসদ অবশ্য গীতা মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। পাঁশকুড়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাতবারের সাংসদ ছিলেন তিনি। সাতের দশকে রাজ্য বিধানসভার সদস্যও ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে এই কমিউনিস্ট নেত্রীকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার।

১৯৯৫ সালে এইচডি দেবেগৌড়ার নেতৃত্বে কেন্দ্রে অকংগ্রেস-অবিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংসদে মহিলা বিল পাশ করাতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন গীতা মুখোপাধ্যায়। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংসদে মহিলা বিল সংক্রান্ত একটি প্রাইভেট মেম্বার বিল পেশ হয় তাঁরই নেতৃত্বে। সেই সময়ই দেখেছিলাম, মহিলা বিল পাশ করাতে তাঁর কী অসীম, অদম্য উৎসাহ। বিলটি পাশ করানোই তাঁর তখন একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

বিলটি পর্যালোচনা করার জন্য সে সময় গীতা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যৌথ সংসদীয় কমিটিও গঠন করা হয়। যদিও বিলে ওবিসি নারীর সংরক্ষণের প্রস্তাবে তখন সহমত হয়নি এখনকার 'ইন্ডিয়া' জোটে শরিক সমাজবাদী পার্টি এবং আরজেডি। লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সেই বিল অবশ্য পাশ করানো যায়নি। এরপর বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের সময়ে বিলটি নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্যই হয়নি।

গীতা মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন ২০০০ সালে। পরের ঘটনাক্রম তিনি দেখে যেতে পারেননি। দেখলে অবশ্যই খুশি হতেন। ২০০৮ সালে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে প্রথম ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন বিলটি আবার পেশ করা হয় সংসদে। স্ট্যান্ডিং কমিটির পর্যালোচনার পর বিলটি রাজ্যসভায় পাশ হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অনিশ্চতার কারণে বিলটি আর আইনে পরিণত হয়নি।

ইতিহাস কিন্তু এই বিলের কৃতিত্ব পুরোপুরি নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দল ও সরকারের ওপর অর্পণ করছে না। বরং ইতিহাস বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, এর পিছনে রয়েছে গীতা মুখোপাধ্যায়ের মতো বামপন্থী নেত্রীদের দীর্ঘ সাতাশ বছরের সংগ্রাম। গীতা মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রস্তবিত বিলে শুধু লোকসভায় নয়, রাজ্যসভা, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্যও সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল এই বিলে।

আসলে দেশের নীতিনির্ধারক জায়গাগুলিতে মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন গীতা মুখোপাধ্যায়। মহিলা বিল নিয়ে বিজেপি মুখে যতই ঢক্কানিনাদ করুক, নারীর সম্পূর্ণ ক্ষমতায়নের পথে পা বাড়াতে তারা আদৌ আগ্রহী কি না, তা নিয়ে ধন্দ থেকে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে তড়িঘড়ি মহিলা বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হলেও এখনই আসন সংরক্ষণ কার্যকর হচ্ছে না।

বিজেপি সরকার বিলটিতে নতুন দুটি ধারা যোগ করেছে- জনগণনা এবং আসন পুনর্বিন্যাসের পর লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ চালু হবে। সেক্ষেত্রে ২০৩৯ সালের আগে এই সংরক্ষণ চালু হবে না। এখানেই প্রশ্নটা, তাহলে এই বিল পাশ করানোয় নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির এত ব্যস্ততা ছিল কেন? উত্তরটা খুব সোজা। হিন্দুত্বের দাওয়াই যখন সবাইকে গেলানো যাচ্ছে না, তখন মহিলাদের মন জয়ে এই চালাকিটুকু করা। এই চালাকিতে বিজেপি শেষ পর্যন্ত লাভবান হবে কি না, তা অবশ্য ভবিষ্যৎ বলবে।

মহিলা বিলটি যেদিন লোকসভায় গৃহীত হয়, সেদিন লোকসভায় ছিলেন সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং, যিনি মহিলা কুস্তিগীরদের যৌন নিগ্রহ করেছিলেন এবং সেই অপরাধের জন্য যাঁকে তাঁর দল এবং দলের সরকার অদ্যাবধি কোনও শাস্তি দেয়নি।

শুটিংয়ে রুপো বাংলার মেহুলির

প্রথম পাতার পর

তাই বেশ কিছু জিনিস নতুন আমার কাছে। তবে সেসব আমার অনুশীলনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। শুটিংয়ে প্রথম পদক আমরা আনলাম। দলগতভাবে আমাদের পারফরমেন্স ভালো হয়েছে। কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। দল হিসেবে রুপো জিততে পেরে গর্বিত।'

বৈদ্যবাটীর ঘোষ পরিবারেও খুশির হাওয়া। মেহুলির মা মিতালি ঘোষ বলেছেন, 'আমি ভোরবেলা থেকে মেয়ের ম্যাচ দেখার জন্য বসে ছিলাম। জানতাম ভালো পারফর্ম করবে। সেই আশা পূর্ণ হল।' মেহুলি জাতীয় গেমসে হায়দরাবাদের হয়ে খেলেছিলেন। দুই বছর বাড়ি ফেরেননি। তাই মিতালির সংযোজন, 'কয়েক মাস আগে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য হায়দরাবাদ গিয়েছিলাম। অনেকদিন হয়ে গেল বাড়ি আসেনি। এবার বাড়ি ফিরলে ওর বেশ কিছু প্রিয় পদ রান্না করব।'

ব্যক্তিগত বিভাগে পদক হাতছাড়া হওয়ার দুঃখ অবশ্য রয়েছে মেহুলির। বলেছেন, 'খারাপ অবশ্যই লাগছে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা আগামীদিনে কাজে লাগবে। ভুলগুলি প্যারিস অলিম্পিকে শোধরানোর চেষ্টা করব।'

পদক জয়ের জন্য মেহুলিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুইট, '১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত বিভাগে রুপো জয়ের জন্য মেহুলি, রমিতা, আশিকে অভিনন্দন। রমিতা ব্যক্তিগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে দেশকে গর্বিত করেছে। বাবুলাল যাদব-লেখ রামও রোয়িংয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে। পুরুষ রোয়িং দলকেও অভিনন্দন।'

এদিকে, ছিটকে যাওয়ার মুখ ফিরে এসে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্রোঞ্জ জিতলেন ১৯ বছরের রমিতা জিন্দাল। ফাইনালে ১৫ শট পর্যন্ত রুপো জয়ের দৌড়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু ১৬ ও ১৭ নম্বর শট বাজে মেরে মেহুলির সঙ্গে শুট-অফের লড়াইয়ে যেতে হয় রমিতাকে। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে পদক তালিকায় জায়গা করে নিলেন তিনি। এমনকি শেষদিকে রুপোর দৌড়েও ফিরে গিয়েছিলেন রমিতা। শেষ শটে ১০.৪ স্কোর করে ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে।

বর্ষণে কোথাও ভোগান্তি, কোথাও একান্তে...

রাত থেকে একটানা বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা। আবার ছুটির দিনে বৃষ্টি উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়েছে কেউ কেউ। মেঘলা দিনের দুই জলছবি। রবিবার ইসলামপুর শহরে। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

মেঘ কাটতেই কেনাকাটা শুরু

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : গত দু'দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি। রবিবার সকাল থেকেও ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই মন খারাপ ছিল। কিন্তু বিকেলের দিকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতেই রবিবারের পুজোর বাজার করতে বেরিয়ে পড়েন আমবাঙালি। এদিন সকালের দিকে বিধান মার্কেট, হকার্স কর্নারের মতো বাজারগুলিতে ভিড় দেখা না গেলেও সন্ধ্যার পর থেকে অল্প অল্প করে ভিড় বাড়তে শুরু করে। তবে বৃষ্টি হলেও শহরের শপিং মলগুলিতে বিক্রি ছিল অন্যদিনের মতোই। তার সব থেকে বড় কারণ হল, ছাদের তলায় ঘুরে ঘুরে কেনাকাটায় বৃষ্টিতে ভেজার যে আশঙ্কা নেই তা বুঝে গিয়েছেন শিলিগুড়ির ক্রেতারা।

তবে শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একটা বড় অংশ কিন্তু বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থান, হকার্স কর্নারের মতো খোলা বাজারের উপরই এখনও নির্ভরশীল। কারণ, এসব জায়গায় দরদাম চলে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শপিং মলে সে সুযোগ নেই। তাই প্রতিবছরই পুজোয় হকার্স কর্নার, বিধান মার্কেটের দোকানগুলিতে ভিড় উপচে পড়ে। সবে পুজোর বাজারের মাস শুরু। এদিন বৃষ্টিতে খানিক সমস্যা হলেও বেচাকেনা এবারও জমজমাট হওয়ার আশায় রয়েছেন সেসব জায়গার বিক্রেতারা।

আগামী মাসের ২০ তারিখ ষষ্ঠী। সেই অর্থে পুজোর আর একমাসও বাকি নেই। এই সময় থেকেই পুজোর বাজার শুরু হয়ে যায়। দোকানগুলিতে তাই নতুন পোশাকের পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানদাররা। একই সঙ্গে ফুটপাথে বসে যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁরাও নতুন জামাকাপড় নিয়ে বসেছেন। কিন্তু এদিন বৃষ্টি তাঁদের ব্যবসায় বাধ সেধেছে। ফুটপাথ ব্যবসায়ী সুবল প্রামাণিকের বক্তব্য, 'পুজোর সময় যে ব্যবসা হয়, সেটাই আমাদের বড় ব্যবসা। বাকি সারাবছর কিন্তু সেভাবে ব্যবসা হয় না বললেই চলে। তাই পুজোর আগের মাসের প্রতিটি দিন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।'

বৃষ্টিতে সমস্য হচ্ছে বিধান মার্কেট, হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ীদেরও। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী খোকন সরকারের কথায়, 'পুজোর বাজার এখনই জমে উঠেছে বলা যাবে না। কিন্তু একটু একটু করে বাজার করতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ। তবে, গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষ করে গত দু'দিন যেভাবে দিনেরাতে

পুজোর বাজার

লাগাতার বৃষ্টি হয়েছে তাতে অনেকের ইচ্ছা থাকলেও বাইরে বের হতে পারেননি।' অনেকটা একই সুরে হকার্স কর্নারের কাপড়ের ব্যবসায়ীর সুব্রত পালের বক্তব্য, 'আমরা নিজেদের সাধ্যমতো জামাকাপড় এবার এনেছি। তবে বাজার পুরোপুরি জমে ওঠেনি। এরমধ্যে মাঝে কিছুদিন অত্যধিক গরম গেল, এখন আবার বৃষ্টি। দুই পরিস্থিতিতেই আমাদের ক্ষতি হয়।'

এদিন সন্ধ্যায় মহাবীরস্থানে কেনাকাটা করতে দেখা গেল অরবিন্দপল্লির বাসিন্দা শ্রীতমা মজুমদারকে। জানালেন, 'পুজোর বাজার আগে সেরে নিলে ভিড়ের চাপ নিতে হয় না। তাই এদিন দুপুরের পর আকাশ পরিষ্কার হতেই বেরিয়ে পড়েছি।'

বিধান মার্কেটে কেনাকাটার ভিড়। রবিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

টানা বৃষ্টিতে ডেঙ্গির ভ্রূকুটি

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : লাগাতার বৃষ্টিতে বহু জায়গায় জমে রয়েছে জল। পুজোর আগে তাই ডেঙ্গি নিয়ে ফের আতঙ্কিত শিলিগুড়ি পুরনিগম। পুরকর্তারা অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন, শহরের ডেঙ্গি পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁদের দাবি, গতবারের মতো শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ডেঙ্গি এখনও পর্যন্ত মারাত্মক আকার নেয়নি।

তবে গত কয়েকদিন ধরে শহরে ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা রীতিমতো চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত মাসে পুরনিগমের হিসেবে দৈনিক ২-৩ জন করে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলছিল। তবে ইদানীং সংখ্যাটা বেড়েছে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর।

শিলিগুড়িতে ডেঙ্গি বাড়তে শুরু করেছে গত কয়েকদিন থেকে। শুক্র, শনি ও রবিবার মিলে নতুন করে প্রায় ২০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে পুরনিগমে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। পুরনিগমের ৮, ২০, ৪১ ও ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডেও ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। শনিবার পুরনিগম এলাকায় ৮ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। যাঁরা পুরনিগমে ৫, ৬, ১০, ১৩, ২৬, ৩৮ ও ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। রবিবার ৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শিলিগুড়ির এক চিকিৎসকও রয়েছেন। আর ৯ বছরের এক শিশুও রয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র-পরিষদের সদস্য দুলাল দত্ত বলেন, 'গতবারের তুলনায় এবারের আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কম। তবু কোনওরকম আত্মতুষ্টিতে না ভুগে আমরা লাগাতার ডেঙ্গি মোকাবিলায় কাজ করছি।'

গতবার পুজোর সময় ডেঙ্গি মারাত্মক আকার নিয়েছিল। সেই স্মৃতি এখনও পুরকর্তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই এবার আগে থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে পুরনিগম। এরই মধ্যে যেসব ওয়ার্ডে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে সেই ওয়ার্ডগুলিতে বিশেষ টিম পাঠানো হচ্ছে। তবে পুরনিগমের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হল পরিত্যক্ত জায়গা। ১৬, ৪১, ৪২ ও ৪৩ নম্বর সহ বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে পরিত্যক্ত জমিতে জল জমে থাকছে। সেখান মশার লার্ভা দেখা যাচ্ছে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর। পুরনিগমের ১ নম্বর বরো কমিটির অন্তর্গত ১, ২, ৩, ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডেও বেশ কিছু পরিত্যক্ত জায়গা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে পুরনিগম। বিশেষ করে গত কয়েকদিন ধরে যে বৃষ্টি হয়েছে তাতে সেসব পরিত্যক্ত জায়গা জল জমে রয়েছে। অতি দ্রুত যাতে সেই জল পরিষ্কার করা যায় সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পতঙ্গবিদরা সমীক্ষা করে কোথায় কী ব্যবস্থা নিতে হবে সেই বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন পুরনিগমকে। সেইমতো পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পাশাপাশি যেসব ওয়ার্ডে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি, সেই সব এলাকায় বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

চিন্তার কারণ

- শুক্র, শনি ও রবিবার মিলে নতুন করে প্রায় ২০ জন আক্রান্ত হয়েছেন
- যার মধ্যে পুরনিগমে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি
- পুরনিগমের মাথাব্যথার কারণ হল পরিত্যক্ত জায়গা
- বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে পরিত্যক্ত জমিতে জল জমে থাকছে
- সেখানে মশার লার্ভা দেখা যাচ্ছে

বাবার স্মরণে শিবির ছেলের

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বাবার স্মৃতিতে তাঁর প্রয়াণ দিবসে ছেলে রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করলেন। রবিবার শিলিগুড়ির মহানন্দাপাড়ার একটি ক্লাবঘরে স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বব্রত সান্যাল এই শিবিরের আয়োজন করেন। বাবা দেবব্রত সান্যালের ১৩তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে এই আয়োজন করা হয়েছিল। শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বব্রত বলেন, 'বাবা বেঁচে থাকতে বিভিন্নভাবে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করতেন। তাঁর প্রয়াণ দিবসে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করতেই ব্রতী হয়েছি। এদিনের শিবিরে ৩৫ জন রক্তদান করেন।' সংগৃহীত রক্ত একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও এদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে দাঁত, চোখ সহ বেশ কিছু বিভাগে শতাধিক মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। চোখের সমস্যা থাকায় কয়েকজনের ছানির অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাও করা হয়। চোখের অস্ত্রোপচারের জন্য তিনজনকে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

অগ্রগামী মহিলা সমিতির সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার অগ্রগামী মহিলা সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্মেলন হয় শিলিগুড়ির বাগরাকোট এলাকার ফরওয়ার্ড ব্লক কার্যালয়ে। সেখানে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডলি রায়ের অভিযোগ, 'কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার পাল্লা দিয়ে মহিলাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। আজ মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছে, অথচ সংসদের ভেতর বামপন্থীরাই প্রথম এ নিয়ে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। দশ বছরেও মহিলাদের নিরাপত্তা মিলবে কি না সন্দেহ রয়েছে।' দলের জেলা সভাপতি করুণাময় চৌধুরী বলেন, 'আমরা চাই মহিলাদের পঞ্চাশ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক।' এদিনের সম্মেলন থেকে ১৭ জনের একটি জেলা কমিটি তৈরি করা হয়। গৌতমী সিংহ, মণিকা সিংহ ও ডালিয়া ঘোষ যথাক্রমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

সেবা পক্ষকাল

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার বিজেপির তরফে সেবা পক্ষকাল কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন পুরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে দলের কর্মীরা স্বচ্ছ ভারত অভিযান, বৃক্ষরোপণ সহ বেশ কিছু কর্মসূচি পালন করেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার ও দলের ৪ নম্বর মণ্ডল পর্যবেক্ষক বিবেক সিং, দলের নেতা সুশান্ত বসাক, অমিত মজুমদার, শংকর রক্ষিত সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রীতিলতা স্মরণ

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। এদিন প্রীতিলতার ৯১তম প্রয়াণ দিবস ছিল। ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা এদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটিকে পালন করেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, প্রদ্যুৎ কর, বাবলু পাল সহ ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

এই জমিতেই হবে বাস টার্মিনাস। —সংবাদচিত্র

জমিজটে থমকে পুরনিগমের উদ্যোগ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বাস টার্মিনাসের কাজ প্রায় শেষ। যাত্রীদের জন্য টয়লেট ব্লক তৈরি হয়ে গিয়েছে, শেডের কাজ দ্রুতই শুরু হবে। পুজোর আগে যাতে তিনবাত্তির বাস টার্মিনাসটি চালু করে দেওয়া যায়, সেই কথাকে মাথায় রেখেই দ্রুতগতিতে কাজ করা হয়েছে। কিন্তু তার মাঝেই নতুন বাস টার্মিনাসের প্রকল্পিত জায়গায় প্রবেশের পথ লাগোয়া কিছুটা জমি নিয়ে জট তৈরি হয়েছে। রেলের কয়েকজন ঠিকাদার একটি মামলাও করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে বাস টার্মিনাসটি পুজোর আগে চালু করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব পুজোর আগে টার্মিনাস চালু করার কথা আগেই বলেছিলেন। মেয়র বলেন, 'একটি মামলা হয়েছে। পুজোর আগে যাতে টার্মিনাসটি চালু করা যায়, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। টার্মিনাসে প্রবেশের পথে কয়েকটি দোকানকে সরিয়ে যাতে রাস্তাটি কিছুটা চওড়া করা যায় সেই কথা ভাবা হচ্ছে।' রেল জায়গাটি দখল করেছে বলে একটি মহল দাবি করলেও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, 'রেল কারও জায়গা দখল করে না।'

তিনবাত্তির টার্মিনাস

এনবিএসটিসি ও শিলিগুড়ি পুরনিগম যৌথভাবে তিনবাত্তিতে নতুন টার্মিনাসের কাজ শুরু করেছে। তবে বর্তমানে প্রবেশের যে পথটি রয়েছে সেখান দিয়ে দুটি বাস পাশাপাশি যাতায়াত করা কঠিন। সেজন্য প্রবেশপথ চওড়া করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিতর্কিত জায়গাটি রেলের বলে কয়েকজন ঠিকাদার দাবি করেছেন। যদিও মেয়র রেলের কয়েকজন ঠিকাদারের বিরুদ্ধে রাজ্যের জমি দখল করে ব্যবহার করার অভিযোগ তুলেছেন। পুরনিগমের কাছে জমির কাগজ রয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছিল। এবিষয়ে জমিটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য তিন ঠিকাদারকে চূড়ান্ত নোটিশ করা হয়েছে। কিন্তু ঠিকাদাররা সেই নোটিশ পেয়েই আদালতে মামলা রুজু করেন।

আশিস ঘোষ নামে এক ঠিকাদারের কথায়, '১৯৬২ সালে রেল জায়গাটি অধিগ্রহণ করে। কিন্তু হঠাৎ করে জায়গাটি পুরনিগম নিজেদের দাবি করে আমাদের সেখান থেকে সরে যেতে বলছে। এই জমিটি ব্যবহার করার জন্য রেল আমাদের কাছ থেকে বর্গফুট হিসাবে টাকা নিচ্ছে। রেলের কাজ করার জন্য আমাদের জায়গাটি ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে।'

তিন একর জায়গায় ওপর তিনবাত্তিতে বাস ট্রার্মিনাস তৈরি হচ্ছে। যেখানে শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়ের বাস টার্মিনাসটি স্থানান্তরিত করে নিয়ে যাওয়া হবে। পাশাপাশি এনবিএসটিসি'র বাসও এখান থেকে ছাড়বে। এমনটা হলে শহরের যানজটের সমস্যা অনেকটা কেটে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিরোধিতার চাপে সুর বদল সৌরভের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিহার রুট সহ অন্য দূরপাল্লার বাস টার্মিনাস থেকে পরিবহণনগরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু হতেই বিরোধিতার সুর শোনা গিয়েছে। সরব হয়েছে এলাকার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন অনুমোদিত ইন্টার স্টেট ক্যারেজ বাস বুকিং শ্রমিক ইউনিয়ন। আর বিতর্ক বাড়তেই টেন্ডারকে কেন্দ্র করে সুর বদলে ফেলেছেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। সম্প্রতি বাস টার্মিনাসের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সৌরভ বলেছিলেন, 'বাসগুলোর টার্মিনাস তৈরির জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে।' যদিও এদিন তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে প্রশ্ন করতেই সৌরভ বলেন, 'এখনও টেন্ডারের কোনও কিছুই হয়নি।' তাঁর আরও সংযোজন, 'কাকে ওই টার্মিনাসে নিয়ে যাবে, সেটা পরিবহণ দপ্তরের ব্যাপার। আমরা তো কাউকে সরতে বলছি না। বাস টার্মিনাস হবে, গেলে যাবে না হলে যাবে না।'

পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশ মতোই টার্মিনাস তৈরির কথা এসজেডিএ'র তরফে বলা হয়েছিল। আর এখনও ওই দপ্তরের তরফে এ সংক্রান্ত কোনও অনুমতিই দেওয়া হয়নি, বলছেন দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকারিক সোনম লেপচা। তাঁর বক্তব্য, 'এসজেডিএ'র থেকে পরিবহণ দপ্তরে বাস টার্মিনাস তৈরির ব্যাপারে আমাদের কাছে প্রস্তাব এসেছিল। তবে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নির্দেশ কিংবা অনুমতি আসেনি।' এমনকি বাস সরানোর বিষয়টাও এখন পর্যন্ত প্রস্তাবের পর্যায়েই রয়েছে বলে জানান সোনম। তিনি বলেন, 'জেলা প্রশাসনের কাছে আমরা জংশনে দাঁড়ানো দূরপাল্লার বাসগুলো পরিবহণনগরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটা প্রস্তাব দিয়েছি। এখন এটা স্থানীয় প্রশাসন দেখবে। বাস অপারেটর ও বাস মালিকদেরও মতামতের বিষয় রয়েছে।'

এদিকে, মঙ্গলবার দূরপাল্লার ওই বাসগুলির মালিক সংগঠন না ডেকে শিলিগুড়ি বাস ওনার্স বুকিং এজেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে বৈঠকের জন্য ডেকেছে এসজেডিএ। কেন তাদের ডাকা হয়েছে? এপ্রশ্নের উত্তরে সৌরভের বক্তব্য, 'পরিবহণনগরে ওই বাস টার্মিনাসের ব্যাপারেই প্রয়োজনীয় আলোচনার জন্য ডাকা হচ্ছে।' প্রশ্ন উঠছে, পরিবহণ দপ্তরই যখন সিদ্ধান্ত নেবে ওই টার্মিনাসে কোন বাস যাবে, তাহলে টার্মিনাসের ব্যাপারে দূরপাল্লার বাসগুলোর অ্যাসোসিয়েশনকে বৈঠকে ডাকল কেন এসজেডিএ? এপ্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি।

এই পরিস্থিতিতে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা কি বৈঠকে যাবেন? শিলিগুড়ি বাস ওনার্স বুকিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সন্তোষ সাহা বলছেন, 'এসজেডিএ থেকে চিঠি পাঠানো হলে আমরা যাব। নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা করব।'

বিহার সহ দূরপাল্লার বাস পরিবহণনগরে নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বিগত কয়েকমাস ধরেই

দূরপাল্লার বাস টার্মিনাস

যাবতীয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে এসজেডিএ'র তরফে বিভিন্ন সময় দাবি করা হয়ে আসছে। আবার ওই শ্রমিক ইউনিয়নের অভিযোগ, দূরপাল্লার বাস মালিক ও বাস অপারেটরদের সঙ্গে আলোচনা না করেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নির্জল দে-ও জানিয়ে দেন, 'শহর থেকেই এই বাস ছাড়া হোক।' এরমধ্যেই এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভ দাবি করেন, 'বাস মালিক ও বাস অপারেটরদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাঁরা রাজি।' তাঁর সেই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে আরও বিতর্ক তৈরি হয়।

দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সোনম বলেন, 'গোটাটাই প্রস্তাবের পর্যায় রয়েছে। এখনও এসংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্তই হয়নি।' তবে তাঁর কথাতেও, 'দূরপাল্লার এই বাসগুলো শহরের বাইরে থেকে ছাড়া হলে ভালো।'

১৩৮ জনের চোখ পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। তৃণমূল মহিলা ও যুব কংগ্রেসও এই আয়োজনে শামিল ছিল। ওয়ার্ডের দুর্গা দাস কলোনির কবি সুকান্ত পাঠশালার ঘরে এদিন শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি লায়ন্স নেত্রালয়ের সহযোগিতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের শিবিরে ১৩৮ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়। বেশ কিছু মানুষকে বিনামূল্যে চশমা ও ওষুধ দেওয়া হয় বলে ওয়ার্ড কাউন্সিলার অভয়া বসু জানান। এছাড়াও আটজনের চোখে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন থাকায় তাঁদের শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পথ চলা

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পথ চলা শুরু করল 'নবদিগন্ত'। রবিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-নজরুলসংগীতের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করেন শিল্পীরা। এছাড়া নাচ ও শ্রুতিনাটক পরিবেশন করা হয়। নবদিগন্তের কর্ণধার নবনীতা গুপ্ত বলেন, 'দুঃস্থ ছাত্রীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সহযোগিতার জন্যই এভাবে পথ চলা।' এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অপর কর্ণধার শৈবালশংকর দাস।

আজ শহরে

উত্তাল নাট্যগোষ্ঠী, শিলিগুড়ির আয়োজনে চলছে 'উত্তাল নাট্য উৎসব'। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার আর্য সমিতি মঞ্চে। উৎসবের সমাপ্তি দিনে আজকের পরিবেশন উত্তালের 'এক সন্ধ্যায়', 'চায়ের সঙ্গে চাই', '১৬ পাতা' ও দর্পণের প্রযোজনা 'ক্যান্সার'। পাশাপাশি নাচ, গান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান। প্রবেশ অবাধ।

মহানন্দায় আরতি

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : কলকাতার গঙ্গা আরতির ছোঁয়া এবার শিলিগুড়ির মহানন্দা ঘাটেও। এখানে মহানন্দা নদীতে আরতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে চলেছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। ইতিমধ্যেই এব্যাপারে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে ছাড়পত্র মিলে গিয়েছে বলে জানান এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।

তিনি বলেন, 'ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনাল থেকে অনুমতি পেলেই আমরা কাজ শুরু করে দেব।' চলতি সপ্তাহেই বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন সৌরভ।

সৌরভের বক্তব্য, 'গতবছর কলকাতায় গঙ্গা আরতির পরিকাঠামো তৈরি করে যখন শুরু হয়েছিল, তখন আমি সেখানেই ছিলাম। তখনই আমি পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কাছে বলেছিলাম, শিলিগুড়িতেও যদি এধরনের ব্যবস্থা করা যায়। সম্প্রতি পুর ও নগরোন্নয়ন থেকে এব্যাপারেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'

এসজেডিএ'র তরফে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, লালমোহন মৌলিক ঘাটেই এই আরতির ব্যবস্থা করা হবে। সেক্ষেত্রে ঘাটেরই একটি জায়গায় আরতি করার ব্যবস্থা করা হবে। প্রশ্ন করা হয়েছিল, যাঁরা আরতি দেখবেন, তাঁরা কি বসে দেখবেন? সৌরভের অবশ্য বক্তব্য, 'বসার কোনও ব্যবস্থা থাকবে না।' এই আরতির ব্যবস্থা কি এসজেডিএ-ই করবে? এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সৌরভ বলেন, 'আমরা এব্যাপারে ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সঙ্গেও আলোচনা করব। কারণ আরতি করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংগঠনগুলোই সহযোগিতা করবে।'

কলকাতার গঙ্গা আরতির ধাঁচে লালমোহন মৌলিক ঘাটে আরতির পরিকাঠামো গড়ে তোলার আগে অবশ্য গ্রিন ট্রাইবিউনালের ছাড়পত্রের দিকে তাকিয়ে এসজেডিএ।

শুভমান-শ্রেয়সের ডাবলে ঊর্ধ্বমুখী স্বস্তির পারদ

ভারত–৩৯৯/৫
অস্ট্রেলিয়া–২১৭
(২৮.২ ওভারে)

(ডিএল নিয়মে ৯৯ রানে জয়ী ভারত)

শুভমান গিল
৯৭ বলে ১০৪
বাউন্ডারি ৬
ওভার বাউন্ডারি ৪

শ্রেয়স আইয়ার
৯০ বলে ১০৫
বাউন্ডারি ১১
ওভার বাউন্ডারি ৩

ইন্দোর, ২৪ সেপ্টেম্বর : কলম্বো থেকে মোহালি হয়ে ইন্দোর। বেয়াড়া বৃষ্টি কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না ভারতের। ইন্দোরে আজ ভারতীয় ইনিংসের পর অস্ট্রেলিয়ার রানতাড়ার সময়ও পথ আগলে বরুণদেব। রবিবাসরীয় ক্রিকেট উৎসবে সুর কাটল বারবার। কিন্তু তারপরও বিশ্বকাপ-অঙ্কে একরাশ স্বস্তি নিয়ে ফিরলেন রাহুল দ্রাবিড়রা। শুভমান গিল, শ্রেয়স আইয়ারের জোড়া সেঞ্চুরি, দ্বিশতরানের পার্টনারশিপ দিয়ে শুরু। শেষটা রবিচন্দ্রন অশ্বীন, প্রসিধ কৃষ্ণাদের বোলিং দাপটে অজিদের নাস্তানাবুদ হওয়ার চিত্রনাট্য।

গিল–শ্রেয়সের গড়া মঞ্চে লোকেশ

বল হাতে দাপট অশ্বীন–প্রসিধদের

রাহুল, সূর্যকুমার যাদবদের দাপটে অজিদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ৩৯৯/৫ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া। অজি ইনিংসের সময় বৃষ্টিতে দীর্ঘসময় খেলা বন্ধে স্টিভেন স্মিথ ব্রিগেডের (প্যাট কামিন্স এদিন বিশ্রামে) সামনে পরিবর্তিত টার্গেট দাঁড়ায় ৩৩ ওভারে ৩১৭।

গোদের উপর বিষফোঁড়া। যা সামলাতে ব্যর্থ অস্ট্রেলিয়া। শুরুতে জসপ্রীত বুমরাহর পরিবর্তে দলে ফেরা কৃষ্ণার জোড়া ধাক্কার পর অশ্বীনের (৪১/৩) স্পিনের ছোবলে বড় জয়ের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। নিজের প্রথম

তিন উইকেট নেওয়া রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন লোকেশ রাহুল।

ওভারে পরপর দুই বলে ম্যাথু শর্ট (৯) ও স্টিভেন স্মিথকে (০) সাজঘরের পাঠান প্রসিধ (৫৬/২)। অফস্টাম্পের বাইরে তৈরি প্রসিধের ফাঁদে দুইজনেই পা রাখেন। ৯/২ থেকে ডেভিড ওয়ার্নার–মার্নাস লাবুশেন জুটি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালানোর মাঝেই বৃষ্টি। নবম ওভার শেষে স্কোর তখন ৫৬/২। ফের খেলা শুরু হলে অজিদের চাপ বাড়িয়ে দেন অশ্বীন। একে একে ফেরান মার্নাস লাবুশেন (২৭), ডেভিড ওয়ার্নার (৫৩), জোশ ইনগ্লিসকে (৬)। জাদেজার ঝোলায় অ্যালেক্স ক্যারি (১৪) ও অ্যাডাম জাম্পা (৫)।

এর মাঝে ঈশান কিষানের তৎপরতায় রানআউট ক্যামেরন গ্রিনও (১৯)। ক্রমাগত উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। গত চার ম্যাচে (দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে শেষ তিন ম্যাচের পর মোহালি) হারের পর আজকের বিপর্যয়, বিশ্বযুদ্ধের আগে কপালের ভাঁজ বাড়াবে।

১৪০/৮ স্কোর থেকে সিন অ্যাবটের (৫৪) চমকপ্রদ প্রচেষ্টা, জোশ হ্যাজেলউডকে (২৩) নিয়ে লড়াই সত্ত্বেও ডাকওয়ার্থ–লুইস নিয়মে ৯৯ রানে জয় আটকায়নি ভারতের। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের ছাড়াই ফের অজি–বধে ২–০ ব্যবধানে সিরিজের দখল লোকেশ ব্রিগেডের।

এর আগে জয়ের মঞ্চটা গড়ে দিয়ে যান শুভমান–শ্রেয়সদের যুগলবন্দি। শুক্রবার ঘরের মাঠ মোহালিতে ৭৪ করেছিলেন শুভমান। এদিন ঝলমলে ১০৪। নিউজিল্যান্ডের পর (গত জানুয়ারি) অস্ট্রেলিয়া, চলতি বছরে ফের ইন্দোরে শতরান। চিন্তা দূর শ্রেয়সের চওড়া ব্যাটে। শুভমানের সঙ্গে ২০০–র যুগলবন্দি, ব্যক্তিগত তৃতীয় সেঞ্চুরিতে (৯০ বলে ১০৫) তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তার চাদর সরিয়ে দিলেন। বর্তমান ভারতীয় দলে স্পিনটা সবচেয়ে ভালো খেলেন। যা টের পেলেন অ্যাডাম জাম্পা (৬৭/১)। রেহাই পাননি অজি পেসাররাও। ইনিংস ব্রেকের সময় শ্রেয়স বলেও দিলেন, 'ক্রিজে দীর্ঘক্ষণ কাটানো দরকার ছিল। ইনিংসটা খেলতে পেরে তিনি খুশি। উইকেটে অসমান বাউন্স ছিল। কিন্তু শুভমানের সঙ্গে জুটি জমে যাওয়ার পর তা সমস্যা হয়নি।' তারপরও তিনি মেনে তিন নম্বরে বিরাটের জায়গা নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই তাঁর।

ঋতুরাজ গায়কোয়াড় (৮) দলের ১৬ রানের ফেরার পর ২১৬–তে ভারতকে পৌঁছে দেন শুভমান–শ্রেয়স। লড়াইটা একসময় ছিল কে কাকে টেক্কা দেবে তার। কখনও শুভমন তো কখনও শ্রেয়স আগে। গিল আগে হাফ সেঞ্চুরি করলেও তিন অঙ্কে প্রথমে পা রাখেন শ্রেয়স।

এরপর বেশিক্ষণ স্থায়ী হননি। পায়ের ক্র্যাম্প নিয়ে অস্বস্তিতে থাকা শ্রেয়স চালাতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। ২ বল আগেই নাটকীয় পরিস্থিতিতে বেঁচে যান। বোলার অ্যাবট ক্যাচ ধরেও মাটিতে পড়ার সময় বল মাটি ছোঁয়। ফলে সাজঘরের পথে পা বাড়ানো শ্রেয়সকে ফেরানো হলেও লাভের লাভ কিছু হয়নি।

নার্ভাস নাইন্টিসের বেড়া টপকে শতরানে পা রাখার পর আউট শুভমানও। শুভমান যখন আউট হন স্কোর ২৪৩/৩। পরের ১৫.১ ওভারে লোকেশ (৫২), ঈশান (৩১), সূর্যকুমার যাদবদের (অপরাজিত ৭২) দাপটে ভারতের ৩৯৯/৫।

শেষদিকে গ্রিন (১০৩/২), অ্যাবটদের (৯১/১) ওপর রীতিমতো বুলডোজার চালান সূর্য। ২৪ বলে হাফ সেঞ্চুরি, ওডিআই কেরিয়ারে সর্বোচ্চ ৭২ করে অপরাজিত। ৬টি চার ও ৬টি ছক্কা। এর মধ্যে গ্রিনকে টানা চার বলে ছক্কা। মোহালিতেও হাফ সেঞ্চুরি। চাপের মুখে লোকেশের সঙ্গে দলকে জয় এনে দিয়েছিলেন। আজ অনুকূল পরিস্থিতি '৩৬০'–র ঝলক। বিশ্বকাপের আগে বোলারদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার বার্তা– পঞ্চাশের পিচেও তিনি তৈরি।

ভারতীয়দের দ্রুততম ৫০

২১ বল	অজিত আগরকার
২২ বল	কপিল দেব, বীরেন্দ্র শেহবাগ, রাহুল দ্রাবিড়, যুবরাজ সিং
২৪ বল	সূর্যকুমার যাদব

ভারতীয়দের টানা চার ছক্কা (ওডিআই)

ব্যাটার	বোলার	সাল
জাহির খান	হেনরি ওলোঙ্গা	২০০০
রোহিত শর্মা	সুরঙ্গা লাকমল	২০১৭
সূর্যকুমার যাদব	ক্যামেরন গ্রিন	২০২৩

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের সর্বোচ্চ

৩৯৯/৫	ইন্দোর, ২০২৩
৩৮৩/৬	বেঙ্গালুরু, ২০১৩
৩৬২/১	জয়পুর, ২০১৩
৩৫৮/৯	মোহালি, ২০১৯

সিরিজের মাঝেই ছুটিতে বুমরাহ

ইন্দোর, ২৪ সেপ্টেম্বর : অস্ট্রেলিয়া সিরিজের মাঝে ছুটি! জসপ্রীত বুমরাহকে বিশেষ অনুমতি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, দলের তরফে। প্রথম ম্যাচে খেলেছেন। কিন্তু আজ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ম্যাচে অনুপস্থিত ভারতের পেস ব্রিগেডের এক নম্বর অস্ত্র। পরিবর্তে প্রথম একাদশে প্রসিধ কৃষ্ণা। দলের সঙ্গে ইন্দোরে আসেননি বুমরাহ। টিম ম্যানেজমেন্ট ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অনুমতি নিয়ে মোহালি থেকেই বাড়ি গিয়েছেন। ২৭ তারিখ রাজকোটে অজি সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ। পরিবারের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে সোজা রাজকোটে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

এশিয়া কাপ চলার সময় পুত্রসন্তানের বাবা হন বুমরাহ। টুর্নামেন্টের মাঝখানে দেশেও ফেরেন সেসময়। এদিকে, ৫ অক্টোবর থেকে বিশ্বকাপের সূচনা। প্রায় মাস দেড়েক বাড়ির বাইরে থাকা। সদ্যোজাতকে নিয়ে দলের সঙ্গে থাকা সম্ভব নয় বুমরাহ–স্ত্রীর পক্ষেও। তাই বিশেষ অনুমতি নিয়ে দুইদিনের ছুটি।

দুরন্ত প্রত্যাবর্তন বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ২৪ সেপ্টেম্বর : ম্যাচ শেষ হতে আর ১০ মিনিট বাকি। বার্সেলোনা তাদের নতুন ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে ০–২ গোলে পিছিয়ে। সেখান থেকে ৩–২ গোলে অবিশ্বাস্যভাবে জয় ছিনিয়ে নিলেন জাভি হার্নান্ডেজের ছেলেরা। ফলে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদকে টপকে লিগ শীর্ষে উঠে এল বার্সা। ১ ম্যাচ কম খেলে রিয়ালের সংগ্রহে ১৫ পয়েন্ট।

১৭ মিনিটে জুরগেন স্ট্র্যান্ড লারসেন ও ৭৬ মিনিটে অ্যানাস্তাসিওস ডৌভিকাসের গোলে মরশুমের প্রথম অঘটন ঘটানোর পথে বড় পদক্ষেপ করে ফেলেছিল গতবার লা লিগায় ত্রয়োদশ স্থানে শেষ করা ভিগো। ৮১ মিনিটে শুরু হয় বার্সার প্রত্যাবর্তনের পালা। জোয়াও ফেলিক্সের চিপ থেকে গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে প্রথম গোল করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। এর ৪ মিনিটের মধ্যে ফের গোল পোলিশ স্ট্রাইকারের। এবার অ্যাসিস্ট জোয়াও ক্যান্সেলোর। ৮৯ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে নামা গাভির ভাসানো বলে পা ছুঁইয়ে ম্যাচের নির্ণায়ক গোলটি করে যান ক্যান্সেলোই।

ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বসিত জাভির বক্তব্য, 'আমরা ভালো না খেলেও ম্যাচটা জিতলাম। এর থেকে আমাদের জেতার খিদে ফুটে ওঠে। ইতিহাস বলছে, এই জায়গায় আমরা বরাবরই দুর্বল ছিলাম। এই ফল থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রজন্মের পরিবর্তন হচ্ছে। এই নতুন প্রজন্ম শেষ পর্যন্ত লড়াই করে।' যোগ করেছেন, 'আজ যা হল সেটা ফুটবলারদের চরিত্র তুলে ধরল। নিজেদের ওপর বিশ্বাস ও নাছোড়বান্দা মনোভাব দিয়েই আমরা মহাকাব্যিক জয় পেলাম।'

জয়ে ফিরল লাল ম্যাঞ্চেস্টার

বার্নলে, ২৪ সেপ্টেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে হারের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। শনিবার রাতে অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ১–০ গোলে বার্নলেকে হারিয়েছে। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ব্রুনো ফার্নান্ডেজের গোল লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে ৩ পয়েন্ট এনে দেয়। ২৭ মিনিটে জনি ইভান্সের গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়েছিল।

ড্র আর্সেনালের

অন্যদিকে, টটেনহ্যাম হটস্পারের বিরুদ্ধে ২–২ গোলে আটকে গেল আর্সেনাল। ২৬ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোর আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় গানার্সরা। ৪২ মিনিটে ১–১ করেন সন হিউং–মিন। ৫৪ মিনিটে আর্সেনালকে ফের এগিয়ে দেন বুকায়ো সাকা। ৫৫ মিনিটে সমতা ফেরান সন।

লিভারপুল ৩–১ গোলে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে হারাল। লিভারপুলের মহম্মদ সালাহ, ডারউইন নুনেজ ও দিয়োগো জোটা গোল করেন। ওয়েস্ট হ্যামের জ্যারড বোয়েন একটি ফেরালেও দলের হার বাঁচাতে পারেননি। অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ১–০ গোলে হারল চেলসি। ৭৩ মিনিটে ওলি ওয়াটকিন্স গোল করেন।

চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়া সিরিজে নেই অক্ষর প্যাটেল। বাড়িতেই পোষ্যের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন তিনি। – ইনস্টাগ্রাম

ভারতের বিরুদ্ধে নালিশ পাকিস্তানের

লাহোর, ২৪ সেপ্টেম্বর : ভিসা বিতর্কে যুদ্ধং দেহি মেজাজে পাকিস্তান। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী বাকি দেশগুলির ভিসা মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আটকে রয়েছে পাকিস্তান দলের ভিসা। এই বিলম্বের কারণে বিশ্বকাপের প্রাথমিক পরিকল্পনা রদবদল আনতে হয়েছে। যা নিয়ে বেজায় চটেছেন পিসিবি কর্তারা। খবর, ভারতের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আইসিসির কাছে অভিযোগও জানিয়েছে তারা।

পিসিবি–র এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কা থেকে এশিয়া কাপ খেলে দেশে ফেরার পরই বিশ্বকাপের জন্য ভিসার আবেদন করা হয়েছিল। খেলোয়াড়দের পাসপোর্টও জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাঝে বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও ভিসা পায়নি পাকিস্তান ক্রিকেটাররা।

ভিসা বিতর্ক

ভিসা নিয়ে অযথা বিলম্বে প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটছে। বিশ্বকাপের আগে ভারতের এহেন গড়িমসি বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। আইসিসি–কে বিস্তারিতভাবে সবকিছু জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদনও করেছে পিসিবি বলে সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, ২৯ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম প্রস্তুত ম্যাচ খেলার কথা। তার আগে দুবাইয়ে কয়েকদিনের টিম বন্ডিং শিবিরের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ভিসা–জটে তা আপাতত বাতিল। আরও বিলম্ব হলে প্রস্তুতি ম্যাচ নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। তাই আইসিসি–র কাছে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে তারা।

মহিলা আইপিএলের পৃথক গভর্নিং কাউন্সিলের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : শিয়রে বিশ্বকাপ।

প্রায় গোটা দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা মেগা আসরের জন্য শেষবেলার প্রস্তুতি নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। ব্যস্ত আয়োজক ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও। তার মাঝেই আগামীকাল সমুদ্র–সুন্দরী গোয়াতে বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে সদস্যদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা প্রত্যাশিত।

মূল অ্যাজেন্ডার বাইরেও রয়েছে

গোয়ায় আজ বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ এজিএম

একাধিক ইস্যু। যা নিয়ে মতবিনিময়ের পাশাপাশি বেশ কিছু ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও হতে চলেছে বোর্ডের এজিএমে। এরমধ্যে মহিলাদের আইপিএল পরিচালনার জন্য পৃথক গভর্নিং কাউন্সিল গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও রয়েছে।

বোর্ড কর্তাদের ধারণা, আগামীদিনে মহিলাদের আইপিএল জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছোবে। আর সেই জনপ্রিয়তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো, লিগের যথাযথ পরিচালনার জন্য পুরুষদের আইপিএলের মতো মহিলাদেরও পৃথক পরিচালন কমিটি গঠন করা জরুরি।

জয় শা ইতিমধ্যেই বোর্ড আধিকারিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা সেরেছেন। বার্ষিক এজিএম–এর মূল অ্যাজেন্ডাতে বিষয়টি না থাকলেও সূত্রের খবর, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে মহিলা আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিল নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ করা হতে পারে গোয়ার এজিএমে।

পুরুষ আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলে ইতিমধ্যে অভিষেক ডালমিয়া ও অরুণ সিং ধুমলের মেয়াদ বাড়ার সিদ্ধান্ত প্রায় নিশ্চিত। প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রজ্ঞান ওঝা হয়তো নতুন কমিটিতে থাকছেন না। শেষপর্যন্ত কমিটির চেহারা কী হতে চলেছে, তা পরিষ্কার হবে বৈঠকেই।

এজিমে বোর্ডের আওতাধীন রাজ্য সংস্থাগুলির কোষাধ্যক্ষদের নিয়ে বিশেষ 'কনক্লেভ'ও থাকছে। মূলত বিশ্বকাপকে মাথায় রেখেই ওই কনক্লেভের আয়োজন। মেগা আসর থেকে বিশাল পরিমাণ অর্থ বোর্ডের কোষাগারে যেতে চলেছে। এর একটা অংশ ঢুকবে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার ভাঁড়ারে।

সমস্যা অন্যত্র। আয়কর নিয়ম মেনে বিসিসিআই কর দেবে ভারত সরকারকে। কিন্তু সেই বণ্টিত অর্থের জন্য রাজ্য সংস্থাগুলিতে ফের যাতে কর দিতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে চাইছে জয় শা অ্যান্ড কোং। কোষাধ্যক্ষদের কনক্লেভে তা সুনিশ্চিত করার জন্য কী করণীয়, তা পরিষ্কার নির্দেশিকা দিতে চলেছে বিসিসিআই।

এদিকে, বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়েও চাপানউতোর। ৫ অক্টোবর ইংল্যান্ড–নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপের সূচনা হচ্ছে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। কিন্তু বোর্ডের একটা অংশের যুক্তি, আয়োজক হওয়ার সুবাদে ভারতের প্রথম ম্যাচের আগে অনুষ্ঠান হোক।

৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে রোহিত শর্মা ব্রিগেড। তাই অনুষ্ঠান ৫ অক্টোবর টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচের বদলে তাই ৮ তারিখ ভারত–অজি ম্যাচের আগে হোক। গোয়ায় আগামীকাল শুরু বার্ষিক সাধারণ সভায় যে বিতর্কের নিষ্পত্তি হতে চলেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা দাবি করেছেন দুইটি সম্ভাবনাই রয়েছে। তবে শেষ কথা বলবেন বোর্ড সচিব জয় শা। প্রশাসনিক আলোচনার

৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে রোহিত ব্রিগেড। তাই অনুষ্ঠান ৫ অক্টোবর টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচের বদলে ৮ তারিখ ভারত–অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগে করা হতে পারে। গোয়ায় সোমবার শুরু বার্ষিক সাধারণ সভায় সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে।

পাশাপাশি থাকছে ক্রিকেটও। পরম্পরা অনুযায়ী একটি প্রীতি ম্যাচেও অংশ নেবেন বোর্ড আধিকারিকরা। তবে বাইশ গজে নয়, মূল খেলা এজিএম–এর টেবিলেই। যেদিকে তাকিয়ে ক্রিকেটমহল।

কর্ণাটক দলে দ্রাবিড়–পুত্র

বেঙ্গালুরু, ২৪ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব–১৯ ভিনু মানকড় ট্রফির জন্য কর্ণাটক দলে সুযোগ পেল রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে সমিত। হায়দরাবাদে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সমিতকে খেলতে দেখা যাবে ধীরাজ গৌড়ের নেতৃত্বে তাকে খেলতে দেখা যাবে। প্রতিযোগিতাটি ১২–২০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। অনূর্ধ্ব–১৪ পর্যায়েও সমিত কর্ণাটকের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ২০১৯–'২০ মরশুমে পরপর দ্বিশতরান করে প্রচারের আলোয় এসেছিল সমিত।

জয় পেল বাংলা

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : জুনিয়ার মহিলা ফুটবলে জিতেই চলেছে বাংলা। রবিবার ভুবনেশ্বরে বিহারকে বড় ব্যবধানে হারালেন বাংলার মেয়েরা। ম্যাচের ফলাফল ৫–২। বাংলার সার্জিদা খাতুন হ্যাটট্রিক করেন। এর আগে মিজোরামের বিপক্ষেও হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি। বাংলার হয়ে অপর দুইটি গোল করেন সঞ্চিতা সিংহ।

এশিয়ান গেমসে আজ

19th Asian Games Hangzhou 2022

পুরুষদের শুটিং
১০ মিটার এয়ার রাইফেল
ভোর ৬.৩০ মিনিট

পুরুষদের শুটিং
২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তল
ভোর ৬.৩০ মিনিট

পুরুষদের রোয়িং
সিঙ্গলস স্কালস ফাইনাল (বলরাজ পানোয়ার) সকাল ৭টা

জিমন্যাস্টিক্স
(প্রণতি নায়েক)
সকাল ৭.৩০ মিনিট

মহিলাদের টেনিস
সিঙ্গলস, দ্বিতীয় রাউন্ড (অঙ্কিতা রায়না) সকাল ৭.৩০ মিনিট

পুরুষদের টেনিস
সিঙ্গলস, দ্বিতীয় রাউন্ড
(রামকুমার রমানাথন)
সকাল ৭.৩০ মিনিট

পুরুষদের রোয়িং
মেন্স ফোর
সকাল ৭.৪০ মিনিট

মহিলাদের ক্রিকেট
(ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা)
সকাল ১১.৩০ মিনিট

পুরুষদের শুটিং
২৫ মিটার ফায়ার পিস্তল
(ব্যক্তিগত বিভাগ)
সকাল ১১.৩০ মিনিট

হকিতে ভারতের ১৬ গোলের ঝড়

হ্যাংঝৌ, ২৪ সেপ্টেম্বর : এশিয়াডে পদকের অভিযান দারুণভাবে শুরু করল ভারতের পুরুষ হকি দল। রবিবার পুল 'এ'-র ম্যাচে উজবেকিস্তানকে ১৬-০ গোলে হারাল হরমনপ্রীত সিংয়ের দল। সৌজন্যে মনদীপ সিং, বরুণ কুমার ও ললিত উপাধ্যায়ের হ্যাটট্রিক। অন্য গোলগুলি অভিষেক, অমিত রোহিদাস, সুখজিৎ, শামশের সিং ও সঞ্জয় করেন।

র‍্যাংকিংয়ে ৬৬ নম্বরে থাকা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অধিনায়ক হরমনপ্রীতকে বিশ্রাম দিলেও শুরুতে গোল তুলতে অসুবিধা হয়নি ক্রেগ ফুলটনের দলের। ৭ মিনিটে প্রথম গোল ললিতের। তাঁর বাকি গোলগুলি ২৪, ৩৭ ও ৫৩ মিনিটে করা। ২৯ বছরের এই স্ট্রাইকারের পাশাপাশি চারটি গোল করেন বরুণও। ১২ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলার পর ৩৬, ৫০ ও ৫২ মিনিটে অন্য গোলগুলি করেন। আরেক হ্যাটট্রিকের নায়ক মনদীপ ১৮, ২৭ ও ২৮ মিনিটে উজবেক প্রতিরোধ ভাঙেন।

ম্যাচে ১০টি ফিল্ড ও ৬টি সেট পিস থেকে গোল করে ভারত। এর মধ্যে ১৪টি পেনাল্টি কর্নার পায় ললিতরা। কিন্তু মাত্র ছয়বার এর ফায়দা তোলে ভারত। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করায় বিশেষজ্ঞ হরমনপ্রীতের না খেলা এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। ফলে প্রতিযোগিতার দুর্বলতম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করার ব্যর্থতা অবশ্যই চিন্তায় রাখবে ফুলটনকে। ২৬ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের পরবর্তী ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুর।

এশিয়ান গেমস থেকে বিদায় অঞ্জুদের

বেজিং, ২৪ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ফুটবলে নকআউট পর্বে উঠতে ব্যর্থ ভারতীয় দল। রবিবার থাইল্যান্ডের কাছে ০-১ গোলে পরাজিত হয়েছেন মনীষা কল্যাণ, অঞ্জু তামাংরা। উদ্বোধনী ম্যাচেও ভারত চাইনিজ তাইপেইয়ের কাছে ১-২ গোলে হেরেছিল। এবারের এশিয়ান গেমসে মহিলা ফুটবলে সবক'টি দলকে নিয়ে পাঁচটি গ্রুপ করা হয়েছিল। প্রতিটা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দলের পাশাপাশি পাঁচটি গ্রুপ রানার্স দলের মধ্যে সেরা তিনটি দল নক আউটে উঠবে। কিন্তু এদিনও থাইল্যান্ডের কাছে পরাজয়ের ফলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রথম তিনটি দলের মধ্যে থেকে নক আউটে ওঠার আশা শেষ হয়ে গেল।

অথচ রবিবার ম্যাচের শুরুটা দারুণ করেছিল ভারতের মেয়েরা। মনীষা, অঞ্জুরা বেশ কয়েকটি আক্রমণও তুলে আনেন থাইল্যান্ডের বক্সে। কিন্তু গোল করতে পারেননি। প্রথমার্ধের ফলাফল ছিল ০-০। ৫২ মিনিটে থংরং পারিচ্যাট থাইল্যান্ডের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন। এরপর গোল শোধের জন্য ভারতীয় মহিলা দল আপ্রাণ চেষ্টা করলেও থাইল্যান্ডের গোলরক্ষকের সৌজন্যে তা সম্ভব হয়নি।

ফুয়াং ওয়াটার স্পোর্টস সেন্টারের জলে ঝড় তুলে পুরুষদের ৮ জনের দলীয় ইভেন্টে রুপো জয়ের পর ভারতীয় দল।

প্রথমদিনে তিন পদকে রোয়িংয়ের জয়জয়কার

হ্যাংঝৌ, ২৪ সেপ্টেম্বর : লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন।

শনিবার এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সাফল্যমণ্ডিত আসরের আর্জি রেখেছিলেন। রবিবার তিন পদকে ফুয়াং ওয়াটার স্পোর্টস সেন্টারের জলে দেশের পতাকা ওড়ালেন ভারতের পুরুষ রোয়াররা।

এবারের এশিয়াডে ভারতের ৬৫৫ জনের দলে সেনাবাহিনীর দুইজন রয়েছেন। এদিন পদকের শুরুটা হল এই দুই জওয়ান-অর্জুন জাট লাল ও অরবিন্দ সিংয়ের হাত ধরে। প্যারিস অলিম্পিকে এই ভারতীয় জুটি ১১ নম্বরে শেষ করেছিল। কিন্তু রবিবার সাতসকালে রাজস্থানের অর্জুন-অরবিন্দ হ্যাংঝৌয়ে 'মরুঝড়' তুললেন। পুরুষদের রোয়িংয়ের লাইটওয়েট ডাবলস স্কালস ইভেন্টে রুপো জিতলেন তাঁরা। সময় নিলেন ৬ মিনিট ২৮.১৮ সেকেন্ড। ৬ মিনিট ২৩.১৬ সেকেন্ড নিয়ে সোনা জেতে চিন।

এদিন রুপো জিতলেও এশিয়াডের মাসখানেক আগে অরবিন্দের পিঠের চোট ছিল। ফলে অর্জুন-অরবিন্দের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। রুপোর পদক গলায় নিয়ে অরবিন্দ বলেছেন, 'আমার চোটের জন্য ২০-২৫ দিন অনুশীলন করতে পারিনি। সোনার লক্ষ্য নিয়েই এসেছিলাম। কিন্তু অনুশীলনের অভাবে সেটা সম্ভব হল না।' রবিবার ২ হাজার মিটারের রেসে প্রথম ৫০০-তে ভারতীয় জুটি এগিয়ে ছিল। পরে চিন তাদের টেক্কা দেয়। তবে অর্জুন-অরবিন্দের যাদের নিয়ে সবচেয়ে চিন্তা ছিল সেই

লাইটওয়েট ডাবলস স্কালসে রুপোর পদক গলায় নিয়ে পোডিয়ামে অর্জুন জাট লাল ও অরবিন্দ সিং। রোয়িংয়ের পেয়ার ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জয়ের পথে বাবু লাল যাদব-লেখ রাম (নীচে)। হ্যাংঝৌয়ে রবিবার।

উজবেকিস্তান ভারতের পরে শেষ করে। যা নিয়ে অরবিন্দ বলেছেন, 'উজবেকিস্তান ও জাপান আমাদের বিশ্বকাপে হারিয়েছিল। আজ আমরা ওদের আগে শেষ করেছি। কোচ বলেছিল, উজবেকিস্তান প্রথম ৫০০ মিটারে অ্যাটাক করবে। আমরা সেই বিষয়ে সতর্ক ছিলাম।'

অরবিন্দদের কিছুক্ষণ বাদেই রোয়িং থেকে ভারতের আরও দুইটি পদক আসে। পুরুষদের পেয়ার ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতেন বাবু লাল যাদব-লেখ রাম। সময় নেন ৬ মিনিট ৫০.৪১ সেকেন্ড। পুরুষদের ৮ জনের দলীয় ইভেন্ট ভারত শেষ করে রুপো নিয়ে। সময় লেগেছে ৫ মিনিট ৪৩.০১ সেকেন্ড।

সোনার লড়াইয়ে আজ সামনে শ্রীলঙ্কা

পূজার চার শিকারে ফাইনালে স্মৃতিরা

হ্যাংঝৌ, ২৪ সেপ্টেম্বর : সোনা থেকে একধাপ দূরে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। রবিবার সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে পর্যুদস্ত করলেন স্মৃতি মান্ধানা, জেমিমা রডরিগেজরা। অন্যদিকে, আরেক সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে চূর্ণ করে সোমবার সোনার লড়াইয়ে ভারতের মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা।

অনেকেই বলবে প্রত্যাশিত জয়। তবে এতটা অবলীলায়! জুলাইয়ে বাংলাদেশ সফরে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলেন শোরনা আখতার, ফাহিমা খাতুনরা। কিন্তু রবিবার এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে ভারতের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করল বাংলাদেশের প্রমীলাবাহিনী। কেবল ৮ উইকেটে জেতাই নয়, বাংলাদেশকে ১৮তম ওভারে মাত্র ৫২ রানে অলআউট করে দুই দলের মধ্যে ফারাকটা দেখিয়ে দিল স্মৃতি মান্ধানার দল।

বল হাতে বিশাল জয়ের ভিত গড়েন পূজা বস্ত্রকার। অঞ্জলি সর্বাণী চোট পাওয়ায় শেষ মুহূর্তে এশিয়াডের দলে ডাক পান পূজা। সুযোগ পেয়েই ৪ ওভারে ১৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে বল হাতে টি২০ ফরম্যাটে জীবনের সেরা পারফরমেন্স করলেন ২৩ বছরের এই অলরাউন্ডার। তিতাস সাঁধু, অমনজ্যোৎ কাউর, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় ও দেবিকা বৈদ্য একটি করে উইকেট পান। বাকি দুইটি উইকেট রানআউট থেকে আসে।

জবাবে ৮.২ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই ৫২ রান তুলে নেয় ভারত। ২০ রানে অপরাজিত থাকেন জেমিমা। এদিন অন্য সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে জিতল শ্রীলঙ্কা। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৭৫ রান তোলে পাক মহিলা দল। জবাবে ১৬.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় শ্রীলঙ্কা। ১০ দিনের মধ্যে আরও এক ফাইনালে ভারতের সামনে দ্বীপরাষ্ট্র। চামারি আতাপাত্তুরা এশিয়া কাপে পুরুষদের হারের বদলা নেবেন, নাকি ফাইনালের পুনরাবৃত্তি হবে, সেটাই দেখার।

কেনের হ্যাটট্রিকে বড় জয় বায়ার্নের

মিউনিখ, ২৪ সেপ্টেম্বর : বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন মিউনিখের আধিপত্য নতুন কিছু নয়। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে শনিবার ৭-০ গোলে বোচামকে হারিয়ে বড় জয় আদায় করলেন টমাস মুলাররা। সৌজন্যে ইংরেজ অধিনায়কের হ্যাটট্রিক। ঘরের মাঠে দলকে ৪ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন চৌপো-মোতিং। এরপরই ১২ মিনিটে নিজের প্রথম গোলটি করেন কেন। ২৯ মিনিটে ম্যাথিয়াস ডে লিট ও ৩৮ মিনিটে লেরয় সানে স্কোরশীটে নিজেদের নাম তোলেন। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ও ৮৮ মিনিটে এক সহজ গোলে নিজের প্রথম বুন্দেশলিগা হ্যাটট্রিকটি অর্জন করেন বায়ের্নের নম্বর ৯। মাঝে ৮১ মিনিটে দলের ষষ্ঠ গোলটি ম্যাথিয়াস টেলের। এই জয়ের পর আবার প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থানে উঠে এল টমাস টুচেলের দল। মুলার, উপামেকানোদের মতো অভিজ্ঞদের বেঞ্চে রেখে আজ তরুণদের নিয়ে শুরু করতে দেখা গেল টুচেলকে। এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা হিসেবে আমি চৌপোকে নিয়ে শুরু করি। ম্যাথিয়াস ও নৌসের মাঠে সময় প্রয়োজন ও দলে বৈচিত্র্য আনার জন্যে কিংসলে খেলেছে।' এছাড়া দলের তরুণদের পারফরমেন্সের প্রশংসাও করেন তিনি।

ভাঙা দল নিয়েও ভারত এশিয়াডের শেষ ষোলোয়

ভারত-১ (সুনীল-পেনাল্টি)
মায়ানমার-১ (ইয়ান কেয়াও)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : অনেক লড়াই, অনেক সমস্যার পাহাড় পার করার পরের ভোর বোধহয় এরকমই হয়!

যে দলটা একটা সময়ে এশিয়ান গেমসে অংশই নিতে পারবে না মনে হয়েছিল, সেই ভারতীয় পুরুষ দলই পৌঁছে গেল ফুটবলের শেষ ষোলোয়। পুরুষদের দল নিয়ে গত এক মাস ধরে ক্লাব বনাম অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ক্রীড়ামন্ত্রকের মধ্যে এক হাস্যকর ও নাটকীয় দড়ি টানাটানি চলেছে ক্রমাগত। যার জেরে দ্বিতীয়ও নয়, তৃতীয় কী চতুর্থ সারির দল নিয়ে হ্যাংঝৌয়ে হাজির হয় ভারত। একমাত্র ভরসার জায়গা ছিল সুনীল ছেত্রী ও সন্দেশ ঝিংগানের উপস্থিতি। সেই দলটাই এদিন মায়ানমারের বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করে নক আউটে পৌঁছে গেল নিজেদের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়ে। ১৩ বছর পর ফের এশিয়াডের শেষ ষোলোয় ভারত। এর জন্য ফুটবলারদের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই কোচ ইগর স্টিমাকের কথাও উল্লেখ করা দরকার। প্রাক্তন এই ক্রোয়েশিয়ান বিশ্বকাপার এসে সত্যিই কিন্তু যে কোনও পরিস্থিতি ও দলের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের দলের মধ্যে হার না মানা মনোভাব তৈরি করে দিয়েছেন।

১৩ বছর পর এশিয়ান গেমসের শেষ ষোলোয় ভারতীয় ফুটবল দল।

ম্যাচে যথেষ্ট আধিপত্য না থাকা সত্ত্বেও প্রথম গোলটা ভারতেরই। আগেরদিনের ব্রেইস মিরান্ডার মতো এদিন পেনাল্টি আদায় করে নেন রহিম আলি। ২৩ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে রহিম ফাঁকায় বল পেয়ে সোজা পৌঁছে যান মায়ানমার বক্সে। আগুয়ান গোলরক্ষককে কাটিয়ে শট নেওয়ার মুহূর্তে তাঁকে ফেলে দেন লিন হেইন জের। ওমানের রেফারি পেনাল্টি দিতে দ্বিধা করেননি। যথারীতি আবার সুনীল এবং আবার গোল। এরপরেও সারা ম্যাচেই বলের দখল বেশি ছিল মায়ানমারেরই। তবে শত চেষ্টা করেও ভারতের গোলমুখ খুলতে পারছিলেন না বার্মিজরা। বরং বেশ কয়েকবার অতর্কিতে সুযোগ এসেছে ভারতেরই সামনে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকেই বক্সের মধ্যে একা গোলরক্ষককে পেয়েও বিশ্রী সুযোগ নষ্ট করেন রহিম আলি ও পরিবর্ত গুরকিরাত সিং। বিশেষ করে মাটিতে মায়ানমার গোলরক্ষক একা পড়ে যাওয়ার পরও গোলে না মেরে তাঁর হাতে বল তুলে দেন রহিম। ওই দুটো গোল হয়ে গেলে তখনই ভারতের জয় নিশ্চিত হয়ে যায় এবং ম্যাচে ফিরতে পারে না মায়ানমার।

কিন্তু একসঙ্গে অনুশীলনের অভাব থেকে মাত্র সাতদিনের মধ্যে লম্বা সফরের সঙ্গে তিন ম্যাচ খেলার ক্লান্তির জন্যই সম্ভবত প্রতি ম্যাচেই ৭০ মিনিটের পর গোটা দলটাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গত কয়েকমাস খেলার মধ্যে না থাকা চিঙ্গলেসানা সিংয়ের মাথার উপর দিয়ে তাই হেডে গোলটা করে যান ইয়ান। এদিন লালচুঙ্গনুঙ্গা না থাকলেও টানা তিন ম্যাচে ২৭০ মিনিট বা তারও কিছু বেশি সময় খেলে ফেললেন সন্দেশ। একই কথা বলতে হবে সুনীলের সম্পর্কেও। তিনিও প্রথম ম্যাচের শেষদিকে উঠে যাওয়া ছাড়া পুরো সময় খেললেন শেষ দুই ম্যাচে। এঁদের অদম্য ইচ্ছাশক্তিই সম্ভবত ভারতকে নিয়ে গেল নকআউটে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর এশিয়ার অন্যতম শক্তিধর দেশ সৌদি আরবের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। এদিন ম্যাচ ড্র করায় তৃতীয় সেরা হয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে গেল মায়ানমারও। তারা খেলবে জাপানের বিরুদ্ধে।

ভারত ঃ ধীরাজ, চিঙ্গলেসানা, গেহলট, সন্দেশ, রাহুল (গুরকিরাত), অমরজিৎ, ব্রেইস (অনিকেত), রাবিহ, স্যামুয়েল (রোহিত), রহিম (ভিন্সি) ও সুনীল।

জয় দিয়ে আইএসএল শুরু করতে প্রস্তুত ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ আর্মির বিরুদ্ধে ডুরান্ড কাপে ২ গোলে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত ম্যাচ ড্র হয়। সেদিনই গোটা দলকে দাঁড় করিয়ে কার্লোস কোয়াদ্রাত বলে দেন, 'আমরা কোথায় আছি, আজ সেটা তোমরা বুঝলে। আমাদের মতো দল কিন্তু এই জায়গায় থাকতে মাঠে নামি না। এবার সেই দায়িত্বটা তোমাদের নিতে হবে।' এই বক্তব্যের পরই দল ডুরান্ডের ফাইনাল অবধি পৌঁছায়। তবে এবার আর ওই ছোট্ট একটা নক আউট টুর্নামেন্ট নয়। লম্বা ছয় মাসের লিগ খেলতে নামছে গোটা দল। স্বাভাবিকভাবেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা এখানে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। তবু তারই মধ্যে গত তিন মরশুমের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেদিকেই সতর্ক দৃষ্টি এখন লাল-হলুদ কোচের। পরিস্থিতি যত খারাপই

আইএসএলে আজ
ইস্টবেঙ্গল বনাম **জামশেদপুর এফসি**
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কলকাতা
ম্যাচ শুরু : রাত ৮ টা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

হোক না কেন, নিজেদের উপর থেকে যাতে আস্থা না হারান ফুটবলাররা, সেই লক্ষ্যেই তিনি তৈরি করে চলেছেন তাঁর দলকে। গত তিন মরশুমের অবস্থার পুনরাবৃত্তি যেমন চাইছেন না সমর্থকরা, তেমনি কোয়াদ্রাতও চান হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করতে। প্রথম ম্যাচেই ইস্টবেঙ্গল এমন একটা দলের মুখোমুখি, যারা ডুরান্ডে নিজেদের প্রথম দল নিয়েই আসেনি। ফলে খানিকটা অচেনা প্রতিপক্ষ হিসাবে জামশেদপুর এফসি-কে দেখছে ইস্টবেঙ্গল। যা একদিকে সুবিধা, অন্যদিকে আবার খানিকটা অসুবিধাও বটে। তবে তাঁর দল যে যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত সেই কথা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন কোয়াদ্রাত, 'আমরা ডুরান্ডে কাপে যেমন খেলেছি তাতে ছেলেদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। কিছু ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়ার দরকার ছিল, সেটা করা হয়েছে। আমরা অনেকগুলো প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছি।

জামশেদপুর এফসি-র মোকাবিলায় তৈরি হচ্ছেন ক্লেইটন সিলভা।

তবে এটা ঠিক যে, ওদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু আমাদের জানা নেই। কিন্তু এটাকে অজুহাত হিসাবে দেখানো যায় না। বরং আমাদের নিজেদের সঠিক পরিকল্পনা তৈরি করে সোমবার টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামতে হবে।' প্রতিপক্ষ কোচ স্কট কুপারও বলেন, প্রথম দল না খেলার সুবিধা-অসুবিধা দুইটিই আছে, 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও মুম্বই সিটি এফসি এএফসির টুর্নামেন্ট খেলবে এবং ইস্টবেঙ্গলও বেশ কিছু ম্যাচ পেয়ে গিয়েছে প্রস্তুতির জন্য। কিন্তু আমরা সেটাই করেছি যেটা পরিকল্পনায় ছিল। মরশুমের শুরুতেই অতগুলো ম্যাচ খেলে ফেললে অনেক সময়ে প্রস্তুতিতেও সমস্যা হয়। অন্যরা জেনেও যায় দল সম্পর্কে।'

ইস্টবেঙ্গল এই ম্যাচে ডিফেন্সের দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য লালচুঙ্গনুঙ্গা ও জর্ডন এলসেকে পাচ্ছে না। প্রথমজন জাতীয় দলের হয়ে এশিয়ান গেমসে খেলতে ব্যস্ত। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে ডুরান্ডের ফাইনালে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন জর্ডন। এই দুইজনের অনুপস্থিতি নিশ্চিতভাবেই দলের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগজনক। তবু কোয়াদ্রাত একে গুরুত্ব দিতে রাজি নন। বরং বলেন, 'চুঙ্গনুঙ্গা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। কিন্তু জাতীয় দলে ডাক পেলে যেতেই হবে। তেমনি জর্ডনের চোটও দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এসব ফুটবলে হয়েই থাকে। অবশ্যই এদের পরিবর্ত পাওয়া অত সহজ নয়। কিন্তু আমাদের হাতে যা আছে, তাই দিয়েই চেষ্টা করতে হবে। কারণ এত দ্রুত জর্ডনের পরিবর্ত খুঁজে বার করা অত সহজ কাজ নয়।' গুরসিমরত সিং আছেন চুঙ্গনুঙ্গার পরিবর্তন হিসাবে। হরমনজ্যোত সিং খাবরাকে হয়তো ব্লকার হিসাবে ব্যবহার করা হবে। জর্ডনের পরিবর্ত হিসাবে হোসে পারদো লুকাসকেই সম্ভবত খেলাবেন কোয়াদ্রাত। কিন্তু তিনি সত্যিই জর্ডনের পরিবর্ত হয়ে উঠতে পারবেন কি না, তা সময়ই বলবে। আইএসএলের ওয়েবসাইটে নাম না থাকা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হলেও লাল-হলুদ শিবির থেকে জানানো হল, নীশু কুমারকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। সদ্যই তিন মরশুমের জন্য চুক্তি বাড়ানো নাওরেম মহেশ সিংয়ের চোট থাকলেও তিনি এই ম্যাচে খেলতে পারবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে প্রথম ম্যাচ থেকেই নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে চায় লাল-হলুদ বাহিনী। গত তিন বছরের হীনমন্যতা যাতে কাটিয়ে ওঠা যায়, দায়িত্ব নিয়ে কোয়াদ্রাত অন্তত এই চেষ্টা প্রথম থেকেই করে এসেছেন। প্রথম দফায় ঘরের মাঠের ৬ ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট তুলতে চায় ইস্টবেঙ্গল।

এক গোলে জিতে সন্তুষ্ট হন না ডেভিড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : ছেলেটি এমনিতেই চুপচাপ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন দুই-তিনটি শব্দে। এর অন্যতম কারণ ভাষাগত সমস্যা। হিন্দি একেবারেই বোঝেন না। ইংরেজিতেও তেমন দখল নেই। তবে এই শান্ত স্বভাবের ছেলেটা মাঠে নামলেই ঝড় তোলেন। কলকাতা লিগে ১৫ ম্যাচে ১৯ গোল করে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নতুন নয়নের মণি এই মণিপুরি গোলমেশিন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।

ভবানীপুর এফসি-র বিরুদ্ধে তাঁর জোড়া গোলেই ফের বৈতরণী পার করল সাদা-কালো ব্রিগেড। শেষবার কোন ম্যাচে গোল পাননি, তা সম্ভবত নিজেই জানেন না। মাঠে অক্লান্ত পরিশ্রম করলেও চোখে-মুখে সেই ছাপ ফোটে না। কিন্তু প্রত্যেক ম্যাচের পর সাংবাদিকদের একই প্রশ্নে তিনি ক্লান্ত। তাই শনিবার ম্যাচের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ভক্ত বলেই ফেললেন, 'আজ অন্য প্রশ্ন করবেন।'

কিন্তু ম্যাচ নিয়ে তাঁর অনুভূতির প্রসঙ্গ এড়াতে পারলেন না। বরাবরের মতোই বলেছেন, 'আমি এখানে খেলা উপভোগ করছি। গোল করতে পেরে খুশি।' পাশাপাশি এও বলেছেন, 'প্রতি ম্যাচে নামার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আর গোল করতে থাকি।' প্রথমার্ধে তাঁর ফ্রি কিক পোস্টে না লাগলে সুপার সিক্সের প্রথম হ্যাটট্রিক পেয়ে যেতেন তিনি। এই আক্ষেপের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে বলটা বারে লাগল। তবে এদিন মাঠের অবস্থা একেবারেই ভালো ছিল না। কাদায় আমাদের মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল। তাই শটটা ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি।'

লিগ শেষ হওয়ার আগে নিজের জন্য লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন ডেভিড। তাঁর কথায়, 'আমায় প্রতিদিনই কোচ বলেন হ্যাটট্রিক করার জন্য। কিন্তু কোনওভাবে সেটা এই ম্যাচে হয়নি। তবে আমাদের হাতে আরও দুইটি ম্যাচ আছে। সেই ম্যাচগুলি মিলিয়ে অন্তত আরও তিনটি গোল করতে চাই।' অসাধারণ দক্ষতায় শরীরকে ঘুরিয়ে ম্যাচের নির্ণায়ক গোলটি করেন। ম্যাচের তো বটেই, লিগের অন্যতম সেরা গোলের তালিকায় এই গোল আসবেই। তবে এই গোলও তার জন্য কিছুটা সাধারণ মানের। বলেছেন, 'গোলটাকে আমি দশে সাত নম্বর দেব। কারণ দল মাত্র এক গোলের ব্যবধানে জিতেছে।' এর থেকেই ডেভিডের দলকে একাধিক গোলে জেতানোর খিদে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

টেবিল টেনিসে টিম ইভেন্টে বিদায় ভারতের, দাপট নিখাতদের

হ্যাংঝৌ, ২৪ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসে নামার আগে দুই বাণিজ্যিক সংস্থার তরফে আর্থিকভাবে পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণায় চাপমুক্ত হয়েছিলেন সুমিত নাগাল। সেই স্বস্তি নিয়েই পুরুষদের সিঙ্গলসে মাত্র ৪৫ মিনিটে প্রতিযোগিতার পঞ্চম বাছাই নাগাল উড়িয়ে দিলেন ম্যাকাওয়ের হো টিন মার্কোকে। একটি গেম না খুঁইয়ে ৬-০, ৬-০ গেমে জিতে তিনি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন। শেষ আটে ওঠার লড়াইয়ে তাঁর চ্যালেঞ্জার কাজাখস্তানের বেইবিট ঝুকায়েভ। কোনও ঘাম না ঝরিয়ে ডাবলসে সাকেত মিনেনি-রামকুমার রমানাথন শেষ ষোলোয় জায়গা করেছেন। ৫৭ মিনিটে তাঁরা ৬-২, ৬-৩ গেমে হারিয়ে দেন নেপালের অভিষেক বাসতোলা-প্রদীপ খাদকাকে।

বক্সিং থেকেও এসেছে স্বস্তির খবর। মহিলাদের ৫৪ কেজি বিভাগে প্রীতি পাওয়ার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। জর্ডনের সিলিনা আলহাসানাতের বিরুদ্ধে তিনি শুরুটা করেন রক্ষণাত্মকভাবে। কিন্তু একবার প্রতিপক্ষকে বুঝে নেওয়ার পর জ্যাব-হুকের বন্যায় কোণঠাসা করে দেন সিলিনাকে। বাধ্য হয়েই রেফারি মাঝপথে খেলা থামিয়ে প্রীতিকে জয়ী ঘোষণা করেন। প্রি-কোয়ার্টার

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	চিন	২০	৭	৩
২	কোরিয়া	৫	৪	৫
৩	জাপান	২	৭	৫
৪	হংকং	২	০	৫
৭	ভারত	০	৩	২

ফাইনালে উঠেছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নিখাত জারিন। ভিয়েতনামের থি তাম গুয়েনের বিরুদ্ধে ৫-০ ব্যবধানে তিনি জিতেছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পুনরাবৃত্তির ম্যাচে থি তাম কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারেননি নিখাতের আগ্রাসানের সামনে।

তবে পুরুষদের ভলিবলে ভারতের জয়ের দৌড় থেমে গিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। জাপানের কাছে ভারত ২৫-১৬, ২৫-১৮ ও ২৫-১৭ পয়েন্টে হেরেছে। ফেন্সিংয়েও আশা জাগিয়ে হতাশার গল্প। তানিক্সা ক্ষাত্রী কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের ২ নম্বর মান ওয়াই ভিভিয়ান কংয়ের কাছে ৭-১৫ ব্যবধানে হেরে যান।

তবে সবচেয়ে বড় হতাশা এসেছে টেবিল টেনিসের দলগত বিভাগ থেকে। পদকের স্বপ্ন দেখিয়েও পুরুষ ও মহিলা দল যথাক্রমে কোয়ার্টার এবং প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে। থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২-৩ ব্যবধানে হেরেছে মহিলা দল। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ৩৯ নম্বরে থাকা মণিকা বাত্রা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল টাইয়ের প্রথম ম্যাচেই ০-৩ গেমে হেরে যান ১০৪ নম্বরে থাকা ওরাওয়ান পারানাংয়ের কাছে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে দুই বাঙালি মেয়ে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও ঐহিকা মুখোপাধ্যায় ভারতকে ২-১ এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐহিকা টাইয়ের চতুর্থ ম্যাচে হারের পর নির্ণায়ক ম্যাচে মণিকা হেরে বসায় ভারতের বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায়।

পুরুষ দল চাপে পড়ে গিয়েও দুপুরে কাজাখস্তানকে ২-৩ হারিয়ে শেষ আটে উঠেছিল। কিন্তু সেই ছন্দ বিকেলে তারা হারিয়ে বসে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে। হারমিত দেশাই, সাথিয়ান গণশেখরন ও অচিন্ত্য শরথ কমল তিনজনেই নিজেদের ম্যাচ হেরে বসেন।

হতাশ করেছে ভারতীয় মহিলা রাগবি সেভেন দলও। জাপানের কাছে ০-৪৫ ও হংকংয়ের বিরুদ্ধে ০-৩৮ হেরে তারা লজ্জায় ফেলেছে। দাবায় দিনটা মিশ্র গিয়েছে। কাজাখস্তানের আইএম কাজিবেকের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতবাবে হেরে যান বিদিত গুজরাটি। তবে দুই মহিলা ভারতীয় দাবাড়ু কোনেরু হাম্পি ও দ্রোণাভালি হারিকা প্রথম দুই রাউন্ডে জয় পেয়েছেন।

মোহন জনতার স্বপ্নের নায়ক এখন দিমিত্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : দিমিত্রিস পেত্রাতোস। মোহনবাগান জনতার নয়নমণি। গত মরশুমে রয় কৃষ্ণা দল ছাড়ার পর তাঁকে নিয়ে আসেন বাগান কোচ হুয়ান ফেরান্দো। হতাশ করেননি দিমিত্রিও। ১২ গোল করে হয়েছিলেন আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ফাইনালে তাঁর জোড়া গোলে ভর করেই প্রথমবার আইএসএল খেতাব জেতে সবুজ-মেরুন। গতবার যেখানে শেষ করেছিলেন এই মরশুমে যেন সেখান থেকেই শুরু করেছেন এই অজি তারকা। ডুরান্ড কাপ ফাইনালে গোল করে দলকে খেতাব জিতিয়েছেন তিনি। প্রথাগত স্ট্রাইকার না হয়েও যেভাবে গোল করে চলেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। এই মরশুমে লিগের প্রথম ম্যাচেও গোল করলেন দিমি। শুধু তাই নয়, মনবীর সিংকে দিয়ে একটি গোলও করালেন তিনি। দিমিত্রি বলেছেন, 'আমি চেষ্টা করি নিজের সেরাটা দেওয়ার। ফুটবলকে আমি উপভোগ করছি।' তবে আপফ্রন্টে পার্টনার হিসেবে আর্মান্দো সাদিকু না স্বদেশীয় জেসন কামিংস, কাকে চান তিনি? উত্তরে দিমি বলেছেন, 'সাদিকু ও কামিংস দুইজনেই ভালো। আলাদা করে কারও নাম বলব না। কারণ, আমরা একটা দল হিসেবে খেলছি। আমাদের সবসময় লক্ষ্য থাকে আমরা নিজেদের সেরাটা তুলে ধরব।' দিমি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ ফেরান্দোও। বলেছেন, 'দিমি দলের কাছে উদাহরণস্বরূপ। ওর প্রতি দলের সকলের আস্থা রয়েছে। ওকে যদি সবাই এইভাবে অনুসরণ করে তাহলে আশা করি, আমরা আরও ভালো ফল করতে পারব।'

২০১৮ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন দিমিত্রি। তবে মাঠে নামার সুযোগ হয়নি। প্রচণ্ড গতি, বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শট দিমির মূল অস্ত্র। শুধু গোল করা নয়, খেলা তৈরি করতে সমান পারদর্শী তিনি। গতবার মোহনবাগান আপফ্রন্টে দিমি সেভাবে কাউকে না পেলেও এবার পাশে পেয়েছেন সাদিকু ও

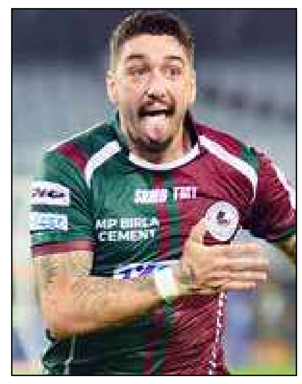

কামিংসকে। তাই এবার আরও ভয়ংকর লাগছে তাঁকে। বিশেষ করে কামিংসের সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে। দুইজনেই অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলেন। কামিংস প্রসঙ্গে দিমিত্রি বলেছেন, 'কামিংস খুব ভালো খেলোয়াড়। ওর সঙ্গে আলাদা বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে।' ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেটও পছন্দ করেন এই অজি তারকা। তাঁর প্রিয় ক্রিকেটার কিংবদন্তি লেগস্পিনার শেন ওয়ার্ন। সদ্য চোট পেয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে আশিক কুরুনিয়ান। এদিনের জয়টা সেই আশিককে উৎসর্গ করে দলের কাছে নিজেকে আদর্শ টিমম্যান হিসেবে তুলে ধরেছেন পেত্রাতোস। মোহনবাগানে বহু বিদেশি খেলে গিয়েছে। এর মধ্যে হোসে রামিরেজ ব্যারেটো তো সবুজ-মেরুন সমর্থকদের ভগবানের মর্যাদা পান। তার পরেও সনি নর্ডি, কাতসুমি ইউসা, ওডাফা ওনিয়েকা ওকোলির মতো তারকাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে মোহন জনতা। এখন তাদের স্বপ্নের নায়ক পেত্রাতোস। তবে তিনি সনি, কাতসুমি বা ওডাফাদের মতো বাগান সমর্থকদের মনে পাকাপাকি স্থান করে নেবেন কি না তা সময় বলবে।

সহজ জয় পেল মুম্বই সিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেল মুম্বই সিটি এফসি। ২-১ গোলে তারা নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে হারাল। শুরু থেকে পাসিং ফুটবল খেলতে থাকে মুম্বই। ২৬ মিনিটে জোরগে পেরেরা দিয়াজের গোলে এগিয়ে যায় মুম্বই। লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের বাড়ানো বল ধরে ডান পায়ের শটে ফিনিশ করেন তিনি। তবে লিড দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ছয় মিনিট বাদে গোল করে নর্থইস্ট সমতায় ফেরে। আশির আখতারের বাড়ানো বল ধরে গোল করেন পার্থিব গগৈ। কিন্তু আবারও এগিয়ে যায় ডেস বাকিংহামের ছেলেরা। ৩৮ মিনিটে মেহতাব সিংয়ের পাস থেকে ফের গোল করেন দিয়াজ। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দল গোলের সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। এদিকে, নর্থইস্টের ফুটবলার ফাল্গুনী সিংয়ের বাবা মারা যাওয়ায় গোটা দল কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নেমেছিল এদিন।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদে চলছে ক্রিকেটের দলবদল।

সুপার ডিভিশনের দলবদলে ২১৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের একদিনের সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের দলবদল রবিবার হল। এদিন ২১৫ জন ক্রিকেটার দলবদল করেছেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে অগ্রগামী সংঘ থেকে রাশেদ হুসেন, রূপম দাস, চন্দন সিং, নবাঙ্কুর ঘোষ ও আকাশ পোদ্দার জিটিএসসি-তে গিয়েছেন। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব থেকে অভিষেক সিকদার স্বস্তিকা যুবক সংঘে সই করেছেন।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর : প্রাক্তন ক্রীড়া সংগঠক দেবব্রত সান্যালের ১৩তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে রক্তচক্র ও মর্ডান বয়েজ ক্লাবের সহযোগিতায় রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির রবিবার আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে ৩৫ জন রক্ত দিয়েছেন।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in